উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৬৩৫.৯১ (+৩২৯.০৬)
নিফটি : ২৪,৯৬৭.৭৫ (+৯৭.৬৫)

প্রয়াত জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষপর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ
কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল। » ১০

শিলিগুড়ি ৯ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 26 August 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 99

মণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবার 'পুজোবন্ধু'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : মণ্ডপের ভিতর যাতে কেউ কোনওকিছু স্পর্শ না করে, তার জন্য কারও থাকে তীক্ষ্ণ নজর, কেউ আবার সন্ধ্যা থেকে ভোররাত পর্যন্ত মণ্ডপের সামনের ভিড় সামাল দেয়। দুর্গাপুজোর সঙ্গে এমন ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। পুজো এলেই পাড়ার এমন ছেলেমেয়েদের পরিচয় হয়ে যায় ভলান্টিয়ার। মূলত ওদের হাতেই থাকে মণ্ডপের রাশ। তাই গলায় ক্লাবের দেওয়া পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে দাদাদের পরামর্শে সমস্ত কাজ করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে। এবছর এমন ভলান্টিয়ারদের কাজ একই থাকলেও পালটে যাচ্ছে পরিচয়। পুলিশের সৌজন্যে ভলান্টিয়াররা হয়ে উঠছে 'পুজোবন্ধু'। শুধু তাই নয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সোমবার ছিল পুলিশের প্রস্তুতি বৈঠক। ওই বৈঠকেই পুলিশের তরফে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বললেন, 'প্রতিটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ভলান্টিয়ার থাকে। তবে সেই ভলান্টিয়ারদের অধিকাংশই নিয়মিত থাকে না। পুজোবন্ধু-র মাধ্যমে আমরা ভলান্টিয়ার নির্দিষ্ট করার পাশাপাশি তাদের তিনটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেব।'

শুধু যে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষণ, তা কিন্তু নয়। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহারেও তালিম দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোনওভাবে মণ্ডপে আগুন লাগে, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজটি পুজোবন্ধু যাতে করতে পারে, সেদিকে নজর পুলিশের। জরুরি কোনও পরিস্থিতিতিতে কোন নম্বরে ফোন করতে হবে, কীভাবে ঘটনার কথা জানাতে হবে,

এরপর আটের পাতায়

মণ্ডপের পথে গণেশমূর্তি। আলিপুরদুয়ারের কাছে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

মা আসছেন
৩৩
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের
» দশের পাতায়

পুজোর প্রতিবেদনে আজ উজ্জ্বল সংঘ
» নয়ের পাতায়

ইডি হেপাজতে জীবনকৃষ্ণ

নর্দমার কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

রিমি শীল ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও বহরমপুর, ২৫ অগাস্ট : নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে সুবিধা হল না। সোম-সকালে যেন 'শনি' নাচল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার কপালে। সিবিআইয়ের জালে পড়ে ১৩ মাস বন্দি ছিলেন তিনি। ১৫ মাসের মাথায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। এবার ইডি'র হাতে। সোমবারই আদালত তাঁকে ছয়দিনের জন্য ইডি'র হেপাজতে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। ওই সময় তাঁর মোবাইল দুটি নর্দমায় ফেলে দেন। নিজেও ঝাঁপ দেন নর্দমায়। পিছন পিছন তাড়া করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রায় ১৫ মিনিট ছোটাছুটি ও কাদায় মাখামাখি হওয়ার পর ধরা পড়েন তিনি। ততক্ষণে ভয়ে, আতঙ্কে তাঁর করুণদশা। বারবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মারবেন না, মারবেন না, দাঁড়ান আমি উঠছি।'

পরনের গেঞ্জি, প্যান্ট তখন জলে-কাদায় ভিজে গিয়েছে। ইডি আধিকারিকরা ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ার সময় ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এই তৃণমূল বিধায়ক। তখনও মোবাইল বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। সেবার পুকুরে জাল ফেলে মোবাইল উদ্ধার করেছিল সিবিআই। সোমবার নর্দমার কাদা ঘেঁটে মোবাইল তুলে আনে ইডি।

ভেজা পোশাক পরিবর্তন করিয়ে বীরভূমের দেবগ্রাম হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক জীবনকৃষ্ণকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। তাঁর গাড়ির চালক রাজেশ ঘোষকেও

গ্রেপ্তারির সময় ও পরে। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বিধায়ক।

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেনে নজর ছিল ইডি'র। অভিযোগ, চাকরির নাম করে বেআইনিভাবে টাকা তুলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। আদালতে সেই যুক্তি দেখিয়েছেন তদন্তকারীরা।

বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কের

এরপর আটের পাতায়

পরিকাঠামো সত্ত্বেও কাজে আসছে না ল্যাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভাইরাস ঘটিত রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতেই তা কাজে লাগছে না। ফলে রোগ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক চিকিৎসা, সতর্কতা এবং সচেতনতার ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের বড় একটা অংশ। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের লেপ্টোস্পাইরোসিসের বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে ব্যাকটেরিয়ার নমুনা পরীক্ষা না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনছেন অনেক চিকিৎসক। তাঁদের বক্তব্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস থেকে লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রমণ উত্তরবঙ্গজুড়েই রয়েছে। প্রচুর রোগী বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা না হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে রোগীদের উপসর্গ জেনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে সব জেলাতেই টেস্ট করা হবে। আপাতত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ল্যাবেই নমুনা পাঠানো হচ্ছে।' যদিও হেপাটাইটিস-এ'র টিকাকরণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যন্ত্র পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরিগুলিতে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে লেপ্টোস্পাইরোসিসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ, প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে গ্রামের পর গ্রামে এই রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ। মাসের শেষে এসেও প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শুধু লেপ্টোস্পাইরোসিস নয়,

এরপর আটের পাতায়

দোকান খুলতেই হানা দুষ্কৃতীদের

ক্রেতা সেজে গয়না লুট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার সোনার চেন নিয়ে পগারপার হল দুই দুষ্কৃতী। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত শিবমন্দির বাজার এলাকায়। অভিযোগ, এদিন সকাল পৌনে বারোটা নাগাদ দোকান খুলে একে একে অলংকার বের করে ডিসপ্লে ট্রে-তে সাজাচ্ছিলেন সোনা ব্যবসায়ী হরিপদ সরকার। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রথমে সোনার লকেটের খোঁজ করতে আসেন। হরিপদ ডিসপ্লে ট্রে-তে সাজানো একের পর এক লকেট দেখানোর পর ওই ক্রেতা সোনার চেন দেখতে চান। হরিপদ-র অভিযোগ, 'চেনগুলি তখনও ডিসপ্লে-তে না সাজানোয় লকার থেকে কৌটোর মধ্যে কাগজে মোড়া অবস্থায় দশটা চেন বের করে দেখাই।' এরমধ্যে আরও এক ক্রেতা ব্যাগ নিয়ে দোকানে ঢোকেন।

হরিপদ বলেন, 'ওঁরা দুজন একে অপরের পরিচিত। ওঁরা সোনার হার দেখতে চান। ট্রে বের করে হার-ও দেখাতে থাকি। এরপর তাঁরা ফের সোনার চেন দেখতে চান। এরমধ্যেই হঠাৎ করে ব্যাগ নিয়ে তাঁদের একজন বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয়জনও দৌড়ে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারি, কাগজে মোড়া দশটি চেন উধাও হয়ে গিয়েছে।' যদিও ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে যায়।

এমন ঘটনায় মাটিগাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারবার সোনার দোকানগুলোই টার্গেট হওয়ায় সোনা ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এলাকার ব্যবসায়ী মহলও আতঙ্কিত। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'গতমাসেই মাটিগাড়া থানা থেকে কয়েক মিটার দূরেই রাতে গয়নার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এখনও সেই ঘটনার তদন্ত শেষ করতে পারেনি পুলিশ। এরমধ্যেই

পগারপার
- বাইকে করে এসেছিল দুই দুষ্কৃতী
- গোটা অপারেশন শেষ হয় ১০ মিনিটে
- বাইরের গ্যাং জড়িত রয়েছে বলে সন্দেহ
- সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত চলছে

এবারে দিনদুপুরে সোনার দোকানে ঢুকে হাতসাফাইয়ের ঘটনা রীতিমতো আশঙ্কার।'

কয়েকদিন আগেই ওই এলাকায় দুটি সোনার দোকানের সামনে সিসিটিভি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গেও এদিনের ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা খাসনবিশ বলেন, 'এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। এখানে বহু মানুষ যাতায়াত করায় ব্যবসায়ীদেরও সতর্ক থাকবে হবে। আমি নিরাপত্তার বিষয়টা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'সোনা চুরি করে পালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে যাবতীয় ঘটনার তদন্ত চলছে।'

হরিপদর কথা অনুযায়ী, যাবতীয় অপারেশন চলেছে দশ মিনিট ধরে। ইতিমধ্যেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পাওয়া গিয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, হরিপদ লকার খুলে গয়না বের করতে ব্যস্ত। এমন সময় টুপি পরে একজন ভেতরে ঢোকেন। তিনি কিছু বলার পরেই হরিপদ ডিসপ্লে-র জায়গা থেকে কয়েকটি লকেট বের করে দেখাতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ওই টুপি পরা ব্যক্তি কিছু বলার পর লকার থেকে একটি কৌটো বের করেন হরিপদ। সেই কৌটো থেকে কাগজে মোড়া চেনগুলো দেখাতে থাকেন। এরমধ্যেই দেখা যায়, হাতে ব্যাগ নিয়ে মাথায় টুপি পরা আর একজন ঢুকেছে। দুজন দোকানের ভেতরে কিছুক্ষণ বসার পর সোনার হারের ট্রে বের করেন হরিপদ। দুজন মিলে কয়েকটি হার দেখার পর ফের কৌটো বের করতে দেখা যায় হরিপদকে। কৌটোর মধ্যে হাত দিয়ে কাগজে মোড়া চেন ছাড়াও অন্য সোনার গয়না হাত দিয়ে দেখতে শুরু করে।

এরপর আটের পাতায়

সেপ্টেম্বরেই অবসর নিচ্ছে মিগ-২১। তার আগে আরও একবার ভারতের আকাশে উড়ল যুদ্ধবিমান। চালকের আসনে দেখা গেল বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংকে। রাজস্থানের বিকানেরে। -পিটিআই

বাড়ি বানিয়ে পরিষেবা নিয়ে চাপে বাসিন্দারা

বাড়ির সামনে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। সাফাইয়ের নাম নেই।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : কথা দিয়ে কথা রাখেনি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। নাগরিক পরিষেবা দেওয়া থেকে একপ্রকার হাত তুলে নিয়েছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এমন পরিস্থিতিতে শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সে বাড়ি বানিয়ে কার্যত দুঃস্বপ্নে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দারা জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে ভুল করেছেন বলে আফসোস করছেন।

শান্তিনগর হাউজিং কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি এককথায় দুর্বিষহ। একটু বৃষ্টি হলে নর্দমা উপচে জল রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। বেশি বৃষ্টি হল সেই জল বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকতে থাকতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের চেহারা নিয়েছে। কোনও নজরদারি না থাকায় বহিরাগতরা এলাকায় নেশার আসর বসায়। যার ফলে নিরাপত্তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

অভিযোগ, এসবের সুরাহা চেয়ে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে, কর্তৃপক্ষ হাত তুলে দিয়েছে। পঞ্চায়েতের তরফে এখানে পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার সরাসরি এসজেডিএ'র দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এসজেডিএ'র জায়গা হওয়া সত্ত্বেও তারা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সহযোগিতা করে না। এখান থেকে আবর্জনা তোলার জন্য আমরা কর্মী ও আর্থমুভার দিয়েছি। কিন্তু আবর্জনা তুলে কোথায় ফেলব? সেই জায়গাটুকু এসজেডিএ দিচ্ছে না।' যদিও এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি ঘুরে দেখবেন বলে জানিয়েছেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তিনি বলেন, 'আবর্জনা তোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। যে সমস্যা রয়েছে, তা আমাদের আওতায় থাকলে নিশ্চিতভাবে সমাধান করব।'

বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, বাম আমলে এসজেডিএ'র তরফে বাড়ি তৈরি করার জন্য প্লটগুলি বিলি করা হয়েছিল। তবে বেশ কয়েক বছর সেখানে কোনও বাড়ি তৈরি না হওয়ায় এসজেডিএ জমিপ্রাপকদের বাড়ি তৈরির জন্য পাঁচ বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। জমি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করা না হলে, জমি এসজেডিএ নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে বলে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

আরও ৩ জয়রাইড, পুজো এবার জমজমাট

দিনভর খেলনা গাড়িতে বসে বসে দার্জিলিং যাওয়া আপনার পক্ষে দুঃসাধ্য? তবে আর চিন্তা নেই। এবার স্বল্প দূরত্বেও মজা নিতে পারবেন খেলনা গাড়ির। সঙ্গে থাকছে পাহাড় এমনকি চা বাগান ঘুরে দেখার সুবর্ণ সুযোগও।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : মিঠে রোদ এসে পড়েছে গায়ে। জানলার ধারে সিটে বসে আপনি আপন খেয়ালে গুনগুনিয়ে যাচ্ছেন, 'আমার মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে...'। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেলনাগাড়ি এগিয়ে চলেছে ঢিমেতালে। কিছুক্ষণ পর গন্তব্য এল। আপনি নামলেন রংটংয়ে। চার ঘণ্টা স্টেশনে থাকবে টয়ট্রেনটি। এই সময়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন আশপাশে। ঢুকতে পারেন চা ফ্যাক্টরিতে কিংবা সবুজ বাগিচার মাঝে দাঁড়িয়ে তুলতে পারেন ছবি। চেখে দেখার সুযোগ রয়েছে পাহাড়ের স্থানীয় খাবার।

এ তো গেল মাত্র একটি জয়রাইডের সুবিধা। আরও দুটো ভিন্ন স্বাদের জয়রাইড পর্যটকদের জন্য আনতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাহাড়প্রেমীদের জন্য পুজোর উপহার। রেলের এই উদ্যোগ পর্যটনশিল্পের জন্য 'মাস্টারস্ট্রোক' মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করছি। সবক'টির ভাড়া কম রাখা হচ্ছে। তিনটি রাইডের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আশা করছি, পর্যটকদের পছন্দ হবে।'

২৩ অগাস্ট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ওইদিন প্রথম শিলিগুড়ি জংশন থেকে কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল টয়ট্রেন। দিনটিকে স্মরণে রেখে ডিএইচআরের তরফে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত টয়ট্রেনের রাইড হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নতুন জয়রাইড চালু করা হবে। একটি দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং, দ্বিতীয়টি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রংটং এবং তৃতীয়টি কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত।

ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়পথে ছুটছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

প্রথম জয়রাইডের নাম দেওয়া হয়েছে 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল'। ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন- শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে। বেলা ১২টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে রংটং পৌঁছাবে দেড়টায়। চার ঘণ্টা রংটংয়ে দাঁড়াবে খেলনাগাড়ি। সেই সময়টুকু পর্যটকরা নিজেদের মতো করে কাটাতে পারবেন।

দ্বিতীয় জয়রাইডের নাম রাখা হয়েছে, 'দার্জিলিং-কার্সিয়াং স্টিম স্পেশাল'।

এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর বাস্তব কথা

আশিস ঘোষ

বিভুরঞ্জন সরকার। এপারে একেবারেই অচেনা একটা নাম। ওপারে তিনি পরিচিত সাংবাদিক হিসেবে। বয়স ৭১। দীর্ঘদিন, প্রায় পাঁচ দশক বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। ২১ অগাস্ট ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন বিকেলে ফিরে আসবেন জানিয়ে। আর ফেরেননি। পরদিন বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে একজনের দেহ ভাসতে দেখে পুলিশ। তাঁর ছেলে ঋত দেহটি তাঁর বাবার বলে শনাক্ত করেছেন।

এমনিতে আত্মহত্যা এখন এপারে-ওপারে বিরল নয়। এক সাংবাদিকের আত্মহনন বিরাট কোনও খবরও নয়। নানা কারণে মানুষ নিজেকে শেষ করে দেয়। এটা তেমন কিছু হলে বড়জোর সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় তিন সেন্টিমিটারের খবর হত। তা নিয়ে লেখালেখি হত না। লোকের চর্চাতেও আসত না। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে চোখে পড়ার তো কথাই নয়।

কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে বিভুরঞ্জন যে দীর্ঘ চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি খোলাখুলি লিখে গিয়েছেন, তাঁর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি কী কী। এবং কী আশ্চর্য, দুই দেশের মধ্যে নানা আকচা-আকচি সত্ত্বেও এক প্রবীণ সাংবাদিকের যন্ত্রণার সঙ্গে দু'পারের কত মিল!

বিভুরঞ্জন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য

এরপর আটের পাতায়

জেকে মশলার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সইফ

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : প্রখ্যাত বলিউড তারকা সইফ আলি খানকে জেকে মশলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করা হল। জেকে মশলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অশোক জৈন জানিয়েছেন, বিখ্যাত পতৌদি নবাব পরিবারের সদস্য সইফ আলি খান হলেন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, আধুনিকতা এবং আকর্ষণের প্রতীক। এ সম্পর্কে জেকে মশলার মুখপাত্র বলেন, 'সইফ আলি খানের মধ্যে আমরা নিজেদের পথ চলার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সইফের রাজকীয় উত্তরাধিকার, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁকে আমাদের মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। এটি এক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, যেখানে আজ থেকে পুরোনো আর আধুনিক স্বাদ একসঙ্গে পথ চলবে।'

জেকে মশলার পথ চলা শুরু ১৯৫৭ সালে, শ্রী ধন্নালাল জৈনের হাত ধরে, যিনি সারাদেশে 'জিরা সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। আজ গোটা দেশে ক্রেতাদের কাছে জেকে মশলা একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাম।

প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারির জের

হাটে উধাও হাতুড়েরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : সম্প্রতি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাটে হাতুড়েদের পসরা সাজিয়ে বসার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সোমবার বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাট এলাকায় দেখা মিলল না সেই সব হাতুড়েদের।

হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে সমস্ত ধরনের বিভিন্ন রকম অপারেশনের সুযোগসুবিধা রয়েছে। কিন্তু মানুষ সচেতন না হওয়ার ফলে এই সমস্ত হাতুড়েদের রমরমা বাড়ছে। এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ অনেক সময় থাকে না। তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে সমস্যা তৈরি হয়।'

এদিন দুপুরে হাটে গিয়ে দেখা গেল জমজমাট হাট বসে গিয়েছে। বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলা-বিহার সীমানার এলাকার দুই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছেন এই হাটে। কয়েকদিন আগেও হাতুড়েরা হাটের মধ্যে বসে দাঁত তোলা থেকে শুরু করে অপরিপক্বভাবে পাইলস, ফিসচুলা অপারেশন পর্যন্ত করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এদিন কাউকে দেখা যায়নি।

এদিন বিহারের আমদাবাদ থানা এলাকায় বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের প্রবীণ জামাল শেখের সঙ্গে দেখা হল। তিনি হাটে এসেছিলেন দাঁত তোলানোর জন্য। তিনি বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে তো হাটে আসি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পাশাপাশি হাটের চিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে যাই। বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। চিকিৎসকদের কাছে দেখানোর সামর্থ্য নেই। দাঁতে অনেকদিন থেকেই সমস্যা হচ্ছিল। ভাবলাম আজকে তুলিয়ে নেব। কিন্তু গত সপ্তাহ থেকেই দেখছি, চিকিৎসকদের রমরমা হাটে নেই।'

গত ১৩ অগাস্ট হাতুড়েদের নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মালদা জেলা শাসকের অধীনে থাকা নজরদারি টিম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে। হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মহকুমার বিভিন্ন হাটে নজরদারি শুরু হয় এই সমস্ত ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। এরপর থেকেই এলাকার বিভিন্ন হাটে প্রকাশ্যে ছুরি, কাঁচি সাজিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্রোপচারের ছবিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কয়েকদিন আগেও হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে পাইলসের অপারেশন হাতুড়ের হাত দিয়ে করানোর পর চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ উঠেছিল।

গোবরাহাটে দেখা মিলল না হাতুড়েদের। সোমবার। -সংবাদচিত্র

অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে একটি অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। হুগলির আদিসপ্তগ্রাম ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, ফ্যাকাল্টি সহ পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের কো-ফাউন্ডার তথা চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোনো স্মৃতি এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

উদ্বোধন

আনন্দের সংবাদ, আগামী ২৭ অগাস্ট, বুধবার বেলাকোবা নহবত ভবন সংলগ্ন নতুন ঔষধের দোকান, নাম 'কেয়ার মেডিকেল স্টোরস'-এর শুভ উদ্বোধন সকাল ১১.৪৫টায় অনুষ্ঠিত হইবে। এর উদ্বোধন করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তী (এমবিবিএস, এমডি, ডায়াবিটিক), আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। প্রযত্নে- শুভেন্দু জোয়ারদার। (C/118005)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Ashita Xaxa, পিতা - Suman Xaxa, ঠিকানা : তালতলা কলোনি, পো: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No: WB2001ST2022035922) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 7063284631. (C-117066)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Chandradeep থেকে Chandradwip Saha হল। (C-117068)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2013 0912981 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-8-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mehabub Alam এবং Mahbub Alam, পিতা Anoyar Hossain এবং Anowar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি চাই, আমার প্রকৃত নাম Mehabub Alam, পিতার প্রকৃত নাম Anoyar Hossain প্রতিষ্ঠিত হোক। পানিশালা, ছাট বড়ো চৌকি, কোচবিহার। পিন- 736156। (C/117171)

•

I, Chhanda Dutta, Age 40 years, W/o- Amrita Dutta, resident of Vill- Purba Kathalbari, P.O- Silbarihat, P.S. & Dist- Alipurduar, Pin. 736204 declare that in my husband's passport no. N1930122, my name is erroneously recorded as Chanda Dutta, instead of my actual name Chhanda Dutta, according to my Aadhaar Card (8695 5583 4098) & Voter Id RIY1060151. As per affidavit no. 62 before notary public at Alipurduar on 15/08/25, Chhanda Dutta and Chanda Dutta is same and one identical person. (C/118007)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড- এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং। (M) 8927299546. (C/118001)

•

জলপাইগুড়িতে টেলিকম মার্কেটিং-এ কাজের জন্য M/F প্রার্থী চাই। MP/H.S., বেতন 8K-10K. Ph: 9932451676. (C/117453)

•

রেস্টুরেন্টের জন্য মোগলাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। থাকা+খাওয়া ফ্রি। বেতন: ১০,০০০/- - ১৫,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559 (C/117926)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ পুরুষ লেবার চাই। M : 9641618231. (C/117928)

•

Staff for Book sampling in english medium school with two wheeler salary 14000 and incentives for Alipurduar and Siliguri. Contact 7318899878 also female computer known Telecaller. (C/117928)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing Company, Contact mobile No : 9593739822, 9641732263, email Id- guptajifoodpark@gmail.com (C-117927)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sutapa Dutta থেকে Sutapa Datta ও পিতা Subhas Chandra Datta হল। (C-117069)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর ঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

I, Sanchita Das Sarkar, W/o- Dipak Kumar Sarkar, residing at Vill. & P.O.- Daspara, P.S.- Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur, PIN- 733207, (W.B.) shall henceforth be known as Sanchita Sarkar as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Islampur, U/Dinajpur vide affidavit No.- 3425, Dated- 22/08/2025. Sanchita Das Sarkar & Sanchita Sarkar both are same and identical person. (S/N)

•

আমি Mayedul Islam আমার মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে (Reg No R-1110051062, Roll- R00853, No 0094) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19.8.2025-এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Moyedul Islam, S/o- Saidur Sk. Mayedul Islam S/o Saidul Sekh করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118003)

•

বাবার ভোটার ID কার্ড নং WB/01/008/021093 এবং আমার বিদ্যালয় ত্যাগের Index নং 01-022 (কাটামারী হাইস্কুল), বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30-07-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Late Gyan Chandra Sarkar এবং Late Gyan Charan Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/117170)

বোমা উদ্ধার

কালিয়াচক, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কালিয়াচকের ধুরিটোলা গ্রামে বোমা উদ্ধার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে ৩ জার ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। এদিন সকালে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা রয়েছে। পুলিশ গিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলে, খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। বিকেল নাগাদ দমকলের একটি ইঞ্জিন, মেডিকেল টিম ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি বাগানের মধ্যে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

আগে ক্লিনচিট, পরে পদক্ষেপ পুলিশের

সুকান্তর পোস্টের পর গ্রেপ্তার রাজ্জাক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পোস্টের পরেই কি পুলিশ চাপে পড়ে রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করল? এই প্রশ্নই এখন দক্ষিণ দিনাজপুরে। শনিবার বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কুমারগঞ্জ সমজিয়ার উত্তরপাড়ার রাজ্জাকের দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন এবং ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি দাবি করে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। যাকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এবং এসআইআর ইস্যু নতুন মাত্রা পায়। ওই পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবারই রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে কুমারগঞ্জ পুলিশ। সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রাজ্জাকের বাবা বাম জমানায় দীর্ঘ ১৫ বছর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তাছাড়া প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাককে ক্লিনচিট দিয়েছিল পুলিশই। যে কারণে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই পরিচয়পত্রে তাঁর নাম রয়েছে মহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ওরফে রাজ্জাক সরকার। বাবার নাম আফতাব উদ্দিন এবং ঠিকানা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি। প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে যখন পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে তাকে ক্লিনচিট দিয়েছিল, তার ভিত্তি কী ছিল?। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাজ্জাক পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়। পরে স্বীকার করে, কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ এবং জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার কথা। তার বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সমজিয়ার পঞ্চায়েত সদস্যা নীলিমা ভুঁইমালি বলেন, 'রাজ্জাকের বাবা বহু বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের পরিচয়পত্রের ছবির সঙ্গে গ্রামের রাজ্জাকের মিল নেই।' বিজেপি নেতা কমলকুমার রায়ের অভিযোগ, 'রাজ্জাক বাংলাদেশের ভোটার। তিনি কীভাবে ভারতের নাগরিক দাবি করেন?' শনিবার সমাজমাধ্যমে সুকান্ত প্রশ্ন তোলেন, সমজিয়ার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রাজ্জাক কি আসলে বাংলাদেশের নাগরিক? তিনি কি জাল নথি ব্যবহার করে ভারতে বসবাস করছেন? সোমবার বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক মাফিজুর রহমান বর্তমানে সাফানগর এলেন্দারিতে বসবাস করছে। প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কমলপুরে হলেও ভারতে থাকার জন্য ভুয়ো নথি তৈরি করেছে।' মাফিজুর রহমানের ছেলে মাসুম রহমানও একই কৌশলে ভারতীয় নথি তৈরি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। যদিও পুলিশের দাবি, এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পরিচয় বিভ্রাট

- সুকান্তের পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে
- পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে
- সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Corrigendum Notice

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-24/2025-26, Memo No.: 1757/JM, Dated: 04/08/2025. Tender ID : 2025_MAD_887021_1
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(Seven) days. Bid submission closing date : 01/09/2025 at 6.55 P.M. Bid opening date : 04/09/2025 at 11.30 A.M.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/645 Dated 25.08.2025 in connection with the supply of laboratory equipments at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 16/09/2025 upto 04.00 P.M. For details please communicate Office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary
DH&FWS, SMP

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি
ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

পত্রাঙ্ক নং : 2770/1(4)
তারিখ : 25/08/2025

জলপাইগুড়ি সদর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একজন (1) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিক চার মাসের (August to November) জন্য ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগ করা হবে। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস অথবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,
সদর, জলপাইগুড়ি

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২, তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে:- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২; কাজের নামঃ** "মালদা টাউন ডিভিসনে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবেল দ্বারা বিদ্যমান ৩৩কেভি ওভারহেড পাওয়ার লাইন ক্রশিং-এর আধুনিকীকরণের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,০৪,৪১০.৭৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১,৯০,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in** এবং **নোটিসবোর্ড** ঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-152/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-7/APD/WBSRDA/PHEDM/2025-26 (2nd Call), dated-25/08/2025 Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

আজ টিভিতে

কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.১৫ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ জোর, সন্ধে ৭.৩০ বরবাদ, রাত ১০.১৫ রংবাজ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শিমুল পারুল, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ লোফার, রাত ১১.০০ বাজি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বেহুলা লখিন্দর, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৪৫ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৪৫ নাগপঞ্চমী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মর্জিনা আবদাল্লা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৪ সিম্বা, দুপুর ২.৪৮ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ খিলাড়ি

জি অ্যাকশন : দুপুর ২.১০ শূরবীর, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৯.৫১ ভজে বায়ু বেগম

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৩ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৩.১৫ চক্র কা রক্ষক, ৫.৪২ রাবণাসুরা, রাত ৮.০০ মেগা ক্রোকোডাইল, ৯.৩৮ ড্রিম গার্ল

মর্জিনা আবদাল্লা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ড্রিম গার্ল রাত ৯.৩৮ অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩১ সলাম ভেঙ্কি, বিকেল ৩.৫১ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩৩ গুড বাই, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ফাইন্ডিং নিমো, ১.৪৫ দ্য প্রপোজাল, বিকেল ৫.০০ প্রিডেটর্স, সন্ধে ৬.৪৫ কিংসম্যান : দ্য গোল্ডেন সার্কল, রাত ৯.০০ স্পিড

মাশরুম কোফতাকারি রান্না শেখাবেন মধুশ্রী সাঁতরা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ডুয়ার্সে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ অগাস্ট : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার। সোমবার ওই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে খবরটি জানান মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এদিন ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জয়প্রকাশ। প্রতিভা বিকাশের সুযোগের অভাবে ডুয়ার্সের চা বাগানের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রা এগোতে পারছে না বলে বৈঠকে আক্ষেপ করেন জয়প্রকাশ। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'ডুয়ার্সে প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি শীঘ্রই ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

গত বছর বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে অনুরাগ এক্কা গোথিয়া কাপ ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মাদারিহাট থানার মুজনাই চা বাগানের অন্তেশিয়া ওরাওঁ ইস্টবেঙ্গল দলে খেলছে, অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা (সিনিয়ার) দলে খেলছেন। ওই উদাহরণগুলি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন জয়প্রকাশ। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, তপশিলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন অনেকেই ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জোগাড় করছে। ভুয়ো সার্টিফিকেট দিতে চক্র তৈরি হয়েছে। ফলে ভূমিপুত্র আদিবাসীরা চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ আদিবাসীদের সুযোগে ভাগ বসাচ্ছে ভুয়ো এসটিরা। পরে জয়প্রকাশ বলেন, 'ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেটের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের এনিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। প্রবাসী কোনও অত্মীয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। বৃষ : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিদ্যায় শুভ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আইনি সমস্যা নিতে হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। নতুন জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। সিংহ : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার দিন। আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : শারীরিক কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত রাখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় লাভবান হবেন। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। ধনু : হারানো সম্পদ কেনাবেচায় লাভবান হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে একটু পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : স্ত্রীর জন্য কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। কাউকে কোনও কিছু দান করে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৪ ভাদ্র, ২৬ অগাস্ট ২০২৫, ৯ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। সাধ্যযোগ দিবা ১।৩৩। গরকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৫৩ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি- ৬।৫৫ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৫৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাদার টেরেজার জন্ম দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ৩।১৪ গতে ৪।৫২ এবং রাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।৯ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৪ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

AOT

From campus to career, success speaks here

ACADEMY OF TECHNOLOGY

An AICTE approved Engineering College affiliated to MAKAUT, WB — Founded by Prof. Jagannath Banerjee, distinguished alumnus of IIT Kharagpur and IIM Kolkata

Placement Offers 2024-25 @ AOT

ACCENTURE SOLUTIONS
1 Sajili Chakraborty (CSBS)
2 Shatanira Roy (CSBS)
3 Diya Biswas (CSE)
4 Pubali Kar (CSE)
5 Riya Raj (CSE)
6 Aman Shrivastav (ECE)
ANALYZE SYSTEM
7 Supriyo Bose (CSE)
APONIAR SOLUTIONS
8 Md Hasnain Reza (CSE)
9 Samannway Sil (CSE)
CAPGEMINI
10 Mousina Yasmin (EEE)
CEASEFIRE INDUSTRIES
11 Subhodip Roy (ME)
CLOOUDKAPTAN
12 Monomoy Chowdhury (CSBS)
13 Shruti Tamakhuwala (CSE)
14 Suchetana Mukherjee (CSE)
15 Camellia Ghosh (ECE)
16 Shristy Kumari (ECE)
COGNIZANT
17 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
18 Neha Kumari (CSBS)
19 Poushali Ghosh (CSBS)
20 Somnath Bhakta (CSBS)
21 Sutanu Maity (CSBS)
22 Adarsh Kumar Singh (CSE)
23 Adarsh Tiwari (CSE)
24 Anurag Tiwari (CSE)
25 Aritra De (CSE)
26 Arnab Basak (CSE)
27 Arnab Mondal (CSE)
28 Avik Banerjee (CSE)
29 Avik Sarkar (CSE)
30 Chirantan Mazumdar (CSE)
31 Debarghya Chakravarty (CSE)
32 Diptamoy Mitra (CSE)
33 Diya Biswas (CSE)
34 Hritwick Ghosh (CSE)
35 Ishita Roy (CSE)
36 Joydeep Roy (CSE)
37 Krishnendu Ghosh (CSE)
38 Manjistha Ghosal (CSE)
39 Nilayan Samanta (CSE)
40 Nirvik Garai (CSE)
41 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
42 Onkita Bhattacharyya (CSE)
43 Palak Biswas (CSE)
44 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
45 Priyanka Kothari (CSE)
46 Pubali Kar (CSE)
47 Rajdeep Karmakar (CSE)
48 Raktim Bar (CSE)
49 Ratul Biswas (CSE)
50 Rishu (CSE)
51 Ronit Dutta (CSE)
52 Samannway Sil (CSE)
53 Sayan Khanra (CSE)
54 Sayani Ganguly (CSE)
55 Shivani Kumari (CSE)
56 Shubham Mishra (CSE)
57 Souradeep Dey (CSE)
58 Sourav Chowdhury (CSE)
59 Souvik Chakraborty (CSE)
60 Srija Ghose (CSE)
61 Subhashish Dutta (CSE)
62 Swagata Karmakar (CSE)
63 Tunir Chakraborty (CSE)
64 Amartya Chatterjee (EEE)
65 Anushka Samanta (ECE)
66 Arigna Biswas (EEE)
67 Ariha Khan (ECE)
68 Ayush Chattopadhyay (ECE)
69 Indranil De (ECE)
70 Koustav Maji (ECE)
71 Prakash Biswas (ECE)
72 Priyam Chattoraj (ECE)
73 Priyas Santra (ECE)
74 Sandhya Kumari Chouhan (ECE)
75 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
76 Sayan Pachhal (ECE)
77 Sayantika Chakraborty (ECE)
78 Shekhar Kumar (ECE)
79 Sougata Bhattacharjee (ECE)
80 Srijit Bera (ECE)
81 Subhadeep Dutta (ECE)
82 Suman Bhattacharjee (ECE)
CORELYNX SOLUTIONS
83 Adarsh Kumar Singh (CSE)
84 Chirantan Mazumdar (CSE)
85 Srinjoy Chakravarty (CSE)
DELOITTE
86 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
87 Ananya Das (CSE)
88 Joydeb Kamila (ECE)
ESS DEE ALUMINIUM
89 Anit Kumar (ECE)
90 Anubhab Dey (ECE)
91 Bidisha Ghosh (ECE)
92 Riya Pal (ECE)
93 Tamojit Halder (EE)
94 Tathagata Sarkar (EE)
95 Dipayan Shown(Lateral) (ME)
96 Sk Sahil Ahamed (ME)
97 Supreme Mondal (ME)
GODREJ AND BOYCE
98 Anubhab Dey (ECE)
IBS SOFTWARE
99 Abhrajit Ghosh (CSBS)
100 Diganta Dutta (CSBS)
101 Jayanta Mohapatra (CSBS)
102 Ratul Sur (CSBS)
103 Soumik Samanta (CSBS)
104 Sushmita Paul (CSBS)
105 Sutanu Maity (CSBS)
106 Abeera Malakar (CSE)
107 Angana Das (CSE)
108 Ankita Mukherjee (CSE)
109 Aritrya Senapati (CSE)
110 Avik Sarkar (CSE)
111 Bidisha Chakraborty (CSE)
112 Bishakh Neogi (CSE)
113 Debarun Roy (CSE)
114 Dhrupad Chakraborty (CSE)
115 Ishita Roy (CSE)
116 Jishan Bhattacharya (CSE)
117 Laboni Kundu (CSE)
118 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
119 Onkita Bhattacharyya (CSE)
120 Piyasa Bera (CSE)
121 Prahlad Mondal (CSE)
122 Prateev Bardhan (CSE)
123 Pritha Mukherjee (CSE)
124 Prithwish Kundu (CSE)
125 Priyanka Gupta (CSE)
126 Priyanka Kothari (CSE)
127 Rishu (CSE)
128 Rohit Prasad (CSE)
129 Sayan Bhattacharjee (CSE)
130 Sayan Kundu (CSE)
131 Shibashis Raha (CSE)
132 Shreyasi Chowdhury (CSE)
133 Soumyadeep Das (CSE)
134 Souradeep Dey (CSE)
135 Souvik Chakraborty (CSE)
136 Subhashish Dutta (CSE)
137 Swayamdeepta Das (CSE)
138 Abhigan Banerjee (ECE)
139 Aman Shrivastav (ECE)
140 Ankita Rai (ECE)
141 Ariha Khan (ECE)
142 Biswajit Chakraborty (ECE)
143 Dipam Dey (ECE)
144 Divyansh Pandey (ECE)
145 Jit Ghosh (ECE)
146 Koustav Maji (ECE)
147 Raunak Goswami (ECE)
148 Samrat Mondal (ECE)
149 Sayantika Chakraborty (ECE)
150 Subharghya Manna (ECE)
INDORAMA INDIA
151 Rupsa Sardar (EE)
INFOSYS
152 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)
IPSEN TECHNOLOGIES
153 Debprasad Das (ME)
JYOTI CNC AUTOMATION
154 Asad Ansari (ME)
155 Deep Samanta (ME)
156 Lakhi Roy (ME)
157 Rohit Shaw (ME)
158 Sayan Sinha (ME)
159 Sayantan Sarkar (ME)
160 Shubha Biswas (ME)
161 Shubhrajit Dey (ME)
162 Supratim Halder (ME)
KOVAIR SOFTWARE
163 Harsh Raj (CSE)
164 Palak Biswas (CSE)
KPIT
165 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
166 Abhrajit Ghosh (CSBS)
167 Aditya Prakash (CSBS)
168 Ankit Raj (CSBS)
169 Soumik Samanta (CSBS)
170 Suman Das (CSBS)
171 Sushmita Paul (CSBS)
172 Adarsh Tiwari (CSE)
173 Ananya Das (CSE)
174 Arnab Basak (CSE)
175 Avik Sarkar (CSE)
176 Debarun Roy (CSE)
177 Gaurav Raj (CSE)
178 Ishita Roy (CSE)
179 Jishan Bhattacharya (CSE)
180 Joydeep Roy (CSE)
181 Manjistha Ghosal (CSE)
182 Md Ehtamamul Haque (CSE)
183 Onkita Bhattacharyya (CSE)
184 Pritha Mukherjee (CSE)
185 Priyanka Gupta (CSE)
186 Priyanka Kothari (CSE)
187 Rahul Ghosh (CSE)
188 Ratul Biswas (CSE)
189 Ritwick Ghosh (CSE)
190 Rwitesh Bera (CSE)
191 Sanjana Singh (CSE)
192 Sanjeev Kumar (CSE)
193 Sayan Kundu (CSE)
194 Sayandeep Ghatak (CSE)
195 Sneha Sasmal (CSE)
196 Soham Pal (CSE)
197 Soulina Mondal (CSE)
198 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
199 Sourav Chowdhury (CSE)
200 Souvik Chakraborty (CSE)
201 Srija Ghose (CSE)
202 Srijana Pramanick (CSE)
203 Subhajit Guha (CSE)
204 Subhashish Dutta (CSE)
205 Suvam Sarma (CSE)
206 Swagata Karmakar (CSE)
207 Swayamdeepta Das (CSE)
208 Vishal Kumar Sinha (CSE)
209 Abhigan Banerjee (ECE)
210 Ariha Khan (ECE)
211 Ayantika Dey (ECE)
212 Debangana Mitra (ECE)
213 Debjani Kangsa Banik (ECE)
214 Gairick Majumdar (ECE)
215 Jit Ghosh (ECE)
216 Joy Deb (ECE)
217 Joydeb Kamila (ECE)
218 Kamalika Saha (ECE)
219 Koustav Maji (ECE)
220 Kumar Kashyap (ECE)
221 Megha Ghosh (ECE)
222 Niladri De (ECE)
223 Oindrila Mukherjee (ECE)
224 Partha Das (ECE)
225 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
226 Priyam Chattoraj (ECE)
227 Ritik Raj (ECE)
228 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
229 Sayan Pachhal (ECE)
230 Sayan Sasmal (ECE)
231 Shekhar Kumar (ECE)
232 Shibaji Chattopadhyay (ECE)
233 Shreyasi Chakraborty (ECE)
234 Soujash Biswas (ECE)
235 Subhadip Ghosh Mondal (ECE)
236 Subham Pramanik (ECE)
237 Subharghya Manna (ECE)
238 Subrata Som (ECE)
239 Suman Bhattacharjee (ECE)
240 Sumit Dutta (ECE)
241 Mousina Yasmin (EEE)
242 Someshwar Srimany (EEE)
M.N. DASTUR & COMPANY
243 Abhisek Sen (EE)
244 Animesh Ghosh (ME)
245 Ayan Kumar Mal (ME)
MAXOP ENGG
246 Souradeep Das (ME)
PERSISTENT
247 Rayoti Kar (CSE)
248 Sayani Ganguly (CSE)
ROTODYNE ENGINEERING
249 Debprasad Das (ME)
250 Namala Bhaskar Rao (ME)
251 Pranabesh Dey (ME)
SANMAR GROUP
252 Debojyoti Dutta (ME)
253 Ujjwal Das (ME)
SCS
254 Bidipta Das (CSE)
255 Aditi Das (MCA)
256 Deep Kumar Patra (MCA)
SONODYNE TECHNOLOGIES
257 Anirban Dutta (ECE)
258 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
259 Saswata Biswas (ECE)
TCG DIGITAL SOLUTIONS
260 Ankita Pal (CSBS)
261 Pubali Kar (CSE)
262 Rishav Sarkar (CSE)
263 Tridib Dalui (CSE)
TCS
264 Abeera Malakar (CSE)
265 Abhay Kumar (ECE)
266 Abhigan Banerjee (ECE)
267 Abhishek Anand (CSBS)
268 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
269 Adarsh Kumar Singh (CSE)
270 Adarsh Tiwari (CSE)
271 Aditya Prakash (CSBS)
272 Aditya Prakash (CSE)
273 Angana Das (CSE)
274 Anurag Tiwari (CSE)
275 Arigna Biswas (EEE)
276 Arnab Basak (CSE)
277 Avik Banerjee (CSE)
278 Ayushi Yadav (CSE)
279 Bidipta Das (CSE)
280 Debajyoti Roy (CSE)
281 Debarun Roy (CSE)
282 Dhrupad Chakraborty (CSE)
283 Dibyatanu Das (CSE)
284 Diganta Dutta (CSBS)
285 Dipam Dey (ECE)
286 Divyanshu Prasad (CSE)
287 Gaurav Raj (CSE)
288 Ishita Roy (CSE)
289 Jit Ghosh (ECE)
290 Jitesh Yadav (CSE)
291 Joydeep Roy (CSE)
292 Kamalika Saha (ECE)
293 Kaushik Samanta (CSE)
294 Koustav Maji (ECE)
295 Mayukh Ghosh (CSE)
296 Md Asif Iqbal (CSBS)
297 Md Ehtamamul Haque (CSE)
298 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
299 Onkita Bhattacharyya (CSE)
300 Palak Biswas (CSE)
301 Pallabi Acharyya (CSE)
302 Partha Das (ECE)
303 Piyasa Bera (CSE)
304 Prateev Bardhan (CSE)
305 Pratyay Mondal (CSBS)
306 Rahul Das (CSBS)
307 Rajdeep Chowdhury (EEE)
308 Rajdeep Karmakar (CSE)
309 Raktim Bar (CSE)
310 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
311 Ratul Sur (CSBS)
312 Rishav Kumar Roy (CSBS)
313 Rohit Prasad (CSE)
314 Romit Malakar (CSBS)
315 Sachin Jaiswal (CSBS)
316 Samannway Sil (CSE)
317 Samrat Rakshit (CSE)
318 Sanjana Singh (CSE)
319 Saptarshi Das (CSE)
320 Sayan Kundu (CSE)
321 Sayandeep Ghatak (CSE)
322 Shekhar Kumar (ECE)
323 Shibangshu Ghosh (EEE)
324 Shreyasi Chakraborty (ECE)
325 Sohani Chakraborty (CSBS)
326 Somnath Bhakta (CSBS)
327 Soumyadeep Das (CSE)
328 Souradeep Dey (CSE)
329 Souvik Nath (CSBS)
330 Srijana Pramanic (CSE)
331 Srijit Bera (ECE)
332 Subhadip Layek (CSE)
333 Subhajit Sen (MCA)
334 Subham Kumar Sadhukhan (MCA)
335 Subharghya Manna (ECE)
336 Subhra Bandyopadhyay (ECE)
337 Suman Ghosh (CSBS)
338 Suraj Kumar (ECE)
339 Susmita Saha (CSE)
340 Swagata Bhowmick (MCA)
341 Tushita Naha (CSBS)
342 Ujjwal Kumar (CSBS)
343 Abir Bhowmick (ECE)
344 Abir Mukherjee (ECE)
345 Aditya Kumar Singh (CSBS)
346 Aditya Shrivastava (ECE)
347 Aditya Singh (ECE)
348 Ananna Das (ECE)
349 Ananya Das (CSE)
350 Anirban Dutta (ECE)
351 Anit Kumar (ECE)
352 Ankit Bhattacharjee (ECE)
353 Ankit Kumar (EE)
354 Ankit Manna (CSE)
355 Ankit Raj (CSBS)
356 Ankita Mukherjee (CSE)
357 Ankita Rai (ECE)
358 Anubhab Chattopadhyay (CSE)
359 Anubhab Dey (ECE)
360 Anushka Paul (CSE)
361 Ariha Khan (ECE)
362 Arijit Banerjee (CSE)
363 Aritrya Senapati (CSE)
364 Arkaprava Ghosh (CSE)
365 Avik Banerjee (CSE)
366 Ayandip Saha (ECE)
367 Basudha Das (CSBS)
368 Chirantan Mazumdar (CSE)
369 Debangana Mitra (ECE)
370 Debangshu Biswas (ECE)
371 Debarghya Chakravarty (CSE)
372 Debashis Ghosh (EE)
373 Debasmita Aditya (ECE)
374 Debisha Halder (CSE)
375 Debojyoti Dutta (ME)
376 Debojyoti Ghosh (ECE)
377 Deep Mondal (CSE)
378 Diya Biswas (CSE)
379 Gangitala Pranoy (CSE)
380 Gaurav Kumar (CSE)
381 Gourab Ghosh (ECE)
382 Hrishav Chatterjee (CSE)
383 Indranil De (ECE)
384 Ishita Nandi (MCA)
385 Jayanta Mohapatra (CSBS)
386 Joydeb Kamila (ECE)
387 Jyoti Yadav (ECE)
388 Komal Prasad (ECE)
389 Krishnendu Ghosh (CSE)
390 Laboni Kundu (CSE)
391 Manjistha Ghosal (CSE)
392 Mayukh Roy (CSE)
393 Md Hasnain Reza (CSE)
394 Mehnaj Chowdhury (EEE)
395 Mousina Yasmin (EEE)
396 Namala Bhaskar Rao (ME)
397 Niladri De (ECE)
398 Nilayan Samanta (CSE)
399 Nirjan Pal (ECE)
400 Nirvik Garai (CSE)
401 Oindrila Mukherjee (ECE)
402 Oyshi Roy (MCA)
403 Parijat Samanta (ECE)
404 Partha Pratim Goswami (ECE)
405 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
406 Poulami Mondal (ECE)
407 Poushali Ghosh (CSBS)
408 Prabhat Jha (EEE)
409 Prahlad Mondal (CSE)
410 Pramit Mondal (CSE)
411 Prasun Kr Mondal (CSE)
412 Prit Agarwal (CSE)
413 Pritam Ghosh (EE)
414 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
415 Priyanka Kothari (CSE)
416 Pubali Kar (CSE)
417 Purba Das (ECE)
418 Rahul Ghosh (CSE)
419 Raj Kumar Verma (CSE)
420 Raj Prasad (ECE)
421 Rajopriyo Chanda (CSBS)
422 Ratul Biswas (CSE)
423 Raunak Goswami (ECE)
424 Rayoti Kar (CSE)
425 Riddhiman Ghosh (CSE)
426 Rishav Banerjee (MCA)
427 Rishu (CSE)
428 Riya Pal (ECE)
429 Riya Raj (CSE)
430 Rohit Chakraborty (EEE)
431 Rohit Pandit (CSE)
432 Sagnik Roy (CSE)
433 Sajili Chakraborty (CSBS)
434 Samrat Mondal (ECE)
435 Sanchary Dey (ECE)
436 Santosh Sharma (EE)
437 Saptarshi Ghosh (ECE)
438 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
439 Saswata Biswas (ECE)
440 Saunak Sinha (CSE)
441 Sayan Khanra (CSE)
442 Sayan Pachhal (ECE)
443 Sayan Sasmal (ECE)
444 Sayandev Santra (CSE)
445 Sayantan Ghosh (CSE)
446 Sayantika Chakraborty (ECE)
447 Shamir Uddin (ECE)
448 Shatanira Roy (CSBS)
449 Shivani Kumari (CSE)
450 Shouvik Mondal (EEE)
451 Shrestha Bhar (EEE)
452 Shreya Dhar (CSE)
453 Shreyanka Dan (CSE)
454 Shreyasi Chowdhury (CSE)
455 Shriya Chanda (ECE)
456 Soham Pal (CSE)
457 Soujash Biswas (ECE)
458 Soumadeep Chakraborty (CSE)
459 Soumik Chatterjee (ECE)
460 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
461 Soumyadeep Ghosh (ECE)
462 Soumyadeep Kumar (CSE)
463 Sourav Chowdhury (CSE)
464 Souvik Kundu (EE)
465 Souvik Kundu (EE)
466 Souvik Patra (MCA)
467 Srija Ghose (CSE)
468 Srinjoy Chakravarty (CSE)
469 Subha Kangsabanik (ECE)
470 Subho Roy (CSE)
471 Subrata Chattopadhyay (CSE)
472 Suman Bhowmick (EEE)
473 Sumit Dutta (ECE)
474 Sunayan Kundu (ECE)
475 Sunita Das (ECE)
476 Supriyo Ghosh (ECE)
477 Sushil Kumar Pramanik (CSBS)
478 Sushmita Paul (CSBS)
479 Suvam Sarma (CSE)
480 Swagata Karmakar (CSE)
481 Swastika Kundu (CSE)
482 Swathik Majumder (CSE)
483 Swayamdeepta Das (CSE)
484 Tarique Zafar (CSE)
485 Tripti Bhattacharyya (CSBS)
486 Trisha Ghosh (CSE)
487 Aritra Dutta (ECE)
488 Abhijit Shaw (CSBS)
489 Anirban Jash (CSBS)
490 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)
491 Avik Sarkar (CSE)
492 Bishakh Neogi (CSE)
493 Harsh Raj (CSE)
494 Jishan Bhattacharya (CSE)
495 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
496 Ritwick Ghosh (CSE)
497 Ronit Dutta (CSE)
498 Sayan Bhattacharjee (CSE)
499 Sayani Ganguly (CSE)
500 Sayantan Kuily (CSE)
501 Soham Das (CSE)
502 Someshwar Srimany (EEE)
503 Soulina Mondal (CSE)
504 Soumik Samanta (CSBS)
505 Souvik Chakraborty (CSE)
506 Subhadip Ghosh (MCA)
TPIC
507 Debajyoti Banerjee (CSBS)
TISMO TECHNOLOGY
508 Anirban Ghosh (CSE)
509 Chirantan Mazumdar (CSE)
510 Prit Agarwal (CSE)
511 Shibashis Raha (CSE)
512 Soulina Mondal (CSE)
513 Souradeep Dey (CSE)
514 Souvik Chakraborty (CSE)
515 Subharghya Manna (ECE)
VE COMMERCIAL VEHICLES
516 Drishita Dutta (EE)
517 Ayush Tiwari (ME)
518 Subhodip Roy (ME)
WIPRO
519 Sweta Saha (CSBS)
520 Anushka Paul (CSE)
521 Supriyo Bose (CSE)
522 Promit Banerjee (ECE)
ZENSAR TECHNOLOGIES
523 Sayan Chatterjee (CSBS)
524 Shreya Das (CSBS)
525 Somindra Narayan Bhaduri (CSE)
526 Srabani Paul (CSE)

Placement Offers 2025-26 @ AOT

ASAHI INDIA GLASS
1 Aniruddha Upadhyay (EEE)
2 Debarghya Debnath (EEE)
3 Subhasish De (ME)
AURANGABAD AUTRO ANCILLARY
4 Alapan Biswas (ME)
5 Amitayu Ghosh (ME)
6 Ankan Sil (ME)
7 Arnab Bairagi (ME)
8 Ashish Mandal (ME)
9 Avishek Pandit (ME)
10 Hritam Das (ME)
11 Koustav Mukherjee (ME)
12 Pradipta Ghosh (ME)
13 Soumyadeep Koley (ME)
BTL EPC LTD
14 Animesh Pal (EE)
CINEVERSE INDIA
15 Ayon Roy (CSBS)
16 Debanwesa Bandhu (CSE)
17 Mayukh Chakraborty (CSE)
18 Munmun Bhuin (CSE)
19 Nikita Shaw (CSE)
20 Prashant Kumar (CSE)
21 Rohit Banik Mazumder (CSE)
22 S.Khushbu (CSE)
23 Soumili Basu (CSE)
24 Supratik Dey (CSE)
CLOUDKAPTAN
25 Harshit Kumar Das (CSE)
26 Ritankar Jana (CSE)
27 Tiyas Biswas (CSE)
28 Debabrata Mukherjee (ECE)
29 Debanjan Muhuri (ECE)
30 Soumyadip Ganguly (ECE)
31 Suman Pal (ECE)
32 Swarnab Banerjee (ECE)
33 Swarupa Das (ECE)
COGNIZANT
34 Akash Das (CSBS)
35 Ashmita Dutta (CSBS)
36 Ayon Roy (CSBS)
37 Ishita Sadhukhan (CSBS)
38 Kuheli Biswas (CSBS)
39 Pritika Bhar (CSBS)
40 Saswata Sinha (CSBS)
41 Sinjini Ghosh (CSBS)
42 Snehadrita Seth (CSBS)
43 Soumabha Dey (CSBS)
44 Souvik Mazumder (CSBS)
45 Subhamoy Sarkar (CSBS)
46 Subhasish Das (CSBS)
47 Swarnadeep Roy (CSBS)
48 Abhijan Majee (CSE)
49 Adrita Chatterjee (CSE)
50 Agniv Ghosh (CSE)
51 Akash Roy (CSE)
52 Amit Karmakar (CSE)
53 Ananya Sadhukhan (CSE)
54 Aniket Raj (CSE)
55 Animesh Gandhi (CSE)
56 Animesh Sarkar (CSE)
57 Ankur Gattani (CSE)
58 Anshu Das (CSE)
59 Anurupa Roy (CSE)
60 Arnab Charit (CSE)
61 Arnab Nandi (CSE)
62 Arpan De (CSE)
63 Ashar Imam (CSE)
64 Atreyee Bose (CSE)
65 Bibhab Mukhopadhyay (CSE)
66 Bineet Chattopadhyay (CSE)
67 Bishal Karmakar (CSE)
68 Debanjana Jha (CSE)
69 Debasmita Goswami (CSE)
70 Dhiraj Singh (CSE)
71 Dipankar Garu (CSE)
72 Dipanwita Biswas (CSE)
73 Diptanshu Mahish (CSE)
74 Diti Banerjee (CSE)
75 Esa Sarkar (CSE)
76 Harshit Kumar Das (CSE)
77 Jyotirmoy Baidya (CSE)
78 Madhusree Dhar (CSE)
79 Mohammad Adnan (CSE)
80 Moitreyo Chakraborty (CSE)
81 Mriganka Patra (CSE)
82 Nirmalya Dhara (CSE)
83 Oindrila Sur (CSE)
84 Om Chatterjee (CSE)
85 Pradyumna Ghoshal (CSE)
86 Pratyush Mahapatra (CSE)
87 Priti Karmakar (CSE)
88 Rajdeep Maulik (CSE)
89 Ravish Thakur (CSE)
90 Riddhika Chowdhury (CSE)
91 Ridhi Singh (CSE)
92 Ridhika Joshi (CSE)
93 Rima Saha (CSE)
94 Ritam Bhattacharya (CSE)
95 Ritushree Das (CSE)
96 Riyanko Mondal (CSE)
97 Sagar Kumar Choudhary (CSE)
98 Sampurna Dan (CSE)
99 Sandhita Roy (CSE)
100 Sanga Pal (CSE)
101 Saptak Samaddar (CSE)
102 Sayan Mukherjee (CSE)
103 Sejadri Banik (CSE)
104 Shinjini Bose (CSE)
105 Shruti Jha (CSE)
106 Soham Bhowmick (CSE)
107 Soham Patra (CSE)
108 Soumen Dey (CSE)
109 Soumit Srimany (CSE)
110 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
111 Sourya Saha (CSE)
112 Souvic Bera (CSE)
113 Souvik Ray (CSE)
114 Souvik Roy (CSE)
115 Subha Nayak (CSE)
116 Subhrodeep Kar (CSE)
117 Subhronil Saha (CSE)
118 Sulagna Hore (CSE)
119 Supratik De (CSE)
120 Supratik Dey (CSE)
121 Swastik Sanyal (CSE)
122 Titli Basu (CSE)
123 Akash Mondal (ECE)
124 Alok Mishra (ECE)
125 Aniket Singh (ECE)
126 Aninda Banerjee (ECE)
127 Ankit Swain (ECE)
128 Ankita Banerjee (ECE)
129 Ankita Kar (ECE)
130 Aritra Chakraborty (ECE)
131 Asmita Roy (ECE)
132 Avantika Hatai (ECE)
133 Barsha Thakur (ECE)
134 Debajyoti Bandyopadhyay (ECE)
135 Debjyoti Karmakar (ECE)
136 Dipanjana Mukherjee (ECE)
137 Diya Chattopadhyay (ECE)
138 Jayantika Deb (ECE)
139 Krishanu Bandyopadhyay (ECE)
140 Nilesh Kumar (ECE)
141 Partha Basak (ECE)
142 Rahul Paul (ECE)
143 Sabreen (ECE)
144 Sagnik Ray (ECE)
145 Senjuti Das (ECE)
146 Soham Sarkar (ECE)
147 Souhardya Bhattacharyya (ECE)
148 Soumyadip Saha (ECE)
149 Sourish Dey (ECE)
150 Sreoshi Mukherjee (ECE)
151 Sreyosi Majumdar (ECE)
152 Sudeshna Kundu (ECE)
153 Sudipta Das (ECE)
154 Suman Pal (ECE)
155 Suparna Mukhopadhyay (ECE)
156 Tushti Chakraborty (ECE)
157 Kishalaya Kundu (EE)
158 Sourav Manna (EE)
159 Vishal Agarwal (EE)
160 Abhishek Singh (EEE)
161 Annayasha Sil (EEE)
162 Aranya Banerjee (EEE)
163 Moupriya Sadhukhan (EEE)
164 Pradipta Chakraborty (EEE)
165 Sahil Kumar Singh (EEE)
166 Sahil Tiwari (EEE)
167 Samayita Chatterjee (EEE)
168 Sk Sweta (EEE)
169 Niladri Chakraborty (MCA)
CORELYNX TECHNOLOGIES
170 Sejadri Banik (CSE)
171 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
172 Supratik De (CSE)
ECODEA PROJECTS & CONTROL
173 Arit Mitra (EE)
174 Rupam Dutta (EE)
175 Tamal Das (EE)
176 Surajit Mondal (ME)
GE
177 Avik Sen (ECE)
GODREJ ENTERPRISES GROUP
178 Aditya Raj (ECE)
179 Joydip Saw (ECE)
180 Mehar Zeya (EEE)
181 Soumyajeet Dutta (ECE)
182 Abir Saha (CSE)
183 Trisha Ghosh (CSE)
184 Dipayan Chatterjee (ECE)
185 Oitree Deb (ECE)
186 Shibadri Sarkar (ECE)
GRINDWELL NORTON LTD.
187 Saransh Rathore (ME)
HALDIA PETROCHEMICALS
188 Anurupa Roy (CSE)
HCLTech
189 Biman Kumar Das (CSE)
190 Debojyoti Bhattacherjee (CSE)
191 Deep Bhattacharyya (CSE)
192 Sayak Nandy (CSE)
193 Abir Kumar Nandi (ECE)
194 Debapriya Banerjee (ECE)
195 Neeharika Saha (ECE)
196 Tanisha Saha (ECE)
INDORAMA INDIA
197 Jayanta Kumar Bag (ME)
198 Pritam Kundu (EE)
KEROSS
199 Ankit Paul (CSE)
200 Arpan Seal (CSE)
201 Diti Banerjee (CSE)
202 Sarbik Mal (CSE)
KREETI TECHNOLOGIES
203 Sejadri Banik (CSE)
MINDTECK
204 Krishnendu Dey (CSE)
205 Nabakumar Banerjee (CSE)
206 Ritankar Jana (CSE)
207 Sanjukta Mandal (CSE)
208 Titli Basu (CSE)
209 Souvik Dutta (ECE)
210 Swarupa Das (ECE)
POLYCAB INDIA
211 Ayan Chatterjee (EE)
212 Rahul Baneerjee (EEE)
213 Sudip Halder (EEE)
SKIPPER
214 Aninda Kumar Biswas (EE)
215 Krishanu Sarkar (EE)
216 Rohan Kumar Mandal (EE)
217 Souradip Das (EE)
SMARTRECON TECHNOLOGIES
218 Arka Kundu (CSE)
219 Shreya Bhattacharya (CSE)
220 Namrata Biswas (ECE)
TCS
221 Akash Das (CSBS)
222 Ankit Kumar (CSBS)
223 Anmol Shukla (CSBS)
224 Anubhav Mandal (CSBS)
225 Anurag De (CSBS)
226 Ashmita Dutta (CSBS)
227 Ayishik Das (CSBS)
228 Debjit Mukhopadhyay (CSBS)
229 Diptangshu Chowdhury (CSBS)
230 Gautam Nag (CSBS)
231 Ishani Roy (CSBS)
232 Kuheli Biswas (CSBS)
233 Palak Jha (CSBS)
234 Pritika Bhar (CSBS)
235 Rajpratim Dey (CSBS)
236 Rishika Neogi (CSBS)
237 Rounak Sen (CSBS)
238 Saswata Sinha (CSBS)
239 Sinjini Ghosh (CSBS)
240 Snehadrita Seth (CSBS)
241 Soumabha Dey (CSBS)
242 Soumyajit Mondal (CSBS)
243 Subhamoy Sarkar (CSBS)
244 Swarnadeep Roy (CSBS)
245 Abhijan Majee (CSE)
246 Sachin Kumar Mahato (CSE)
247 Anish Prasad Sonar (ECE)
TEOCO CORPORATIONS
248 Ankita Pal (CSE)
249 Biman Kumar Das (CSE)
250 Dibyasree Das (CSE)
251 Koustav Chatterjee (CSE)
252 Mayukh Chakraborty (CSE)
253 Priti Karmakar (CSE)
254 Sayantan Manna (CSE)
255 Soumili Basu (CSE)
256 Souvik Ray (CSE)
257 Supratik Dey (CSE)
258 Suvoneel Basu Roy Chowdhury (CSE)
259 Prayas Samanta (ECE)
260 Rahul Shrivastava (ECE)
TISMO TECHNOLOGY SOLUTIONS
261 Soumabha Dey (CSBS)
262 Soumit Srimany (CSE)
263 Sourya Saha (CSE)
VE COMMERCIAL VEHICLES
264 Prabuddha Bhattacharyya (EE)

More placement details are displayed on AOT website

RESPONSIVE GOVERNANCE

Dr. Dilip Bhattacharya
Former Professor, Dept. of E&EC Engg., IIT Kharagpur

Prof. Ravikumar Bhaskaran
Former Dean Continuing Education & Professor in Charge T&P, IIT Kharagpur

Mr. Sambuddha Deb
An Alumnus of IIT Kharagpur & IIM Ahmedabad, Strategic Adviser & Former Executive Vice-President, Wipro Technologies

Dr. Arun Kumar Majumdar
Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Anupam Basu
Former Director, National Institute of Technology, Durgapur & Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Dilip Kumar Pratihar
Professor, Dept. of Mechanical Engg. & Associate Dean (FoBTBS), IIT, Kharagpur

Dr. Partha Pratim Das
Professor, Department of Computer Science and Founding Director, Center for Data Science and Analytics Ashoka University & Former Professor, Department of Computer Science & Engineering, IIT Kharagpur

Prof. Anindita Banerjee
Co-founder & Chairman Trustee, Academy of Technology

www.aot.edu.in

Many more companies are yet to visit the campus for recruitment of 2025-26. Keep visiting our website for latest updates.

Academic Programmes:
B. Tech (4 yrs) & B. Tech Lateral (3 yrs) in CSE (AI & ML), CSE, CSBS*(Computer Science & Business Systems), ECE, EE, EEE & ME / MCA (2 yrs)

*industry relevant computer science programme launched by TCS

Campus: G. T. Road, PO: Aedconagar, Adisaptagram, Hooghly-712121, West Bengal

Admission Enquiry Call: +91 98310 21706 / +91 98310 21641 / +91 98310 20853 / +91 98310 24851

ঝোরায় গাড়ি, মৃত ৩

গাঠিয়া চা বাগানে বিঘাশ্রমিকদের কাজে নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝোরায় পড়ে গেল পিকআপ ভ্যান। এতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও অনেকে। প্রশ্ন উঠছে শ্রমিকদের পথ নিরাপত্তা নিয়ে। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া ডায়নাপাড়ের প্রত্যন্ত খেরকাটায়।

দুর্ঘটনার কবলে চা শ্রমিকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার সকালে গাঠিয়া চা বাগানে বিঘাশ্রমিকদের কাজে নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যান ঝোরায় পড়ে যাওয়ায় তিনজনের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ২৯ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের নাম মনীষা নাগাশিয়া (১৮), সুন্দর মাঝি (২৫) ও মনীষা খালকো (২৬)। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন একই পরিবারের। সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ ও ভাশুর। তিনজনেরই বাড়ি নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামে। এই ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। তদন্ত শুরু হয়েছে। উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

অন্যদিনের মতো সোমবার সকালেও খেরকাটা ও খয়েরবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা পিকআপ ভ্যানে চেপেছিলেন গাঠিয়া চা বাগানে যাওয়ার জন্য। চায়ের ভরা মরশুমে বিঘা শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। বাগান সূত্রে খবর, ওই শ্রমিকরা গাঠিয়ার আপার ডিভিশনের সুহাসিনী সেকশনে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। এলাকাটি পৌঁছানোর রাস্তা ঢেউ খেলানো। যে কারণে বাগানের বিএল-৮ সেকশনের আগে অন্য দিন শ্রমিকবোঝাই গাড়িগুলি থামিয়ে দেওয়া হয়। হেঁটে ওই উঁচুনীচু অংশ পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান শ্রমিকরা। এদিন পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি চালিয়েই শ্রমিকদের সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় ১৫-২০ ফুট নীচে ডংঝোরা নামে একটি ছোট নদীর খাদে পড়ে যায়। সেখানে থাকা একটি বড় পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে গাড়িটি।

ডংঝোরায় পড়ে যাওয়া বিঘা শ্রমিকবোঝাই সেই গাড়ি।

বিপদের যাত্রা

- খেরকাটা ও খয়েরবাড়ি প্রায় ৪০ জন পিকআপ ভ্যানে চেপে বাগানে বিঘা শ্রমিকদের কাজে যাচ্ছিলেন
- উঁচু-নীচু পাহাড়ি রাস্তায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি
- প্রায় ২০ ফুট নীচে ডংঝোরায় আছড়ে পড়ে গাড়িটি
- মাল সুপারস্পেশালিটিতে ভর্তি ১৪ জন, দুজনের অবস্থা গুরুতর

ঘটনার পরই শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনে আশপাশে কর্মরত অন্য শ্রমিকরা ছুটে আসেন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ১২ জনকে গাঠিয়ার নিজস্ব হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে বিকেলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ২০ জনকে নিয়ে আসা হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাকি ১৭ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে সুশীলা ওরাওঁ ও মঞ্জু ওরাওঁ নামে মা ও মেয়েকে সিসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। সুশীলার আঘাত গুরুতর। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'আহতদের বেশিরভাগেরই আঘাত লেগেছে মাথা সহ শরীরের অন্যান্য অংশে। যে কারণে তাঁদের দ্রুত রেফার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

শোকে হাঁড়ি চড়ল না গ্রামে

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : একদিনে প্রাণ গেল তিন তরুণ-তরুণীর। জখম আরও বহু। শোকে হাঁড়ি চড়ল না গোটা গ্রামে। এর দায় কার, এখন সেই উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছে ডায়নাপাড়ের প্রত্যন্ত খেরকাটা।

কৃষি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত ওই গ্রামটি আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। চাষবাস ছাড়া উপার্জনের উৎস বলতে আর কিছুই নেই। যাঁদের জমি নেই তাঁরা জনমজুরের কাজ করেন। সকালে বেরিয়ে পড়েন আশপাশের আর পাঁচটা গ্রামের উদ্দেশে। সূর্য ডুবলে গ্রামে ফেরেন সকলে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চায়ের ভরা মরশুম এলে অনেকের প্রাণেও যেন জল আসে। অন্তত ৬ মাস বিঘাশ্রমিকের কাজ তো জুটবে। আর গাঠিয়া চা বাগানে সেই কাজে যাওয়ার পথেই সোমবার সকালে বিপর্যয় নেমে এল। ওই এলাকা সহ লাগোয়া খয়েরবাড়ি গ্রাম মিলিয়ে ৩০ জনের মতো শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি ঢালের রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়। খেরকাটার একই পরিবারের দুজন সহ তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২৬-এর মধ্যে। এদিন যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে সাবালক হলেও অনেকেরই বয়স খুব একটা বেশি নয়। সিমরণ ছেত্রী নামে এক তরুণী এদিন দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন। বাবা কুণাল ছেত্রী পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে এখন কেরলে। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে আহত মেয়েকে দেখতে এসে মা শোভা বলেন, 'পরিবারের খরচ জোগাতে মেয়েও কাজে যায়। বাড়িতে বসে থেকেই বা লাভ কী? এমনটা যে ঘটে যাবে তা কি আর কখনও ভেবেছিলাম?'

আরেক জখম তরুণ সুজিত ওরাওঁ প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালের বাইরে বসে অঝোরে কাঁদছিলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন বাবা গঙ্গারাম। ওই ব্যক্তি বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। একার রোজগারে সংসার চলে না। তাই ছেলেও চা বাগানের কাজে যায়। এছাড়া আর কীই বা করার আছে? অন্য কিছু যে করবে তারও তো কোনও উপায় নেই।'

একসঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন গ্রামের অজয় বাস্কে ও মুংরি সাঁওতাল নামে এক দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে অজয়ের বোন পুনমও। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ওই তরুণীকেও।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শুনসান খেরকাটা গ্রাম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা।। বাগডোগরার কাছে সাইভিটা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অমিত সরকার।

২৮ অগাস্ট থেকে কলেজে ক্লাস শুরু

ভর্তি হতে ভিড় ভালোই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতেই সোমবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীর ভিড় চোখে পড়ল। ভর্তির জন্য এদিন পড়ুয়ারা বিভিন্ন ক্যাফেতে ভিড় করেন, পাশাপাশি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য কলেজেও হাজির হন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরাও। ২৮ অগাস্ট থেকে কলেজে ক্লাস শুরু হবে। তবে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে কলেজে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাবে। পুজোর ছুটি শেষে কলেজ খোলার কয়েকদিন পরই সম্ভবত পরীক্ষা। তবে কি ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক ক্লাস না করেই পরীক্ষায় বসবে, প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা।

শিলিগুড়ি কলেজে মেয়ের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য এসেছিলেন স্নিগ্ধা দত্ত। তাঁর কথায়, 'অন্য বছরগুলিতে এমন সময় ক্লাস শুরু হয়ে যেত। সেখানে এখন কলেজে মেয়েকে ভর্তি করছি। অনেক ছেলেমেয়ে ভর্তির লাইনে রয়েছে। তারা কতটা ক্লাস করে পরীক্ষা দিতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।' অন্যদিকে, সূর্য সেন কলেজে এদিন ভর্তি হয়েছেন রাখি সরকার। রাখির বাবা রণজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'কলেজে ক্লাস শুরু হলেও তার মাঝে ছুটিছাটা রয়েছে। পুজোর টানা ছুটি। সেখানে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বা ডিসেম্বরে পরীক্ষা শুরু হলে, ছেলেমেয়েরা সিমেস্টারের পরীক্ষার জন্য অনেক কম সময় পাবে।'

এদিন পর্যন্ত সূর্য সেন কলেজে ভর্তির জন্য ১৪১০ জন পড়ুয়া টাকা জমা করেছেন। তার মধ্যে ১২৩ জনের ভেরিফিকেশন হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলেছেন, '২৭ অগাস্ট পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। ২৮ তারিখ থেকে পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে।' শিলিগুড়ি মহিলা কলেজে সোমবার পর্যন্ত ২০৩ জন ছাত্রী ভর্তির ফি জমা করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথের কথায়, 'পরীক্ষা কবে হবে সেটা পুরোপুরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পরীক্ষার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও কিছুই জানানো হয়নি।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি কলেজে এদিন পর্যন্ত ১৫০০ -র কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী ফি জমা করেছেন।

কোথায় প্রশ্ন

- ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে
- ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে কলেজে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাবে
- পুজোর ছুটি শেষে কলেজ খোলার কয়েকদিন পরই সম্ভবত পরীক্ষা
- তবে কি পড়ুয়ারা ঠিকঠাক ক্লাস না করেই পরীক্ষায় বসবে, প্রশ্ন অভিভাবকদের

টুকরো খবর

ছিনতাই

চোপড়া, ২৫ অগাস্ট : তরুণের মোবাইল ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার চোপড়ার সোনাপুরের অয়েল ইন্ডিয়া মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

কানাইয়া যাদব নামে ওই তরুণের অভিযোগ, সোনাপুর বাজারে তিনি দুধ বিক্রি করেন। অন্যদিনের মতো এদিনও বাজারে আসছিলেন তিনি। সেই সময় মোটরবাইকে এসে দুই দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। মোবাইল এবং সঙ্গে থাকা টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়। এদিন তিনি চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম

চোপড়া, ২৫ অগাস্ট : চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহী গুরুতর জখম হলেন। সোমবার দুপুরে সোনাপুর নলবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক ব্যক্তি এদিন রাস্তা পারাপার করছিলেন। সেই সময় ইসলামপুরগামী একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। তাঁকে বিধাননগরের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

শিবির

চোপড়া, ২৫ অগাস্ট : চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে সোমবার সেনাবাহিনীর উদ্যোগে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে কলেজ ও পার্শ্ববর্তী স্কুল থেকে পড়ুয়ারা অংশ নেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এদিন।

দাবি

চোপড়া, ২৫ অগাস্ট : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগান চালুর জোরালো দাবি উঠেছে। বছর খানেক আগে মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়। এখন শ্রমিকরা নিজেরাই বাগান দেখভাল করছেন।

ছয়জনকে নোটিশ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের

অবৈধভাবে কালভার্ট নির্মাণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : ঝোরার উপর অবৈধ কালভার্ট নির্মাণে অভিযুক্ত ছয়জনের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। অভিযোগ জানিয়ে দপ্তরের তরফে ওই জমিতে নজরদারি করার কথা বলা হয়েছে পুলিশকে। গত ৫ অগাস্ট নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাজ্য সড়কের পাশে পাট্রারাম মৌজাতে সরকারি জমি প্লট করা এবং ঝোরা দখল করে তাতে কালভার্ট তৈরি সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। ওই খবরের জেরে নকশালবাড়ির ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নড়েচড়ে বসেছে বলে বিভিন্ন মহলের বক্তব্য। কেননা, ওই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রশাসনের উপরমহল থেকে সঠিক পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে। সোমবার নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেন, 'কালভার্ট নির্মাণ নিয়ে আমরা সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। পাশাপাশি এলাকার ছয়জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। থানাতেও অভিযোগ জানানো হয়েছে, যাতে ওই এলাকায় কোনওরকম নির্মাণ না হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য।'

এই ঝোরা দখল ঘিরেই যত বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

> কালভার্ট নির্মাণ নিয়ে আমরা সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। পাশাপাশি এলাকার ছয়জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। থানাতেও অভিযোগ জানানো হয়েছে, যাতে ওই এলাকায় কোনওরকম নির্মাণ না হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য।
>
> **-দীপাঞ্জন মজুমদার**
> *বিএলএলআরও, নকশালবাড়ি*

নকশালবাড়িতে সরকারি জমি দখল নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু খাসজমি প্লট করা এবং ঝোরা দখল করে কালভার্ট তৈরির খবর প্রকাশ্যে আসতেই, তা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। দখলদারিতে এক তৃণমূল নেতার নামও প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন নকশালবাড়ির বিএলএলআরও। কিন্তু ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের পরিদর্শনের পরেও জমি দখল না হওয়ার রিপোর্ট সামনে আসে। ৯ অগাস্ট পুনরায় ওই বিতর্কিত এলাকা পরিদর্শনে যান নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, মণিরামের প্রধান গৌতম ঘোষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ্মা দে। অবৈধ কালভার্ট নির্মাণ এবং জমি দখল নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন। গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, ওই এলাকায় একাধিক সরকারি জমি রয়েছে, যেখানে পেট্রোল পাম্প থেকে শুরু করে মদের দোকান এবং ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১৫ বিঘার মতো জমি অবৈধভাবে হাতবদল হয়েছে। ভুয়ো খতিয়ান, দলিল বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্ট নিয়ে প্রচুর ধোঁয়াশা রয়েছে। জমিগুলির স্ট্যাটাস নিয়েও আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। কাউকে বাঁচাতে এসব করা হয়েছে। তাই পুনরায় ডিমার্কেশনের জন্য বিএলএলআরওকে বলেছি। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডিমার্কেশনের সময় দিয়েছে দপ্তর। যা অভিযোগ পেয়েছি, তাতে প্রচুর সরকারি জমি নয়ছয় হয়েছে। ডিমার্কেশন করা হলেই আসল তথ্য উঠে আসবে।'

নাগরদোলা থেকে পড়ে আহত দুই

চাকুলিয়া, ২৫ অগাস্ট : সেলফি তুলতে গিয়ে নাগরদোলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন দুই তরুণ। রবিবার রাতে চাকুলিয়া থানার শকুন্তলা এলাকায় জন্মাষ্টমীর মেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের নাম আমর রেজা (২৬) ও নুর আলম (২৭)- উভয়েই সাউর এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁদের কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ভাগলপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শকুন্তলা হাইস্কুল চত্বরে এক সপ্তাহ ধরে চলছে জন্মাষ্টমীর মেলা। মেলায় রয়েছে নাগরদোলাও। রবিবার রাতে আমর এবং নুর নাগরদোলায় চড়ে সেলফি তুলছিলেন। সেই সময় ভারসাম্য হারিয়ে তাঁরা মাটিতে পড়ে যান।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, মেলা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা। নাগরদোলায় চড়ার সময় যাত্রীদের কোনও সতর্কতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

মেলা কমিটির সম্পাদক সুবীর দাস বলেছেন, 'এই ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। আহতদের চিকিৎসায় যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সুস্থ রয়েছেন।' অন্যদিকে, চাকুলিয়া থানা জানিয়েছে, এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ খোঁজখবর নিচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেলফি তুলতে গিয়ে বিপত্তি

টোটো নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রীর দরবারে

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২৫ অগাস্ট : শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে পরিবহণমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন সিটি অটো মালিকরা। শিলিগুড়ি সিটি অটো অপারেটরস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে সোমবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের বক্তব্য, সরকারি নিয়মনীতি না মেনে শহরে টোটো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে শহরের মূল রাস্তা, জাতীয় সড়কেও বেআইনিভাবে প্রচুর টোটো চলাচল করছে। রাস্তায় যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড়িয়ে পড়ছে। এতে সমস্যা হচ্ছে।

সংগঠনের সভাপতি সন্দীপ ঘোষ বলছেন, 'আমরা সরকারি নির্দেশ মেনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পুরোনো তিন চাকার অটো বদলে নতুন চার চাকার অটো নিয়েছি। কিন্তু টোটোর বাড়বাড়ন্তে যাত্রী না হওয়ায় ঋণ পরিশোধে সমস্যা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, জাতীয় সড়কের পাশে বাসস্ট্যান্ড না থাকায় বিধাননগরে সরকারি বাস থামে না। স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। সোমবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে সামনে পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এলাকায় একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরির দাবি জানানো হয়। মন্ত্রী সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেওয়ায় এলাকায় খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

এদিন বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহোদরগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে পরিবহণমন্ত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধান ঝর্ণা সরকার বলেন, 'স্কুল ছাড়াও, এসডিপিও অফিস, বাজার থাকায় ভীমবার এলাকায় একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরির দরকার রয়েছে। বাসস্ট্যান্ড না থাকায় নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। এমনকি আমি নিজেও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে বাসে যাতায়াত করতে পারি না।' মন্ত্রী বলেন, 'বাসস্টপের দাবি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত একটি চিঠি দিয়েছে। বিষয়টি আমি দেখে নিচ্ছি।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র সদস্য কাজল ঘোষ প্রমুখ এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেমের টানে এপারে তরুণী, প্রেমিক সহ ধৃত

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এলেন এক গৃহবধূ। তবে শেষপর্যন্ত ধরা পড়লেন প্রেমিক সহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার সাপাহার থানার বাসিন্দা শিল্পী খাতুনের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয় মালদার কালিয়াচকের এক বিবাহিত ব্যক্তি ইব্রাহিম মিয়াঁর। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। রবিবার গভীর রাতে দালালের মাধ্যমে কুচলিবাড়ির অমর ক্যাম্প সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শিল্পী। তাঁকে ঢুকিয়েই ভারতীয় দালাল চম্পট দেয়। এরপর পথ হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করেন। প্রথমে শিল্পী নিজেকে মালদার বাসিন্দা বলে দাবি করেন এবং জানান তাঁর স্বামী তাঁকে নিতে এসেছেন। স্থানীয়রা খোঁজখবর চালিয়ে ইব্রাহিমকেও আটক করে পুলিশে খবর দেন।

পরে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শিল্পীর কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শিল্পীর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ এবং ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার মামলা রুজু করা হয়েছে।

শিল্পীর অভিযোগ, 'আমাদের সম্পর্কের কথা জানার পর আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তিন সন্তানকে কেড়ে নেয়। একা হয়ে পড়ার পর মা আমাকে জোর করে এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাইনি। তখন ইব্রাহিম আমাকে আশ্বাস দেয় ভারতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে একবার অবৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়ে ইব্রাহিম আমাকে ভারতে নিয়ে আসে। কয়েক মাস পর আবার বাংলাদেশে ফিরে যাই। এরপর থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম ভারতে আসার। অবশেষে দালালদের সাহায্যে এসেছি। দুই দেশের দালালরা মিলিয়ে ৪২ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দালাল রাতে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে মাঝপথে ছেড়ে পালিয়ে যায়।'অন্যদিকে ইব্রাহিমের দাবি, 'আমাদের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমার প্রথম স্ত্রীও জানে এবং সে-ও রাজি ছিল। তাই শিল্পীকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

এই ঘটনায় প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন গড়াই বলেন, 'ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং চারদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। শুধু প্রেমের সম্পর্কের টানেই কি এই ঘটনা, নাকি এর আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনার পর সীমান্ত সুরক্ষা ও দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

পিরিতি...

- বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার শিল্পী খাতুনের সঙ্গে আলাপ কালিয়াচকের ইব্রাহিম মিয়াঁর
- দালালের মাধ্যমে কুচলিবাড়ির অমর ক্যাম্প সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকেন শিল্পী
- পথ হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করেন
- ইব্রাহিম তাঁকে নিতে এলে তিনিও আটক হন

সরকারি বাসে গাঁজা পাচারে উদ্বেগ

কোচবিহার, ২৫ অগাস্ট : কখনও বাসের ভিতরে গোপন কুঠুরি থেকে আবার কখনও সিটের পিছনে স্ক্রু দিয়ে আটকানো বাক্সের ভিতর থেকে গাঁজা পাওয়া যাচ্ছে। একের পর এক এনবিএসটিসি'র বাসে গাঁজা পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত তিনমাসে চারজন চালক সহ ছয়জনকে সাময়িক সাসপেন্ড করেছে কর্তৃপক্ষ। সাতজনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। পাচারের জন্য দিনহাটা-মালদা রুটের বাসকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আসতেই নিগমের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'আমরা বাসে নজরদারি বাড়িয়েছি। পুলিশ তাদের মতো করে তদন্ত চালাচ্ছে। আমরা কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার কথায়, 'মাদকের বিরুদ্ধে কোচবিহার জেলায় পুলিশের তরফে নজরদারি চলছে। গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক পাচারের ঘটনায় অনেককেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি।'

কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে বিপুল পরিমাণে গাঁজা চাষ হয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রক্রিয়াজাত হওয়ার পর সেই গাঁজা হাতবদল হয়ে ভিনজেলা তো বটেই, ভিনরাজ্য এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশেও পৌঁছে যায়। আন্তঃজেলা স্তরে গাঁজা পাচারের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে যাত্রীবাহী বাসগুলিকেই বেছে নিচ্ছে পাচারকারীরা। রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়িতে পুলিশের নজরদারি বেশি থাকে। ফলে বাসে করে পাচারে ঝুঁকি কম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েও সম্প্রতি জেলার বহু জায়গাতেই পাচারের পরিমাণ বেড়েছে। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, গত ছয়মাসে শুধু কোচবিহারকে

নিগমের অন্দরে শোরগোল

কেন্দ্র করে ২০ বার তাদের বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা-মালদা রুটে। পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষও অভ্যন্তরীণ তদন্তে নামে। তদন্তকারীদের ধারণা, বাসের মধ্যে যেভাবে গাঁজাগুলি লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল তাতে বাসের কর্মীরা যুক্ত না থাকলে সেভাবে লুকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। ফলে সেই বাসের চালক ও কনডাক্টরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে চারজন চালক ও দুজন কনডাক্টরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই দিনহাটা ডিপোর অধীনে কর্মরত ছিলেন। সরকারি বাসকে কেন্দ্র করে যেভাবে পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে তাতে কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংস্থার চেয়ারম্যানের কথায়, 'দূরপাল্লার বাসগুলি ছাড়ার আগে নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে বাসে তল্লাশি চালানো হয়। বাসগুলিতে যাতে নজর রাখা হয় সেজন্য প্রতিটি ডিপোতেই বলা হয়েছে।'

মণ্ডপে 'গণপতিবাপ্পা'। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে পুজোর উদ্বোধন। ছবি : সুশান্ত পাল

প্রতিবাদ করায় হুমকির মুখে সিইও

ব্যাংক দুর্নীতিতে তৃণমূলের ছায়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারি ধরা পড়তেই কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে একাধিক বড় দুর্নীতির তথ্য সহ অভিযোগ জমা হল রাজ্য সমবায় দপ্তরে। দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে জেলার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীর বাবারও। ওই ব্যক্তি ব্যাংকের বোর্ডে দায়িত্বে থাকাকালীন একাধিক বেআইনি কাজকর্ম করেছেন বলেই অভিযোগ। সমবায় দপ্তরের জেলার এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধেও বহু বেআইনি কাজকর্মের প্রামাণ্য নথি ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে। তৃণমূল পরিচালিত ব্যাংকে লাগামহীন দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিএম, কংগ্রেসও।

কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের জরুরি সভা ডেকেছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। সূত্রের খবর, ওই সভাতে ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগীর বিরুদ্ধেও এফআইআর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে। প্রতারণার খবর ছড়াতেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ভিড় জমাচ্ছেন আমানতকারীরা। গচ্ছিত টাকা তুলতে সোমবার বহু আবেদন জমা পড়েছে বলেই ব্যাংক সূত্রের খবর। রাজ্য সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বেআইনি কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় সম্প্রতি ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে (সিইও) হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে সেই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা হয়েছে। সিইও'র

চাপে ঘাসফুল

- দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে কোচবিহারের এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীর বাবার
- বহু বেআইনি কাজকর্মের প্রামাণ্য নথি জমা হয়েছে রাজ্য সমবায় দপ্তরে
- বেকায়দায় পড়ে শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে
- কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত দাবি করল বিজেপি
- অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস সমবায়মন্ত্রীর

নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। বিরোধীরা বলছেন, এসব থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়েছে তৃণমূলের বোর্ড।

হুমকির বিষয়ে অবশ্য কিছু বলতে চাননি সিইও রাজশেখর অধিকারী। তাঁর কথা, 'যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। সবটাই ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ওই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলা উচিত নয়।' তবে ব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলেই জানিয়েছেন সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর কথা, 'সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ সিদ্ধার্থ। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের আমলে কোনও দুর্নীতি হয়নি। পদ্ধতি মেনেই আমরা কাজ করব।' তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অবশ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হওয়া উচিত বলেই মনে করছেন। তাঁর কথা, 'যাঁদের আমলে দুর্নীতি হয়েছে এবং সেইসময় যে আধিকারিকরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক। কেন তাঁরা দুর্নীতি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তাও দেখতে হবে। বর্তমান বোর্ডের আমলে কোনও কেলেঙ্কারি হয়নি। তবে বোর্ডের উচিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।'

বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন, রাজ্য সরকারি সংস্থা কোনওভাবেই তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'তৃণমূল মানেই যে দুর্নীতি তা আরও একবার স্পষ্ট হল। মাথায় তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের হাত না থাকলে ব্যাংকের কোনও সাধারণ কর্মী বা আধিকারিকের পক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত হলে সব সত্য সামনে আসবে।'

নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি তুলেছে সিপিএম। দলের জেলা নেতা শুভ্রালোক দাসের কথা, 'সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে প্রান্তিক মানুষজনই কষ্টার্জিত অর্থ গচ্ছিত রাখেন। পরিকল্পিতভাবে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আর ক্ষমতায় থাকা শাসকদলের নেতারা আইনি পদক্ষেপ না করায় দুর্নীতিতে যে তাদের মদত আছে তা স্পষ্ট হয়েছে।' ফলে ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে বেশ বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল।

স্ত্রীর মোবাইলের টাকা জোগাড় করতে ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : টোটোয় যাত্রী তুলে তাঁর সর্বস্ব লুট করার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবাক করার মতো তথ্য পেল পুলিশ। স্ত্রীর মন রাখার জন্য দামি মোবাইল ফোন কেনার টাকা জোগাড় করতেই নাকি এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলেন অভিযুক্ত বসন্ত পান্ডে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক ঝামেলার কারণে বাপের বাড়িতেই থাকেন বসন্তের স্ত্রী। তবে বসন্ত যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, তার থেকে কয়েকটা বাড়ি পরেই আত্মীয়ের বাড়িতে প্রায়ই যাওয়া-আসা ছিল বসন্তের স্ত্রীর। সেই সূত্র ধরেই বসন্ত জানতে পারেন তাঁর স্ত্রীর একটি দামি মোবাইলের শখ।

জিজ্ঞাসাবাদে বসন্ত জানিয়েছেন, টোটোয় করে গৌতম মণ্ডলকে নিয়ে ঘোরার সময় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গৌতম অত্যন্ত সরল মানুষ। সে সময়ই স্ত্রীর মোবাইল ফোনের শখের কথা মনে পড়ে যায় বসন্তের। তাঁর মাথায় অপরাধমূলক চিন্তাভাবনা কাজ করে। টোটো নিয়ে ঢুকে পড়ে অন্ধকার রাস্তায়। এরপর গৌতমকে মারধর করে তাঁর ল্যাপটপের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি পকেটে থাকা দুটি মোবাইলও ছিনিয়ে নেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটানোর পর শনিবার সকালে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মন ভাঙানোর জন্য বসন্ত ছিনতাই করা দুটি মোবাইলের মধ্যে একটি মোবাইল উপহার দেন স্ত্রীকে। স্ত্রীকে আরও একটি দামি মোবাইল দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। এরপরই অবশ্য পুলিশের হাতে পাকড়াও হন বসন্ত। বসন্ত এর আগেও প্রতিবেশী এক কিশোরের মামার টোটো নিয়ে রাতে বেরিয়েছেন। প্রতিবারই তিনি ওই কিশোরকে সঙ্গে নিতেন। তবে শুক্রবার রাতে বসন্ত এমনটা করবেন, সেটা অবশ্য ভাবতে পারছেন না ওই কিশোরের মামা। পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে এক দোকান মালিকের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন বসন্ত। ওই দোকানেই তিনি কাজ করতেন। তার আগে তিনি টোটো চালাতেন। টোটো চালানোর সূত্র ধরেই ব্রাউন সুগার নেশার চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বসন্ত। তার জেরেই স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। এমনকি বসন্ত তাঁকে ছিনতাই করা মোবাইল উপহার দিয়েছেন শুনে রেগে অগ্নিশর্মা ওই তরুণী। পুলিশকে তিনি ওই মোবাইল ফেরত দিয়েছেন। তরুণীর কথায়, 'প্রশাসন বসন্তকে ভালোমতো সাজা দিক। তবে যদি বসন্ত শোধরায়।'

আহত মহিলা

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক মহিলা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি পুরনিগম সংলগ্ন রাস্তায়। আহত ওই মহিলার নাম মুক্তি মণ্ডল। তিনি শান্তিনগর বিনয় মোড়ের বাসিন্দা। ওই মহিলাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন সিভিক ভলান্টিয়ার শম্ভু রায়। তিনি টোটোয় করে ওই মহিলাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

স্কুলে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ

বিদ্যুতের বিল মেটাতেই হিমসিম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সরকারি স্কুলে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক বিল! যা মেটাতে বছরে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে স্কুলগুলির। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল জমা না করলে আবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেও দেওয়া হচ্ছে। ফলে সবমিলিয়ে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য, বেসরকারি স্কুলগুলি অভিভাবকদের কাছ থেকে বছরে প্রচুর টাকা আদায় করে। ফলে ওই স্কুলগুলির পক্ষে বাণিজ্যিক সংযোগে থাকা বিদ্যুতের বিল মেটানো খুব সহজ। কিন্তু সরকারি স্কুলে তা অসম্ভব। কেন বাণিজ্যিক সংযোগ, সেই প্রশ্নও উঠছে। ডান-বাম সব শিক্ষক সংগঠনের দাবি, হয় স্কুলের বিদ্যুৎ বিলের দায়িত্ব পুরোটাই রাজ্য সরকার নিক, নতুবা স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগকে বাণিজ্যিকের পরিবর্তে গৃহস্থালি করা হোক। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির রিজিওনাল ম্যানেজার বিদিপরঞ্জন বর্মনের বক্তব্য, 'এই সমস্ত বিষয় বিদ্যুতের রেগুলেটরি কমিশন থেকে দেখা হয়। তারাই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক হোক বা উচ্চমাধ্যমিক, সমস্ত সরকারি স্কুলেই বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিটি সরকারি স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বাণিজ্যিক হিসাবে ধরা হয়। স্কুলের সমস্ত শ্রেণিকক্ষে আলো, পাখা চালানো, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার বিভাগ, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতেও বিদ্যুতের ব্যবহার হয়। ফলে প্রতিটি স্কুলকেই মাসে মাসে মোটা টাকা বিদ্যুৎ বিল গুনতে হচ্ছে। কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে? প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রতি বছর সমগ্র শিক্ষা অভিযান (এসএসএম) প্রকল্পে কম্পোজিট গ্র্যান্টে কিছু টাকা পায়। কিন্তু সেটাও অনিয়মিত বলে অভিযোগ। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, হাইস্কুলগুলি পড়ুয়া প্রতি বছরে ২৪০ টাকা নিতে পারে। কিন্তু সেই টাকাতে সারা বছর স্কুল পরিচালনা থেকে অন্যান্য প্রচুর কাজ করতে হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলছেন, বিদ্যুৎ বিল মেটাতেই বছরে প্রচুর টাকা চলে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক রঞ্জন শীলশর্মার বক্তব্য, 'সরকারি স্কুলের বিদ্যুতের বিল সরকার বহন করলে ভালো হয়। কেননা কম্পোজিট ফান্ডে স্কুলগুলি অল্প বরাদ্দ পায় এবং সেটাও অনিয়মিত।' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য, বছরের বেশিরভাগ সময় পকেট থেকে টাকা দিয়ে স্কুলের শৌচালয়, জঙ্গল সাফাই করতে হয়। হাইস্কুলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বছরে ২৪০ টাকা করে নিলেও ওই টাকায় স্কুলের খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব। কেননা, সেখানে প্রচুর কম্পিউটার চলে, রয়েছে ল্যাবরেটরি, প্রতিটি

সমস্যা যেখানে

- বেসরকারি স্কুলগুলির সঙ্গে সরকারি স্কুলগুলিতেও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ
- কম্পোজিট ফান্ডে কিছু টাকা মিললেও বিলের টাকা মেটাতে সমস্যায় স্কুলগুলি
- বিল হোক নন কমার্সিয়াল অথবা মকুব করা হোক টাকা, দাবি তুলছে শিক্ষক সংগঠনগুলি

শ্রেণিকক্ষে আলো, পাখা চালাতে হয়। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু মনে করেন, 'প্রথমত, সরকারি স্কুলে বাণিজ্যিক সংযোগ না দিয়ে গৃহস্থালির করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি স্কুলের বিদ্যুতের খরচ পুরোপুরি মকুব করা উচিত। এই দাবিতে সংগঠনের তরফে অনেকবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।' তৃণমূল শিক্ষা সেলের দার্জিলিং সভাপতি সুপ্রকাশ রায়ের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার সব স্কুলেই সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করছে। অনেক স্কুলেই ইতিমধ্যে সৌরবিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত বাকি স্কুলগুলিতেও সৌরবিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আমরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করব। সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়ে গেলে এই খাতে স্কুলগুলির খরচ অনেকটাই কমবে।'

দুর্গা মল্লকে স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সোমবার গুরুংবস্তির বীর জওয়ান মোড়ে মেজর দুর্গা মল্লের শহিদ দিবস পালন করা হয়। ভানুভক্ত সমিতির তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে নেতাজি সহ মেজর দুর্গা মল্লের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভানুভক্ত সমিতির কনভেনার গোপাল লামা, আয়োজক কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ লামা, মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে ৫২ ইউনিট রক্ত বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

সেবকে অবরোধ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : নাবালক অপহরণের কিনারা না হওয়ায় গ্রামের বাসিন্দারা সেবকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পথ অবরোধ করলেন। ১০ মাইলে সোমবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে, সোমবার রাত পর্যন্ত পুলিশ ওই অপহরণ কাণ্ডের কোনও কিনারাই করতে পারেনি। এদিনও পুলিশের উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় কর্তারা ঘটনার তদন্তে সেবকে গিয়েছিলেন। গত শনিবার সেবকের ১০ মাইল এলাকা থেকে এক নাবালককে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, যে গাড়িতে ওই নাবালককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি একটি অ্যাম্বুল্যান্স ছিল। তবে, অপহরণের ঘটনায় সোমবার পর্যন্ত পরিবারের কাছে মুক্তিপণ চেয়ে কোনও ফোন আসেনি। ফলে এই ঘটনার পিছনে ঠিক কী রহস্য রয়েছে সেটি পুলিশ খুঁজছে। ঘটনার ৩ দিন পরেও ওই নাবালকের হদিশ না মেলায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগে বাসিন্দারা এদিন পথ অবরোধ করেন।

প্রতারণা, ধৃত

নকশালবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : এক অনলাইন সংস্থাকে প্রতারণার অভিযোগে এক তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিন সিংহ নামে ওই তরুণ সংস্থাটির ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন। সংস্থার কোনও সামগ্রী পছন্দ না হলে ক্রেতারা সেগুলি ফিরিয়ে দিতেন। ওই তরুণ সেগুলি বাইরে বিক্রি করে প্যাকেটে অন্য সামগ্রী ভরে তা সংস্থার কাছে ফেরত পাঠাতেন বলে অভিযোগ। খড়িবাড়ি থানঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা ওই তরুণ গত ৩ মাসে প্রায় ৮০ হাজার টাকার জিনিস বাইরে বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। সংস্থার তরফে গত ২২ অগাস্ট ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার পুলিশ বুধকরণজোত এলাকা থেকে পুলিনকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রশিক্ষণ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পলিহাউস টেকনলজির মাধ্যমে পাহাড়ের কোলে চাষ করছেন চাষিরা। বড় এলাচ, কিউই, বাঁধাকপি চাষ করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য চাষিদের কালিম্পং জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিকেরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পুজোর আগে চাষিরা যাতে লাভের মুখ দেখতে পারেন সেজন্য দপ্তরের তরফে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হর্টিকালচার অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানালেন, চাষিরা কীভাবে বেশি ফলন করতে পারবেন সেব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

খুন বৃদ্ধ

মালবাজার ও মেটেলি ২৫ অগাস্ট : সোমবার রাতে বিধাননগর পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া কাচু মোড় এলাকায় পারিবারিক বিবাদের জেরে নির্মম হত্যার শিকার ৬৫ বছরের এতোয়া ওরাওঁ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তিকে মাথায় ও সারা শরীরে পাথর দিয়ে থেঁতলে হত্যা করেছেন তাঁরই ভাইপো বিমল ওরাওঁ। প্রতিবেশী ও পরিবারের ছোট ছেলে দশরথ মিলে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

স্কুলে রিজার্ভার

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সোমবার নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে ওয়াটার রিজার্ভার ও ওয়াটার পিউরিফায়ারের উদ্বোধন করলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। স্কুলে কতজন পড়ুয়া রয়েছে, পরিকাঠামো কেমন এইসব ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহার কাছে খোঁজ নেন মন্ত্রী।

জলকষ্টে বাড়িভাসার পাঁচশো পরিবার

কল থাকলেও পরিষেবা অমিল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন ডাবগ্রাম (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিআইপি রোড সংলগ্ন বাড়িভাসা এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ থাকলেও মাস খানেকেরও বেশি সময় ধরে সেখানে জল আসছে না বলে অভিযোগ। এমনকি এলাকায় কয়েকটি টাইম কল থাকলেও তাতেও ঠিকমতো জল মিলছে না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে ওই এলাকার পাঁচশো পরিবার। স্থানীয়দের অভিযোগ, সমস্যা নিয়ে একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গেলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ডাবগ্রাম (২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলছেন, 'এটা পিএইচই-র ব্যাপার। আমি পিএইচই-কে এব্যাপারে চিঠি দিয়েছি। আশা করি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।'

সোমবার ওই এলাকায় যেতেই পানীয় জলের সমস্যা নজরে পড়ল। বাড়ির কলের সামনে বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে দেবাশিস দত্ত একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, 'প্রায় এক মাস ধরে প্রতিদিনই বাড়িতে থাকা পানীয় জলের পাইপের সামনে বালতি নিয়ে বসছি। আদতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। শেষমেশ জল ভরার জন্য আশপাশের এলাকায় যেতে হচ্ছে। তবে সেখানে স্থানীয়দের লম্বা লাইন থাকায় অনেক সময় খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে।'

একই কথা বলছিলেন এলাকার আরেক বাসিন্দা অভয় বর্মন। সকাল থেকে জল আসার অপেক্ষা করছিলেন। কখনও আবার এলাকার ডিপ টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিলেন। হতাশার সুরে বলছিলেন, 'বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে অথচ জল পাচ্ছি না। এলাকার একটা বড় অংশ পানীয় জলশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জলে কিনে খাওয়ার মতো অর্থও যে

> বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে অথচ জল পাচ্ছি না। এলাকার একটা বড় অংশ পানীয় জলশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জল কিনে খাওয়ার মতো অর্থও যে আমাদের কাছে নেই।
>
> **অভয় বর্মন** স্থানীয় বাসিন্দা

আমাদের কাছে নেই।' যদিও দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হোক, চাইছেন ভুক্তভোগী এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের কথায়, কিছুদিন পরেই পুজো আসছে। এরকম চলতে থাকলে, কী যে হবে জানা নেই। অনেকে আবার তেষ্টা মেটাতে উপায় না পেয়ে জল কিনেই খাচ্ছেন। আবার অনেকেই পাশের এলাকা থেকে জল নিয়ে আসছেন। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ।

মাছ ধরতে ব্যস্ত।। শিলিগুড়ির নৌকাঘাটে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

প্রকাশ্যে মাংস কাটা চলছে, বাজারে থার্মোকলের বাক্স

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : ঘোষণাই সার। কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

বাজারে রাস্তা দখল করে অবাধে ব্যবসা চলছে। বেপরোয়া টোটো নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ নেই। প্রকাশ্যে মাংস কাটা চলছেই। বারণ সত্ত্বেও মাছ বাজারে থার্মোকলের বাক্স ঢুকছেই। বাংলায় সাইনবোর্ড টাঙানো নিয়ে কারও কোনও হেলদোলই নেই। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রেজোলিউশন লোকদেখানো ছাড়া কিছুই নয় বলে অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ মানতে চায়নি। সমস্ত সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তারা জানিয়েছে।

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির এগজিকিউটিভ সদস্য রাধাগোবিন্দ ঘোষ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত শুধুমাত্র লোকদেখানো অভিযান চালাচ্ছে। বর্তমান ব্যবসায়ী সমিতি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। বাজারজুড়ে জবরদখল চলছে। সাধারণ ক্রেতা বাজারে ঢুকতে পারছেন না। ফলে বাজার আজ ক্রেতাশূন্য। সাধারণ ব্যবসায়ীদের পথে বসার পরিস্থিতি হয়েছে।'

অন্যদিকে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'রাস্তায় বসা দোকান তুলতে অভিযান চালানো হবে। বেপরোয়াভাবে টোটো চালানো রুখতে চালকদের সতর্ক করা হবে।

প্রকাশ্যে মাংস কাটা রুখতে ব্যবসায়ীদের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। মাছের গাড়িতে থার্মোকলের বাক্স দেখলেই ট্রাফিক পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছি। বাংলায় সাইনবোর্ড টাঙানোর জন্য ব্যবসায়ীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।'

বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে ৩১ জুলাই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে রেজোলিউশন নেওয়া হয়েছিল। শাসক ও বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা মিলে রেজোলিউশনে সই করেন।

বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সপ্তাহখানেক পর নকশালবাড়ি পুলিশ-প্রশাসন, নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সমবেত উদ্যোগে বাজারজুড়ে অভিযান চলে। রাস্তা দখল করে দোকান বসানো হলে, বেপরোয়াভাবে টোটো চালালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। প্রকাশ্যে মাংস কাটা, মাছ বাজারে থার্মোকলের বাক্স ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বাংলায় সাইনবোর্ড টাঙাতে বলা হয়।

কিন্তু কোনও কাজই হয়নি। নকশালবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়, ডিআই ফান্ড মার্কেট, ডিএনটি মোড় এলাকায় রাস্তা দখল করে অস্থায়ী দোকান বসছে। ঘাটানি মোড়, বাসস্ট্যান্ড, ভৈষাটি মোড়, পানিঘাটা মোড়ে রাস্তা দখল করে সারি সারি টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে।

সেগুলি বেপরোয়াভাবে চলাচল করছে। থার্মোকলের বাক্সে নকশালবাড়ি মাছ বাজার দূষিত হয়ে পড়েছে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে। নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'বাজারের ব্যবসায়ীদের সতর্ক হতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে নকশালবাড়ি বাজারের ব্যবসা থমকে যাবে।'

সমস্যা মেটাতে কী কী পদক্ষেপ করা যায় সে বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে সংগঠনের সভাপতি জানিয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

বাজারের রাস্তা দখল করে অবাধে ব্যবসা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ ভাদ্র ১৪৩২

সখ্য বনাম সম্মান

মর্যাদা, সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার সর্বনাশ থেকে আপাতত কিছুটা নিজেকে রক্ষা করল বাংলাদেশ। হাসিনা পরবর্তী শাসকের ওপর জামায়াতেপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বটে। কিন্তু পাকিস্তানের অসম্মান সহ্য করা ঢাকার বর্তমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাই নতুন জমানায় পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠতায় ধাক্কা লাগার খেসারত সহ্য করার ঝুঁকি থাকলেও উচিত জবাব দিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের কার্যত মুখের ওপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে বলতে হল, ঠিক বলছেন না আপনি। ৫৪ বছরের তিক্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদের সামনে সুযোগ এসেছিল পাকিস্তানের সাবেক পূর্ব প্রান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির। এতে অতীত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিতে পাকিস্তানের কলঙ্কজনক অধ্যায় লঘু করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাক শাসকদের। এতে জামায়াতে বা রাজাকার বাহিনীর ন্যক্কারজনক ভূমিকার কালিমাকে আড়াল করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

মুজিব-কন্যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পর পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্যপূরণের সুযোগটা কিন্তু এনে দিয়েছিল ঢাকার বর্তমান শাসকরা। স্বাধীনতা পরবর্তী স্থায়ী মিত্রশক্তি ভারতের সঙ্গে সংঘাত উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর উপমহাদেশে অন্য শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে মরিয়া উদ্যোগ নিচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ তৈরি করেছিল বাংলাদেশই। পাক শাসকরা সম্ভবত মনে করেছিল, জামায়াতের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় ইউনূস সরকারকে কবজায় আনা সহজ হবে।

ঢাকার মাটিতে দ্বিপাক্ষিক সরকারি কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে পাক বিদেশমন্ত্রী তাই ওইরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনার অকথ্য অত্যাচার ও গণহত্যার প্রসঙ্গকে তাই তিনি 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' বলতে সাহস দেখিয়েছিলেন। সেই নারকীয় ঘটনাবলির জন্য ইসলামাবাদ যে ক্ষমা চাওয়ার পথে হাঁটবে না, ইসাকের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অতীতের কার্যকলাপের জন্য দুঃখপ্রকাশের পথে না গিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা ও স্বাভিমানকে আঘাত করেছে পাক বিদেশমন্ত্রীর ওই মন্তব্য। ঢাকার শাসককুল বুঝতে পেরেছিল, প্রতিবাদ না করে ওই বক্তব্য হজম করলে দুটি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাদের। প্রথমত, এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশের জনসাধারণের ভূমিকা ও এখনও ফল্গুধারার মতো বইতে থাকা আবেগ অসম্মানিত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে গোটা বাংলাদেশে।

পাক বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে হাসিনা জমানার পর এযাবৎকালের মধ্যে আওয়ামী লিগের সর্ববৃহৎ মিছিল সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। তবে শুধু আওয়ামী লিগপন্থীরা নন, সামাজিক মাধ্যমে পাক বিদেশমন্ত্রীর কথায় যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে পদ্মাপারে, তার অভিঘাত কম নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সেই ঝড় সামাল দেওয়া সম্ভব হত না বিদেশ উপদেষ্টা সরাসরি পাক বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান না করলে।

এতে ঢাকার শাসকরা জনরোষ থেকে নিজেদের তো রক্ষা করলেনই। তবে ধাক্কা খেলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবমাননা করার বিপদকে আপাতত দূরে সরালেন। পাক বিদেশমন্ত্রী কিন্তু ইসলামে হৃদয় পরিষ্কার রাখার বার্তার দোহাই দিয়ে কার্যত বাংলাদেশের প্রতিবাদকে নস্যাৎ করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার করুন, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এই একসঙ্গে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের মরিয়া চেষ্টা আরও বাড়বে। ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা ইসলামাবাদের ওপর বড় ধাক্কা হবে নিঃসন্দেহে। তবে দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় অতি সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। জামায়াতে ইসলামির চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা তাই এখন ঢাকার শাসকের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বিল পাশ না হলেও লাভ মোদির

৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করা মন্ত্রীদের অপসারিত করা যাবে। প্রস্তাবে হইচই হলেও শাসক শিবিরই ফ্রন্টফুটে।

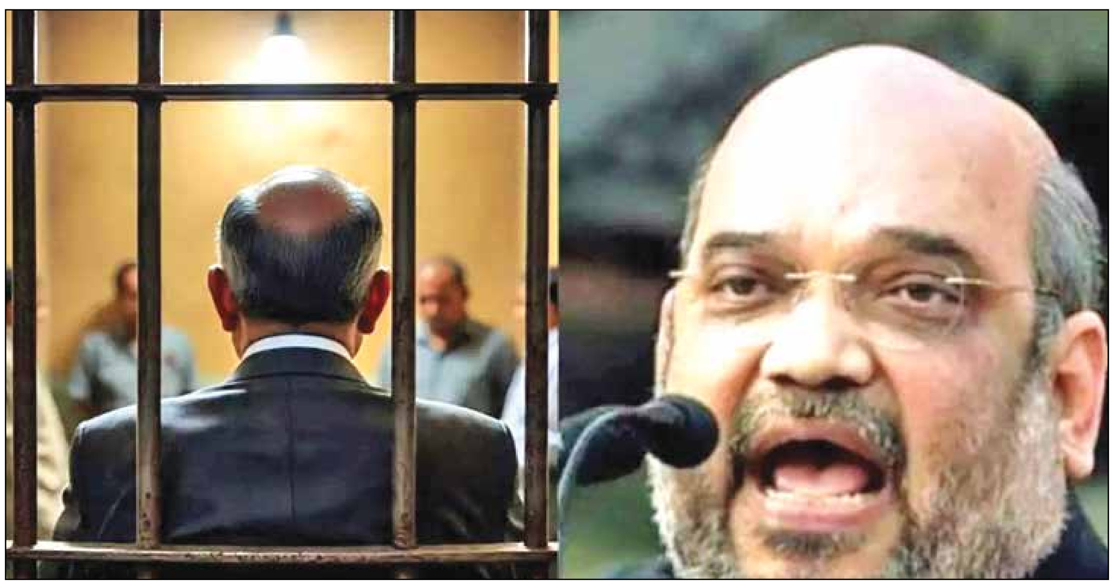

রাতুল ঘোষ

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকশন ১৮৮৭ সালে এক চিঠিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বিশপ ক্রেইটনকে লিখেছিলেন, 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'। একদম সত্যি কথা। দুর্নীতি বা 'করাপশন' হল স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ৪০ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একথা অকপটে কবুল করে বলেছিলেন, 'আমি যদি কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ১ টাকা খরচ করি, তা থেকে মাত্র ১৫ পয়সা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছে পৌঁছায়। ভারতীয় সংবিধানে ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রস্তাব গত সপ্তাহে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পেশ করামাত্র সংসদে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বিরোধী সদস্যরা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেন। এই বিলে বলা হয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রীরা জামিন না পেয়ে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁদের অপসারিত করা যাবে। এই আইনের ঊর্ধ্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নন।

এই মুহূর্তে ভারতের প্রধান বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন রয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে। বাকি সবক'টি রাজ্যে বিজেপি বা এনডিএ-র মন্ত্রীসভা কায়েম রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই বিলকে 'ড্রাকোনিয়ন' আখ্যা দিয়ে প্রধান আপত্তি তুলেছে সাতটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন এই বিরোধী দলগুলি। এখন প্রশ্ন হল, সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় কি এই বিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে? সেই সম্ভাবনা কম। কারণ সংসদের দুই কক্ষেই এনডিএ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই। কিন্তু এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। মোদির এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর এই আক্রমণ আগামীদিনে আরও তীব্র হবে। এর জুতসই জবাব বিরোধী দলের নেতারা দিতে পারবেন তো? বা দিলেও সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা যাবে কি? ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে চলেছে।

যেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলারা দুর্নীতির অভিযোগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হাজতবাস করলেই তাঁদের সাসপেনশন অবধারিত, সেখানে রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? এই প্রশ্ন আগামীদিনে উঠতে বাধ্য। রাজনীতিকরা নিজেদের 'সুবিধাভোগী' শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে জনগণের গরিষ্ঠাংশের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিরন্তর দুর্নীতির ঘোলা জলে মাছ ধরে রেহাই পেয়ে যাবেন, এটাই বা কেমন নিয়ম? আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতিই ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।

তাই নীতিহীন রাজনীতির জাঁতাকলে গোটা দেশ আজ পিষ্ট। এই ঘোর বর্ষায় দেশের প্রধান শহরগুলোর রাস্তাঘাটের হাল দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন এই কথা লিখছি। এই রাস্তা ফি বছর জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাটমানি খেয়ে পকেট ভরিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন কেষ্টবিষ্টুরা। কারও কোনও দায়বদ্ধতা আছে?

আমার মনে আছে, ১৯৯৬ সালে লোকসভা ভোট কভার করতে গিয়ে দিল্লির অশোক রোডের অফিসে বিজেপির প্রবাদপ্রতিম নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন জৈন হাওয়ালা ডায়েরির এক কোণে লালকৃষ্ণ আদবানির নাম পাওয়া গিয়েছিল বলে বাম-কংগ্রেস-সমাজবাদীরা গোটা দেশে 'গেল গেল' রব তুলেছিল। আদবানি তখন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জানিয়ে দেন, 'আমি যতক্ষণ কলঙ্কমুক্ত হয়ে না ফিরছি, ততদিন দেশের কোনও ভোটে দাঁড়াব না।' সেদিন আদবানির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী কারণে এই 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' করলেন? জবাবে বিজেপির লৌহপুরুষ বলেছিলেন, 'আমরা পার্টির মাথা। আমরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারি, তবে দলের নীচু স্তরে কী বার্তা যাবে?'

অথচ এইসব নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করেননি লালুপ্রসাদ যাদব, মায়াবতী, জয়ললিতা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেনরা। এঁরা ক্ষমতাসীন অবস্থায় জেলে গিয়ে দীর্ঘদিন স্বপদে বহাল থেকেছেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে হাজতবাস করলেও লালু জেলের মধ্যে আস্ত একটা ক্যাবিনেট মিটিংই বসিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ক্লাস ফাইভ পাশ করা, ১০ সন্তানের জননী, স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে শিখণ্ডীর মতো কুর্সিতে বসিয়ে রাজ্য চালিয়েছেন। জেলে লালুর পায়ের তলায় বসে রাবড়ি মিটিং সারতেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মাসের পর মাস জেল খাটার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অতিশীর হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হন।

জানি বিরোধীরা আদা-জল খেয়ে আগামীদিনে মাঠে নামবেন, এই বিল যাতে আগামীদিনে কিছুতেই পাশ না হয়। তৃণমূল তো ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এই সংশোধনী বিল নিয়ে ডাকা সিলেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তারা কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো দুঁদে সাংসদ ও আইনজীবীরা এই মিটিংয়ে যদি যান তবে তাঁরা রাষ্ট্র ও সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিল এক নিদারুণ কুঠারাঘাত বলে সওয়াল করবেন। কিন্তু সংবিধানের আর্টিকল ৩৬৮ অনুযায়ী সংসদে সংশোধনী বিল আনার বিধান রয়েছে মন্ত্রীসভার। যদিও বর্তমান বিলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এই সংশোধনী বিল পেশ করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া কোনওভাবে এই বিল সংসদে পাশ হয়ে গেলেও তা পরবর্তীকালে অবধারিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে। সেক্ষেত্রে সেই মামলাও বছরের পর বছর চলবে। তখন কপিল সিবালরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে বলবেন, মাই লর্ড, এটা বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। হিটলার জমানার গেস্টাপো অভিযানের মতো। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় কুঠারাঘাত। বিচার হল না, চার্জশিট জমা পড়ল না, দুর্নীতির অভিযোগ আদালতে প্রমাণ হল না, অথচ একজন নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ককে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাও সেটা ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে? তাহলে কি সিবিআই এক্ষেত্রে জজ, জুরি অ্যান্ড এগজিকিউশনার হয়ে উঠবে?

এই বিতর্ক, চাপানউতোর আগামীদিনে চলতেই থাকবে। তবে এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর আপাত দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান আরও গোটা দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরেজা।

১৯২০

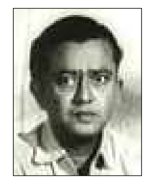

অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা একজন নেতার কলেজের ডিগ্রি কেন গোপন করা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি লুকিয়ে রেখে এই 'নো ডেটা অ্যাভেলেবল' সরকার আসলে কী আড়াল করতে চাইছে? সেটা জানার দরকার।

- সাগরিকা ঘোষ

ভাইরাল/১

শিশুটি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে রেখেই ক্লাসে তালা পড়ে যায়। মেয়েটি ঘুম ভেঙে কাউকে না দেখে জানলা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। জানলায় তার মাথা আটকে যায়। সারারাত ওই অবস্থায় আটকে থাকে সে।

ভাইরাল/২

টাকার জন্য মানুষ সম্পর্ককে ভুলে যায়। মধ্যপ্রদেশের এক ডিএসপি সবে অবসর নিয়েছেন। অবসরকালীন যে টাকা পেয়েছেন তা স্ত্রী-ছেলেদের দিতে চাননি। প্রতিশোধ নিতে দুই ছেলে ও স্ত্রী মিলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি খবরে দেখলাম, স্কুল পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম পরে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে না। তার বদলে তাদের দেখা যায় বিভিন্ন পার্কে, খেলার মাঠে কিংবা ড্রেসিংরুমের শেডের আড়ালে মোবাইলে গেমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সচেতন মানুষের সক্রিয় সচেতনতার প্রয়োজন।

যেভাবে পড়ুয়ার মধ্যে মোবাইল আসক্তি বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শিশু থেকে বড়রা সবাই মোবাইলে আসক্ত। অনেকে মোবাইলে এতটাই মনোযোগী যে আশপাশে কী ঘটছে, সেটার কোনও খোঁজ নেই তাদের কাছে। এমনকি এই মোবাইলের কারণে অনেকে দুর্ঘটনারও শিকার হচ্ছে। তাই আমাদের সকলেরই মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন, যাতে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে।

দেবাশিস কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটির কাছে অনুরোধ

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো প্রায় দোরগোড়ায়। প্রতিবছরই প্রতিটি পুজো কমিটি নিজেদের সেরা পুজোমণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিয়ে থাকে। তবে পুজো কমিটিগুলি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে থিমনির্ভর পুজোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলত থিম পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বেশি থিমনির্ভর হওয়ায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, পুজোর জৌলুস কোথাও যেন হারাতে বসেছে। থিম ও সাবেকিয়ানা, দুইয়েরই মেলবন্ধন যাতে প্রকাশ পায় সেদিক লক্ষ রেখে উদ্যোক্তাদের পুজো আয়োজনে তৎপর হওয়া উচিত। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখলে মণ্ডপসজ্জায় দর্শনার্থীরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

ফলে অনেকে যেমন পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন, তেমন মনের আনন্দে পুজোয় মেতে উঠবেন। পুজো কমিটির কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বয়স হওয়া মানেই জীবন শেষ নয়

বয়স্কদের কেউ কেউ নিজের মতো করে বাঁচতে চাইলেও আমরা তাতে রাজি নই। সমালোচনা করি। সেটা কাম্য নয়।

পার্থ চৌধুরী

সময় বয়ে চলে। এই নিয়মে একসময় ছোটবেলা থেকে বড়বেলা আর তারপর বুড়োবেলা আসবেই। একে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শেষ বয়সকে একটা বাঁধাধরা বেড়াজালে আটকে রাখার বিষয়টা, মেনে নেওয়া কঠিন। বয়স হয়ে গিয়েছে তাই রঙিন জামাকাপড় পরা যাবে না, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যাবে না, ইচ্ছে করলে একটু নেচে ওঠা যাবে না। বয়স্কদের জন্য কে যে এসব নিয়মকানুন বানিয়েছে জানা নেই। অথচ আমরা যুগের পর যুগ ধরে এসব নিয়মকেই যে আবশ্যিক বলে মেনে নিয়েছি।

তবে এই সমস্যা যে গোটা দুনিয়ার তা কিন্তু নয়। হয়তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু বিদেশের ক্ষেত্রে? মোটেও নয়। ইউরোপের বছর সত্তরের মহিলা দারুণ রংচঙে পোশাকে দিব্যি রাস্তায় নামছেন, চুলের দারুণ স্টাইলে সবাইকে মাতাচ্ছেন। সেখানকার বছর আশির এক মানুষ ইচ্ছে হলে অসমবয়সি কোনও মহিলার সঙ্গে একটু নেচে নিচ্ছেন। কেউ তাঁকে দুয়ো দিচ্ছে না, বরং উৎসাহিতই করছে। জীবন কী এরা আসলে বুঝেছেন। সেইমতো বয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তা দেখে আমাদের দেশের প্রতিভাবান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তার মতো কেউ মর্জিমতো পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিচ্ছেন। ভাবছেন প্রশংসা কুড়োবেন। কিন্তু কোথায় কী! বরং ট্রোল-বন্যায় ভাসছেন। এসব দেখে খুব খারাপ লাগে। কেউ নিজের মতো বাঁচতে চাইলে তাকে তা অবশ্যই দেওয়া উচিত। বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বাদ, এই 'নিয়ম' কোনওভাবেই আরোপ করা উচিত নয়।

সময়ের সঙ্গে।। 'বেলাশেষে' ছবির একটি দৃশ্য।

নিজের মর্জিমতো বাঁচা আসলে জীবনকে উপভোগ করা। সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলার অর্থ, নিজেকে একঘরে করে ফেলা। বলা ভালো যে একরকম 'একা' হয়ে যাওয়া। আসলে বয়স্করা তো একাই। ছেলেমেয়েদের কাছে বাড়ির বয়স্ক বাবা-মায়েরা আজ ব্রাত্য। তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। ফলে ঘরে ঘরে ডিপ্রেশন, ডিমেনশিয়ার প্রকোপ। স্ট্রেসের প্রাবল্যে সুগার, প্রেশারও ক্রমবর্ধমান। আমাদের চারপাশের সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের বদলাতে পারছি না। দিনকয়েক আগে দেখলাম ফেসবুকে এক অভাগা দম্পতির করুণ আর্তি। ছেলে কেরিয়ারের টানে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার কোথাও যাওয়ার নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সন্ধানে সবার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে অনেককে সাহায্যের হাত বাড়াতে দেখে ভালো লাগল।

আবার গোড়ার কথায় ফিরি। আমাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। শুধু নিজেদের বয়স্ক বাবা-মা'ই নন, আশপাশ, দূরের সমস্ত বয়স্কর ক্ষেত্রে আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়াটা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ যাঁরা কম বয়সি, তাঁরাও কিন্তু একদিন বয়সজালে বন্দি হবেন। তখন তাঁরাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমবয়সিদের কাছ থেকে একই রকম সহানুভূতি আশা করবেন। এভাবে চক্রটি চলতে থাকুক। বিদেশের সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আরও বেশি করে জীবনের আনন্দে ভেসে যান। আমাদের নীনা আরও বেশি করে তাঁর মনমতো পোশাক পরুন। তাঁদের নিয়ে সমালোচনা না করে আমরা বরং তাঁদের প্রশংসায় মেতে উঠি।

জীবন এভাবেই বয়ে চলুক। সবাই ভালো থাকুক।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৭

পাশাপাশি : ১। সাম্প্রতিক বা এখনকার ৩। মলিনতা, অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বস্তু ৫। ছড়ায় চাম চিকড়ির আগের কথা ৬। গানে যাকে হাঁড়ি চাল দিতে বলা হচ্ছে ৭। যে ঘেরা জায়গায় পানের চাষ হয় ৯। যেখানে আকাশ এসে মাটিতে মিশেছে ১২। শাসকের অধীনে ছোট শাসক ১৩। যার কিছুই নেই, নিঃস্ব বা দরিদ্র।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু, যা দিয়ে তৈরি দুর্গা আছেন ঝাড়গ্রামে ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। গাছের শুকনো ডাল ৫। মুসলিমদের পরব ৭। গায়ের জোর ৮। জনমানসশূন্য জায়গা ৯। দান করার ইচ্ছে ১০। গভীর অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ১১। যাদের চাঁদে হাত দেওয়া নিয়ে প্রবাদ আছে।

সমাধান ■ ৪২২৬

পাশাপাশি : ১। মলিদা ৪। মলম ৫। হাব ৭। মাকড়া ৮। মছলন্দ ৯। কুরুবক ১১। পরখ ১৩। টেমি ১৪। কিন্নর ১৫। চামর।

উপর-নীচ : ১। মহিমা ২। দামড়া ৩। দমদম ৬। বরিন্দ ৯। কুচুটে ১০। কটকিনা ১১। পরচা ১২। খচ্চর।

বিন্দুবিসর্গ

এসএসসিতে

১ সেপ্টেম্বর এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। অনুমোদন চেয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় চিঠি দিলেন তিনি।

মহিলা মিছিল

বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিল করল মহিলা পরিচালিত দুর্গোৎসব কমিটি। নেতৃত্ব দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রতিবাদ করা হয়।

নজরে দাম

দুর্গাপুজোর আগে গড়িয়াহাট, হাজরা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দিল রাজ্য সরকারের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। খাবারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখল তারা।

নির্দেশ নবান্নের

শ্রমশ্রী প্রকল্পের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে জেলা স্তরের আধিকারিকদের নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ নবান্নের। সকল পরিযায়ী শ্রমিক যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকে জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও সিওপিডির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট থেকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হল না। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্রমহল।

ছোট থেকে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয় করে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন তিনি। নয়ের দশকে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর ‘হীরকজয়ন্তী’ সিনেমা তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। ওই সময়ে জয় এবং অঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে চুমকি চৌধুরীর জুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পর্দার আড়ালেও দুজনে প্রেমের রসায়নে জড়িয়েছিলেন বলে গুঞ্জন। তবে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। পরিচালক সুখেন দাসেরও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। হীরকজয়ন্তী ছাড়াও মিলনতিথি, জীবনমরণ, চপার সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তৃণমূল কাউন্সিলার তথা অভিনেত্রী অনন্যা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্ত্রী। দু’জনের বিয়ের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন অনন্যা। তিনি বলেন, ‘এক পুজোয় বাবাকে হারিয়েছি, এবছর জয় চলে গেল। ১৫ অগাস্ট থেকে ও হাসপাতালে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসপাতালে গিয়েছি। কোনও মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষ, প্রথম প্রেম থেকে যায়। আজ আমি থাকব ওর সঙ্গে। বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে। আমার কাছ থেকে এই বিদায়টুকু বোধহয় ওর প্রাপ্য।’ তাঁর শেষযাত্রায় অবশ্য ছিলেন অনন্যা। একটা সময় অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন জয়। তবে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, সেবারও জিততে পারেননি। ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বিজেপি থেকে দূরে সরে যান। তারপর থেকেই একপ্রকার প্রচারের আড়ালে ছিলেন জয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শোক প্রকাশ করে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শতাব্দী রায় বলেন, ‘ও নিজের জীবনটাকে অগোছালো করে রেখেছিল। নেশায় ডুবে থাকত। নিজের ওপর অত্যাচার করেছে বলে আমার মনে হয়। ভুল পথে চালিত করেছে জীবনটাকে।’

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ

রাজ্যের কাছে তথ্য তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে’র ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, যেসব পুজো কমিটি খরচের হিসেব দেয়নি তাদের নিয়ে রাজ্যের অবস্থান কী? ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘যারা হিসেব দিচ্ছে না, প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।’

দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এদিন এই মামলাতেই বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, অনুদানের টাকা কোথায় কত খরচ করা হয়েছে, তা নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছিল। কারা এখনও সেই সার্টিফিকেট দেয়নি অথচ অনুদান পাচ্ছে। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- কারা হিসেব দিচ্ছে না হলফনামা দিয়ে জানান
- যারা হিসেব দিচ্ছে না তাদের অনুদান বন্ধ করা নিয়ে বিবেচনা করা হোক
- নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা জানাক রাজ্য
- পুজোর পর এই মামলার গুরুত্ব কোথায় আগেই বিবেচিত হোক

মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামীম আহমেদ বলেন, ‘জনগণের টাকা এভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০২০ সালে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। বহু পুজো কমিটি সেই হিসেব দেয়নি।’ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, টাকা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর পুজোর আগে এই ধরনের মামলা হয়। অনুদান দেওয়ার বিষয়ে আদালত আপত্তি করেনি। পুজোর ছুটির পর মামলাটির শুনানি হোক।

তবে আদালতের বক্তব্য, ‘পুজোর পরে এই মামলার আর গুরুত্ব কোথায়? নির্দেশ অমান্যকারী কমিটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে।’ রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে পুজো কমিটিগুলি হিসেব দিয়েছে কি না এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই বিষয়ে বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসকে একযোগে বিঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের কিছু আইনজীবী কোর্টে দৌড়চ্ছেন পুজোর আর্থিক ক্ষতি চাওয়ার জন্য। ওঁরা চায় না গরিব মানুষের হাতে টাকা যাক।’

চলতি কা নাম মেট্রো... বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো চালু হল সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

কংগ্রেসকেও জোটে চায় আইএসএফ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে একাই লড়েছিল আইএসএফ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই দূরত্ব সরিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চিঠি পৌঁছোল আইএসএফ-এর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, সময়ের দাবি মেনে দ্রুত জোট হোক। কংগ্রেসের সঙ্গেও দূরত্ব মেটাতে চাইছেন তাঁরা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করে আইএসএফ। নাম না করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি নৌশাদ। জোট ভাঙা নিয়ে সিপিএমকে দোষারোপ করেছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি জট কেটেছে। হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে বামেদের সমর্থনে প্রার্থী দিয়েছিল আইএসএফ। এখন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধী একটি জোট গড়ে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। আলিমুদ্দিনকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর জোট হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্ত মোর্চা। এবারও একই ধরনের একটি জোট করার কথা বলছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর আর্জিতে সাড়া পাওয়া যায়নি।

নৌশাদ বলেন, ‘আমরা চাই অ-বিজেপি এবং অ-তৃণমূলি একটি জোট গড়ে উঠুক। তাতে কংগ্রেস থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকেও সংযুক্ত করা হোক।’ সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে নানা মত উঠে এসেছে। শরিকরা একপ্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে চলায় নারাজ। এই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-এর সঙ্গে বামেদের রসায়ন কী হয়, সেটাই দেখার।

ট্রাফিক জ্যামে আটকে... সোমবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিচারের সিদ্ধান্তে চর্চায় চন্দ্রনাথ

জীবনকৃষ্ণের পরে আরেক আশঙ্কা নবান্নে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কি ইডির হাতে আটক হওয়ার আশঙ্কা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার? সোমবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলের অন্দরে এই আশঙ্কাই ঘোরাফেরা করেছে। কারামন্ত্রীর আগাম জামিন নিয়ে তৎপরতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নবান্নের খবর। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকা মন্ত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকদের সর্বশেষ রিপোর্টও তলব করা হয়েছে রাজ্যে শীর্ষ প্রশাসনিকমহল থেকে। রাজ্য সরকার বটেই, তৃণমূলেরও আশঙ্কা, বিধানসভা ভোট আসছে বলেই সিবিআই ও ইডি তৎপরতা বাড়াচ্ছে রাজ্যে।

ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই ধরনের পদক্ষেপ আটকাতে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের অন্দরেও চাপা তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছে। সিবিআই ও ইডির হাতে রাজ্যে শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে যেসব মামলা তদন্তাধীন আছে, সেগুলি আবার খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। নবান্নের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত তা গ্রহণ করেনি। অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি। তারপরই ইডির বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়। ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ফলে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রী আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন বলেই আশঙ্কা নবান্নের অন্দরে। সেই কারণেই তাঁর আত্মসমর্পণ ও আগাম জামিন পাওয়া নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সরকারি মহলে। মন্ত্রীর সচিবালয়ও এব্যাপারে নবান্নর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

বাড়ছে চিন্তা

- নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল
- রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত গ্রহণ করেনি
- অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি
- ইডি’র বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়
- ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে
- তার আগে আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন তিনি

এর আগে ইডি কারামন্ত্রীকে তলব করলেও তিনি এড়িয়ে যান। রাজভবনের অনুমোদনের পর কারামন্ত্রীকে ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য সমন জারি করেছে ইডি। নবান্ন প্রশাসনের আশঙ্কা, আগাম জামিন তার আগে না পেলে সম্ভবত ওইদিন বা তারপরে যে কোনও দিন ইডি’র হাতে আটক হতে পারেন কারামন্ত্রী। ইডি সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের নজরে কারামন্ত্রী। একাধিকবার তাঁর বোলপুরের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। সেইসময় কারামন্ত্রীর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। যার সঠিক হিসাব দিতে পারেননি মন্ত্রী। এছাড়া ইডির দাবি, কারামন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকার অস্বচ্ছ লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। ইডির অনুমান, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা মন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

ঘরে ঢুকে গুলি করে খুন তরুণীকে

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের ‘পরিণতি’ কৃষ্ণনগরে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রেমে প্রত্যাখ্যান। তারপরই প্রেমিকাকে গুলি করে খুন। সোমবার দুপুরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হল কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকা। আচমকা কলেজছাত্রী ওই তরুণীর বাড়িতে ঢুকে এদিন এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে প্রেমিক। মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের ওই ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে পরিচয় ছিল অভিযুক্ত দেবরাজ সিংয়ের। বছর ২৪-২৫-এর দেবরাজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পড়াশোনার জন্য কাঁচরাপাড়ায় দীর্ঘদিন ছিলেন ঈশিতা। সেখানেই পরিচয় হয় দু’জনের। পরিবার জানিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ঈশিতা। এরপর থেকেই দেবরাজ তাঁকে বারবার ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। জোর করে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাও করেছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার নিজের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে স্নান সেরে ঈশিতা যখন ঘরে ঢুকছিলেন, ঠিক তখনই একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করেন দেবরাজ। গুলির

শব্দে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। ঠিক সেইসময় ঈশিতার মা ছোট ভাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকছিলেন। মা দেবরাজকে আটকাতে গেলে তাঁকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। বছর ১৮-র ঈশিতার বাড়িতে সেইসময় তাঁর ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাবা দুলাল মল্লিক কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সেই সুযোগেই দেবরাজ বাড়িতে ঢোকেন বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার কে অমরনাথ জানিয়েছেন, ঈশিতার শরীরে দু’টি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণনগরের ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, সম্পর্কে অবনতি হওয়ার জেরেই প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল। দেবরাজের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ঈশিতার পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের। দেবরাজের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

পরিযায়ীর মৃত্যুতে সাহায্য

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মৃত্যু হল বাংলার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় দু’মাস আগে মহারাষ্ট্রে কর্মরত গোলাম মণ্ডলকে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় ওই রাজ্যের পুলিশ। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে সম্প্রতি অসুস্থ শরীরে গোলাম উপস্থিত হয়েছিলেন ‘দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ’-এর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রকাশ্যে এনেছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের হেনস্তার কথাও। তারপরও শেষরক্ষা হল না। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাড়িতে মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি অত্যাচারেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে হল গোলামকে। গণমঞ্চ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। গোলামের পুত্রসন্তানকে চাকরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

৪ দিনের পুলিশি হেনস্তার শিকার হওয়ার পর বাংলায় ফিরেই ৭-৮ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গোলাম। তারপর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসা চলছিল। এদিন হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন গোলামের কন্যাসন্তান মর্জিনা খাতুনের অভিযোগ, ‘৭ মাস আগে মা-কে হারিয়েছি। এবার বাবাকেও হারালাম। মহারাষ্ট্র পুলিশের অত্যাচারে বাবার আজ এই পরিণতি হল। যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের যেন এরকম পরিণতি না হয় সেটাই নিশ্চিত করুক সরকার।’ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, এই বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সাংসদ দোলা সেন ও সামিরুল ইসলাম। গণমঞ্চ জানিয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। গণমঞ্চের প্রতিনিধি সুমন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘বিজেপির দালালরা ক্যানিংয়ের সাবির মল্লিকের মতো হাবড়ার গরিব পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলকেও খুন করেছে।’

নতুন নির্বাচনি দপ্তরের খোঁজে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নজরদারিতে দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও বিশবাঁও জলে। কিন্তু তারই মধ্যে ’২৬-এর মহারণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি কাজ সামলানোর জন্য আলাদা নির্বাচনি দপ্তরের সন্ধান শুরু করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে মোদি কাপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নকআউট ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হওয়ার কথা।

প্রাথমিকভাবে রাজারহাট-নিউটাউনের মতো এলাকায় সেই বাড়ির খোঁজ চলছে। যাতে বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা রাতবিরেতে নেমে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। বিহার নির্বাচন চুকলেই বাংলার ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তারপরই নিয়ম করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলাকে নিশানা করবেন। সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই নির্বাচনি কার্যালয়ের সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের থাকার জায়গা ও ব্যক্তিগত দপ্তর। এদিন সল্টলেকে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, সেখানে বিজেপির এই নতুন নির্বাচনি কার্যালয়ের বেশকিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, দ্রুত তা চূড়ান্ত করে ওই কার্যালয়ের পরিকাঠামোগত কাজকর্ম শুরু করতে চায় বিজেপি।

বৈঠক সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফের রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্ভবত ২০ সেপ্টেম্বর রানাঘাটে সভা করবেন তিনি। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ভর করছে বিহার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর সূচির ওপর। এর দু’দিন পরেই কলকাতায় দুটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। এর মধ্যে একটি মধ্য কলকাতায় বিজেপি নেতা সজল ঘোষের লেবুতলা পার্কের পুজো। তবে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সমবায় দপ্তরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে পারেন। ওই সফরেই সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা তাঁর।

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র রুখতে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভুয়ো এসসি ও এসটির মতো জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে জমি দখল সহ চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বসা হচ্ছে? সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে এদিন অভিযোগ জানিয়েছেন। বলেছেন, এসটি না হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের একাধিক মানুষ ভুয়ো নথিপত্র বানিয়ে নিয়ে ওই তালিকায় নাম তুলে সমস্ত সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, এই বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে শীঘ্রই।

এছাড়াও এসসি ও এসটি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের বেশি করে পৌঁছোনোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিন জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ভুয়ো জনজাতি শংসাপত্র ইস্যু হওয়ার বিষয়টির ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দিলেন মমতা। একই সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। বনাঞ্চলের অধিকার থেকে যাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বঞ্চিত না হন বা তাঁদের জমি যেন বেহাত না হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মতো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের জনসংযোগে মনোনিবেশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এদিন।

শুধু প্রকল্পের প্রচার নয়, জনজাতি ও তপশিলি অংশের মানুষের সঙ্গে যাতে মন্ত্রীদের দূরত্ব তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এদিন এই বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এছাড়াও সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি স্কুলের প্রশ্নপত্রে অলচিকি হরফ না থাকায় যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, সরকারি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠবে?

সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

এদিনের বৈঠকে ‘সৌজন্য’-এর খাতিরে বিজেপির প্রতিনিধি সাংসদ খগেন মুর্মু ও প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা উপস্থিত হননি। অনুপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেনও। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুরুত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোকে যথেষ্ট ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল।

জমি দখল

কিশনগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : ঠাকুরগঞ্জ শহরে রানিসতী মন্দিরের পাশের বিতর্কিত দুই একর জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এই জমিটি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পদম জৈন ও রাজু হরিজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। জমিটি পদমের দখলে ছিল। মাস কয়েক আগে রাজু ওই জমির একাংশ দখল করে ঘর বানান বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কিশনগঞ্জ আদালতে মামলা বিচারাধীন। রবিবার বিকেলে শতাধিক আদিবাসী অস্ত্রশস্ত্র, তিরধনুক নিয়ে ও মাদল বাজিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাল ঝান্ডা পুঁতে জমিটি দখল করে সেখানে ঘর তৈরি শুরু করেন। ভূমিহীন হওয়ায় তাঁরা সেখানেই থাকবেন বলে জানিয়ে দেন। এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। সোমবারও এলাকায় উত্তেজনা ছিল। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (২) মঙ্গলেশ সিং বলেন, 'জমিটি কার তা জানতে তদন্ত চলছে।'

'পুজোবন্ধু'

প্রথম পাতার পর

তাও পুলিশ শেখাবে ভলান্টিয়ার বা পুজোবন্ধুদের। আগামী সাতদিনের মধ্যে এমন ১০ জনের তালিকা জমা দিতে উদ্যোক্তাদের বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। অন্য কাজের ক্ষেত্রে ১০ জনের বাইরে যে উদ্যোক্তারা ভলান্টিয়ার রাখতে পারবেন, তাও এদিন স্পষ্ট করে দেয় পুলিশ।

স্বাভাবিকভাবে পুলিশের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পুজো কমিটিগুলি। সুব্রত সংঘের সভাপতি ভাস্কর বিশ্বাস বলছেন, 'এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। জরুরি পরিস্থিতিতে ক্লাবের ছেলেরাই যদি প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে, তাহলে এর থেকে ভালো তো আর কিছু হয় না।' একই বক্তব্য স্বস্তিকা যুবক সংঘের সদস্য মনোজ ভার্মার। তাঁর কথায়, 'যে কোনও পুজোমণ্ডপের নিরিখেই মেট্রোপলিটান পুলিশের এ ধরনের উদ্যোগ ইতিবাচক।' দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের তরফে অমিত সরকারের প্রস্তাব, ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়া পুজোর ক্ষেত্রে পুজো গাইডে স্টার মার্ক দেওয়ার। তাহলে ওই পুজো সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি হবে বলে মনে করেন তিনি। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পুজো কমিটির তরফেও ওই এলাকায় নদীতে ফেলা ফুল, কাঠামো দ্রুত সরানোর জন্য ক্রেনের দাবি করা হয়। উলটোদিকে বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের তরফেও বিশেষ করে কার্নিভালের বিষয়টা মাথায় রেখে অংশগ্রহণকারী পুজো কমিটিগুলোকে রুটম্যাপ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, 'আমরা তাহলে কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী ক্লাব কোনও এলাকা দিয়ে যোগদান করতে যাওয়ার সময় আগে ও পরে একটি টিম দিয়ে রাখব। প্রথমে থাকা দল বিদ্যুৎ শাটডাউন করবে। পেছন থাকা দল আবার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ করে এগোতে থাকবে।' নিরাপত্তায় যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তারজন্য তাঁরাও সদা সতর্ক রয়েছেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিএসএফ ও এসএসবি-র প্রতিনিধিরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

উড়ে যায় বসন্ত, ফেরে ভালোবাসা

ক্রোয়েশিয়ার আকাশে কান পাতলে আজও শোনা যায় এক প্রেমের গল্প। গত ১৯ বছর ধরে, এক পরিযায়ী সারস পাখি প্রেমকে সার্থক করে চলেছে। প্রতি বসন্তে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৩,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ক্রোয়েশিয়ায় ফেরে ক্লেপেটান। তার প্রেমিকা, ডানাহীন মালেনার কাছে। মালেনার পাখা ভেঙেছিল। তাই সে উড়তে পারে না। ক্লেপেটান যখন থাকে না, তখন এক স্থানীয় ব্যক্তি মালেনার দেখাশোনা করে। তাদের এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সাক্ষী ৬৯টি ছানা! আর এই প্রেমের সাক্ষী সারা গ্রাম। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম দূরত্বের প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত।

সূর্যকে নামাতে আয়না

নরওয়ের কিছু শহরে শীতকালে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছায় না, কারণ পাহাড়ের কারণে সূর্যের আলো আটকে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়ের উপর বসানো হয়েছে বিশাল বিশাল আয়না। এই আয়নাগুলোকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে তারা সূর্যের গতিবিধি ট্র্যাক করে আর শহরের স্কোয়ার ও অন্যান্য জায়গায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। ফলে শীতের মাসগুলোতেও এখানকার বাসিন্দারা সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারেন। এই আলো শুধু রাস্তাঘাট আলোকিত করে না, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দেখায়, কীভাবে ভূগোলজনিত সীমাবদ্ধতাকে প্রযুক্তি দিয়ে দূর করা যায়।

স্পেনে গরম থেকে বাঁচতে 'শীতল রাস্তা'

স্পেনের কয়েকটি শহরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে নতুন এক পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এর নাম 'শীতল রাস্তা'। গাছের সারি, ছাউনি বা শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই হাঁটার রাস্তাগুলো, যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। এতে দুপুরেও হাঁটা আরামদায়ক হয়। আরও শীতল করার জন্য রাস্তার পাশে ছোট ছোট ফোয়ারা বসানো হয়েছে, যা ঠান্ডা জলের সূক্ষ্ম কুয়াশা তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষজন হাঁটাচলায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এই রাস্তাগুলো পার্ক, বাজার, আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে যুক্ত করে। এর ফলে মানুষজন গাড়ি না চালিয়ে হেঁটে যেতে উৎসাহিত হয়।

জিরাফের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট

কেনিয়ার জিরাফ ম্যানরে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এখানকার বাসিন্দাদের, রথসচাইল্ড জিরাফগুলো, রোজ সকালে নিজেদের ইচ্ছামতো ম্যানরের চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। যখন অতিথিরা নিজেদের ব্রেকফাস্ট উপভোগ করেন, এই শান্ত প্রাণীগুলো তাদের লম্বা গলা জানলা আর দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যদি কোনও খাবার পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাটি যেন বন্যপ্রাণী আর আতিথেয়তার মধ্যে থাকা দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। জিরাফগুলো এখানে মানুষের উপস্থিতিতে বেশ অভ্যস্ত। এরা নিজেদের লম্বা জিভ দিয়ে খুব আলতো করে অতিথিদের হাত থেকে খাবার খেয়ে নেয়। এখানে থাকাটা শুধু একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা নয়, এটি বিপন্ন প্রজাতির জিরাফ সংরক্ষণেও সাহায্য করে।

এনবিএসটিসি'র অভিনব উদ্যোগ কোচবিহারে

বাসেই মন্দির-মসজিদ-গির্জা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ অগাস্ট : একসঙ্গে মন্দির, মসজিদ, গির্জা। একবার ভ্রমণেই এবার জেলার তিন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘুরে আসতে পারবেন দর্শনার্থীরা। এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মাপুজোর পর কোচবিহার জেলায় এই যাত্রা চালু হতে চলেছে। এনবিএসটিসি এই ভ্রমণের পোশাকি নাম দিয়েছে সম্প্রীতি যাত্রা। এর মাধ্যমে যাত্রীদের জেলার বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, গির্জা ঘুরিয়ে দেখাবে এনবিএসটিসি। নিগমের ১৬ আসনের ছোট বাসে এই যাত্রা করানো হবে। এমন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই জেলার মানুষ অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। বিশেষ করে ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল তীব্র। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'জেলায় প্রচুর ভক্তপ্রাণ মানুষ রয়েছেন যাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরতে চান। কিন্তু সময় সুযোগ ঠিকমতো হয় না। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কীভাবে যাওয়া যায়, কীভাবে গাড়ি ভাড়া করা হবে, কত খরচ তা অজানা থাকলেও সমস্যা বাড়ে। তাই ইচ্ছা থাকলেও অধিকাংশের ঘোরা হয়ে ওঠে না। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রীতি যাত্রা চালু করা হচ্ছে।'

কোচবিহারে এই বাসেই হবে সম্প্রীতি যাত্রা। -সংবাদচিত্র

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের উদ্যোগে এনবিএসটিসির বাসেই এমন যাত্রা চালু করা হয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই খোদ এনবিএসটিসি নিজেদের পরিচালনায় কোচবিহারে এই সম্প্রীতি যাত্রা শুরু করল। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এই যাত্রা কোথা থেকে শুরু হবে, কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কী কী ঘোরানো হবে? জানা গেল, মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ির হুজুর সাহাবের মাজার থেকে যাত্রা শুরু হবে। তারপর কালীবাড়ি হয়ে গাড়ি জয়ী সেতুতে আসবে। সেখানে যাত্রীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মাথাভাঙ্গা মহকুমায় এসে মদনমোহন মন্দির, শীতলকুচি রোডের জোরপাটকিতে মাশানপাট মন্দির, হনুমান মন্দির ও কালী মন্দির ঘুরিয়ে দেখানো হবে। সেখান থেকে আবার আদাবাড়িঘাট সেতুতে নিয়ে গিয়ে কামতেশ্বরী মন্দির দেখানো হবে। দিনহাটা রোড হয়ে আলোকঝাড়ি মাশানপাটও তালিকায় থাকবে। একইসঙ্গে মহকুমার মহামায়া মন্দির দেখিয়ে দিনহাটার ওয়েলকাম গেট ও তাজমহল ঘুরে দেখতে পারবেন যাত্রীরা। তারপর কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দির, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, নতুন মসজিদ, বিমানবন্দর লাগোয়া গির্জা, বাণেশ্বর শিব মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখানো হবে। হলদিবাড়ি ও বাণেশ্বর দুই জায়গায় নিগমের দুটি বাস থাকবে। একটি গাড়ি হলদিবাড়ি থেকে ও অপরটি বাণেশ্বর থেকে ছাড়বে।

> জেলায় প্রচুর ভক্তপ্রাণ মানুষ রয়েছেন যাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরতে চান। কিন্তু সময় সুযোগ ঠিকমতো হয় না। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রীতি যাত্রা চালু করা হচ্ছে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়**
> চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

তবে যাত্রীদের যাতায়াতের ভাড়া একবারেই নিয়ে নেওয়া হবে। টিকিট পাওয়া যাবে হলদিবাড়ি ডিপো ও কোচবিহারে। তবে এই যাত্রা মাসে ক'দিন চলবে সেবিষয়ে নিগম এখনও কিছু জানায়নি। তবে ১০ জনের বেশি যাত্রী পেলেই গাড়ি চালানো হবে।

চাপে বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

সরকারি হুঁশিয়ারির পর অনেকে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু বাড়ি তৈরি করা যে সবচাইতে বড় ভুল, এমনই মনে করছেন হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দা দুর্গা ঝা। মহিলার কথায়, 'আফসোস হচ্ছে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছি। বাড়ি না বানালেই ভালো হত। এসজেডিএ'র তরফে বলা হয়েছিল, কমপ্লেক্সে রাস্তা, নিকাশি, আলো সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। নিজেরা টাকা দিয়ে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেছি।' দুর্গার কথায়, 'এসজেডিএ'র কাছে টাকা জমা দিয়ে জায়গা নিয়েছি। কিন্তু এসজেডিএ বলছে পরিষেবা পঞ্চায়েত দেবে। আর পঞ্চায়েত দায়ভার এসজেডিএ'র ওপর ঠেলে দিচ্ছে। এখন আমরা কোথায় যাব?'

এসজেডিএ'র হাউজিং কমপ্লেক্সটিতে ১৩০টি প্লট রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০টি প্লটে বাড়ি গড়ে উঠেছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরাও এলাকায় বাড়ি তৈরি করে রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী গজেন দেবনাথ হাউজিং কমপ্লেক্সে বাড়ি তৈরি করে পরিবার নিয়ে থাকছেন। তাঁর স্ত্রী শিখার কথায়, 'নরকযন্ত্রণার মধ্যে পড়েছি। সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব রয়েছে। বাইরে থেকে মানুষ এসে এখানে আবর্জনা ফেলে যায়। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সন্ধ্যার পর মশার উৎপাত। এখন মনে হচ্ছে বাড়ি তৈরি না করে জমি ফাঁকা ফেলে রাখলে ভালো হত।'

ক্রেতা সেজে

প্রথম পাতার পর

এরমধ্যেই প্রথমে দোকানে থাকা মাথায় টুপি পরা ব্যক্তি কাগজে মোড়া ওই চেনগুলো তুলে নিয়ে বিশেষ কায়দায় পিছনের পকেটে ঢুকিয়ে নেন। এরপরই ব্যাগ নিয়ে আসা দ্বিতীয়জন বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর সোনা দেখতে দেখতে প্রথমজনও দৌড় দেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই দুজন বাইকে এসেছিল। সোনার দোকান গলির মধ্যে থাকায় সামনের রাস্তায় বাইক রেখেছিল। ঘটনার পর ওরা বাইক নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে সমস্তটা বুঝে হরিপদ চিৎকার করতে করতে বাইরে আসেন। এদিকে, এই অপারেশনের পিছনেও বাইরের গ্যাং বলেই প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুধু পোশাকই নয়, ওই দুজন দামি বাইকও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। অপারেশন করার পর তাঁরা বাইকে বাগডোগরার দিকে রওনা দেন। হরিপদর হতাশা, 'ছয় বছর ধরে সোনার ব্যবসা করছি। এরকম অভিজ্ঞতা কোনওদিন হয়নি।'

খুব যত্ন করে...

ছানাকে খাওয়াচ্ছে মা বাবুই। গুরুগ্রামে। -পিটিআই

বড় বৌকে কুপিয়ে শ্রীঘরে ছোট বৌ

হেমতাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সতিন তুকতাক করে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। স্রেফ এই সন্দেহেই বড় বৌয়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ছোট বৌয়ের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত আনসারিপাড়া এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় জখম বধূ হাবিবা খাতুনকে প্রথমে ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। মেডিকেলে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি মেডিকেলের সার্জিক্যাল বিভাগে চিকিৎসাধীন।

স্বামী আবদুল রশিদ আনসারির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছোট বৌ আঞ্জুয়ারা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১১৮(২)/১০৯ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জ্বর ছড়িয়েছে সন্ন্যাসীকাটায়

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রমণের ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা সোমবার এই নির্দেশিকা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তিন অধ্যাপক চিকিৎসককে নিয়ে তৈরি এই প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার এলাকায় যাবে। প্রতিনিধিদলে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ অর্পিতা পাল দত্ত এবং মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ অমিতকুমার অধিকারী রয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা এবং জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৪০০ মানুষ জ্বর নিয়ে দেখাতে এসেছেন। সোমবার নতুন করে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে দুজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকে এলাকার হাতুড়েদের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন যাতে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করাতে না হয়।

আজ রাজগঞ্জে বিশেষজ্ঞ দল

সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুয়ারবাড়ির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কাশিম আলির অভিযোগ, 'চারদিন আগে রক্তের নমুনা দেওয়া হলেও এখনও হাতে রিপোর্ট পাইনি। এদিকে, আমার সাতদিন ধরে জ্বর চলছে। বাড়ির ছয়জন সদস্যের সবার জ্বর। এমতাবস্থায় ভেবে পাচ্ছি না কী করব। প্রতিবেশী এক আত্মীয় খাবার এনে দিচ্ছেন। তাই আমরা বাড়িতে খাচ্ছি। শুধু আমার বাড়িতে নয় আমাদের গ্রামে বেশিরভাগ বাড়িতে জ্বরের আক্রমণে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। রিপোর্ট হাতে না পাওয়ার জন্য বলা যাচ্ছে না এই জ্বর লেপ্টোস্পাইরোসিস না অন্য কিছু।'

উল্লেখ্য সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামে লেপ্টোস্পাইরোসিস ছড়িয়ে পড়লেও জ্বর ছড়িয়েছে প্রায় ৩০টি গ্রামে। গাডরা বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাগ্যধর রায় বলেন, 'সোমবার থেকে স্কুলে দ্বিতীয় সিমেস্টার শুরু হয়েছে। পরীক্ষার সময় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে আমাদের স্কুলে। কিন্তু এলাকায় জ্বরের কারণে সোমবার ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসেনি।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সোমবার কতজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, তা আমার কাছে নেই। রবিবারের রিপোর্টও আমি নিইনি। রোগ এখন অনেক কমে গিয়েছে। ৩০-৩৫ জনের রক্তের নমুনা পাঠিয়ে এক-দুজনের পজিটিভ আসছে।'

৩ জয়রাইড

প্রথম পাতার পর

শতবর্ষ পুরোনো হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিনে রাউন্ড ট্রিপের ব্যবস্থা থাকছে। প্রতি শনিবার দার্জিলিং থেকে রওনা হবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াংয়ে যাওয়ার পথে একাধিক পর্যটনস্থলে দাঁড়াবে সেটা। এরপর রাতটি 'ল্যান্ড অফ ওয়াইট অর্কিড'-এ নিজের পছন্দসই জায়গায় কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। থাকছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার হাতছানি। হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা মোমোর প্লেট সামনে রেখে কফি কাপ হাতে শহর শিলিগুড়িকে পাখির চোখে দেখার সুযোগ।

পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে ওই ট্রেন কার্সিয়াং থেকে পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছুটবে। এই জয়রাইডে ওয়ানওয়ে এবং রাউন্ড ট্রিপ, দু'ধরনের টিকিট পাওয়া যাবে। তৃতীয়টি 'কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল'। কার্সিয়াং থেকে মহানদী হয়ে ফের কার্সিয়াংয়ে ফিরবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটা ১৫ মিনিটে মহানদীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফিরে আসবে সকাল ১০টার মধ্যে। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ আরাম দেবে প্রাণকে। রোদ ঝলমলে আবহওয়ায় পাহাড় দেখে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

খরচ কত? সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ হবে, আশ্বাস ডিএইচআর কর্তাদের। 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল' জয়রাইডে সিঙ্গল ট্রিপের ভাড়া জিএসটি সহ রিজার্ভেশন ৫০০ টাকা। রাউন্ড ট্রিপে ৭৫০ টাকা। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং স্টিম স্পেশালের ভাড়া রাখা হয়েছে ১৫০০ টাকা। মাঝের স্টেশন অর্থাৎ, ঘুম পর্যন্ত ভাড়া ৭৫০, সোনাদা পর্যন্ত ১০০০ এবং টুং পর্যন্ত ১২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। টাকার অঙ্কগুলো রাউন্ড ট্রিপের জন্য। কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল ট্রেনে রিজার্ভেশনের খরচ পড়বে জিএসটি সহ সিঙ্গল ট্রিপে ৩৫০ আর রাউন্ড ট্রিপের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা।

এনজেপি থেকে দার্জিলিং অবধি টয়ট্রেনের ভাড়া কমানোর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে এখনই যে রেল এব্যাপারে কিছু ভাবছে না, তা ডিএইচআর কর্তার কথায় স্পষ্ট। সংস্থার ডিরেক্টরের কথায়, 'টিকিটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই ভাড়ায় টয়ট্রেনে চাপতে সমস্যা নেই। তাই কমানোর কোনও ভাবনা এখন নেই।'

দৌড় বিধায়কের

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও গ্রেপ্তার নিয়ে কিছু বলছি না। প্রধানমন্ত্রী জেনে গিয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপিকে দিয়ে কিছু হবে না। বিজেপির বকলমে যে সংগঠন আছে সিবিআই ও ইডি'র মতো, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জীবনকৃষ্ণকে ধরেছে ভালো, তবে শুধু কান টানলে হবে না, মাথাও টানতে হবে। পার্থ, মানিক, ভাইপো, কালীঘাটের কাকুদের বড় এজেন্ট ছিলেন জীবনকৃষ্ণ।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ইডি, সিবিআই-কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে দরকার নেই, সেখানে অতিসক্রিয়তা, যেখানে দরকার সেখানে নিষ্ক্রিয়তা।' অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় জীবনকৃষ্ণের বক্তব্যে অনেক অসংগতি পাওয়া যায়। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। মোবাইলের পাসওয়ার্ড ইডি-কে দিতে চাননি। বরং দাবি করেছেন, তিনি পালাননি। মোবাইলও ফেলেননি। দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে পকেট থেকে মোবাইল ছিটকে নর্দমায় পড়ে। শেষপর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতা এনে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার পর ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। আদালতে ইডি জানায়, জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী ও বাবার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা রয়েছে। চাকরির নাম করে ৪৬ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। বিধায়কের আইনজীবী অবশ্য জানান, তদন্তে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে জামিনের আবেদন জানানো হয়নি।

সোমবার কাকভোর থেকে ইডি'র ওই অভিযানে শুধু জীবনকৃষ্ণের বাড়ি নয়, তাঁর পিসি তথা সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলার মায়া সাহার বাড়ি, রঘুনাথগঞ্জে বিধায়কের শ্বশুরবাড়ি, পুরুলিয়ার নিমটাঁড়ে মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়ি ও রাজারহাট সহ একাধিক জায়গায় হানা দেন তদন্তকারীরা। বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ সাহার বিস্ফোরক বক্তব্য, 'ওদের ধরাই ভালো। প্রচুর সম্পত্তি করেছে মায়া সাহা। ছেলে আর বোনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে ওর পিসির আর্থিক লেনদেন ছিল।'

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি

প্রথম পাতার পর

তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না, দায়িত্ববোধ। কাজে ফাঁকি দিইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারেনি। পেশা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়া। কখনও কখনও নাম গোপন রাখতে হয়। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য।'

মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক। তাঁর কথায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল- স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনও অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগসুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন অনেকে। আমি ওপথে হাঁটিনি।

বিভুরঞ্জনের উপলব্ধি, আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধারদেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হত না! বর্ষীয়ান এই সাংবাদিকের আক্ষেপ, শেখ হাসিনার শাসনকালে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে তিনিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও ফল পাননি। অথচ অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। তিনি দু'বার আবেদন করেও সফল হননি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখে কতজন কপাল বদলালেও বিভুরঞ্জন তাঁর লেখা দুটি বইয়ের জন্য দু'টাকা রয়্যালটিও পাননি।

তবে হ্যাঁ, একবার তিনি শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওই সফরের হাতখরচের জন্য টাকা আমি পেলেও সেটা কোট-প্যান্ট, জুতো কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং আরও দেনা হয়। হাসিনা-পরবর্তীকালে অবস্থা কি বদলেছে? বিভুরঞ্জনের আক্ষেপ, সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেস বিভাগ মনখোলা নয়। মিডিয়ায় যাঁরা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সবাই আতঙ্কে থাকেন। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর! দীর্ঘদিন বহু পত্রিকায় দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার পর বিভুরঞ্জনের মন ভারী করে দেওয়া এই চিঠিতে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন, এখন কোনও কোনও পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করে ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না। এক সময় কত খ্যাতিমান লোক আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনও কোনও পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।

এই লেখার অনেকটা অগ্রজ এই সাংবাদিকের লেখা থেকে হুবহু তুলে দেওয়া। গত চার দশকের বেশি নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, এ যেন এপারের বৃত্তান্ত ওপারের বয়ানে লেখা। সাহসী সাংবাদিকতার দিন গিয়েছে। মাথা তুলে কাজ করার দিন অনেক কাল ইতিহাস হয়েছে। অভাব, অনটনের জীবন মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে চতুর্থ স্তম্ভের। শানিত কলম তুলে রেখে অনেকেই এখন জো হুজুর। বাঁচতে হবে তো!

বিভুরঞ্জনের পোস্টমর্টেমে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর ভিতরের রক্তক্ষরণ কোন ময়নাতদন্তে ধরা পড়বে?

শক্তিশালী রাডার বসছে মালদা ও জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গে বড়সড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে এবার দুই জেলায় বসানো হচ্ছে শক্তিশালী ওয়েদার ফোরকাস্ট রাডার। মালদা ও জলপাইগুড়িতে ১৫০ কিমি এবং ৩০০ কিমি দূরত্ব কভারেজের ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি রাডার বসাতে চলেছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর পরিদর্শনে এসে দেশের মৌসম বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর দেন। ডায়মন্ড হারবারেও একটি রাডার বসবে। অন্যদিকে, সিকিম এবং গুয়াহাটিতেও শক্তিশালী রাডার বসানো হচ্ছে। রাডারগুলি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেবে। এখন বজ্রপাতের পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। তাই রাডার বসানোর সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে লাইটেনিং ফোরকাস্ট যন্ত্র বসানো হবে। যা আগেই বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেবে।

পরিকাঠামো

প্রথম পাতার পর

এই গ্রামগুলিতে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস-এ এর সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি এমনও রোগী রয়েছেন যাঁর শরীরে একইসঙ্গে লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। সরকারি চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, রাজগঞ্জ একটা উদাহরণ মাত্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই রোগগুলিতে মানুষ নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে বর্ষায় এই তিনটি রোগের সঙ্গে ডেঙ্গি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে রোগীর উপসর্গ দেখে এই রোগগুলি সন্দেহ করছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিভিন্ন জেলায় দু'-একটি করে ডেঙ্গির নমুনা পরীক্ষা করে পজিটিভ রিপোর্ট এলেও সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে না, এমনকি উপরমহলের নির্দেশ মেনে সরকারি পোর্টালেও আপলোড করা হচ্ছে না।

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, কালাজ্বর থেকে শুরু করে স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ সহ অন্যান্য ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি জেলায় আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি রয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় ২০২০ সালের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই এই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবেই দুজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, দুজন টেকনলজিস্ট এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকার কথা। বিভিন্ন ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়মিত রাজ্য এবং কেন্দ্রের তরফে আর্থিক বরাদ্দও আসছে। এক-একটি রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিটও অনেক ক্ষেত্রেই মজুত থাকে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবেও কিট কিনে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কোনও রেসপিরেটরি প্যানেল টেস্টও হচ্ছে না। বরং ওই ল্যাবের কর্মীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগে মানুষ সংক্রামিত হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে তা ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকারের বক্তব্য, 'যত দ্রুত নমুনা পরীক্ষা হবে, তত দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকানো যাবে।'

ছোট্ট তারা

সোমবার ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফাউন্ডেশন আয়োজিত সর্বভারতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে আয়ুষ পাল। জগদীশ বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ।

সাধ্যের মধ্যে শখপূরণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জমি, বাড়ি ও গাড়ির হাতবদল নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েকবছর ধরে ই-কমার্স সংস্থার দৌলতে বাড়ির আসবাবপত্র থেকে ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট সহ বিভিন্ন পুরোনো সামগ্রী কেনাবেচা আরও সহজ হয়েছে। নতুন প্রজন্ম এই ক্ষেত্রেও নিজেদের মতো করে বদল আনছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

নামী সংস্থার জুতো, জামা, বেল্ট, ব্যাগ কিংবা ঘড়ি ফ্যাশন স্টেটমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন। বিপুল দামে কিনে ব্যবহারের পর আলমারির কোনায় ফেলে রাখতে মন চায় না তাই। অনেকের পক্ষে আবার সেটাই নতুন কেনা সম্ভব হয় না। একজনের চাহিদা মেটে আরেকজনের হাত ধরে। বাজেট ফ্রেন্ডলি উপায়ে হয় ইচ্ছেপূরণ।

কীভাবে? বছরদুয়েক আগে পুজোয় আট হাজার টাকা দিয়ে উডল্যান্ডের জুতো কিনেছিল সৌরভ। সঙ্গে ফাস্ট ট্র্যাকের একটি ব্রাউন বেল্টের অ্যানালগ ঘড়ি। এতদিন যত্নে রেখেছে দুটো জিনিসই। কিন্তু এবার পুজোয় সেটা আর পরতে চাইছে না সে। নতুন নতুন মডেল এসেছে বাজারে। সেদিকে নজর অনেকদিন ধরে। তাহলে ওই জুতো জোড়া আর ঘড়ির কী হবে? বন্ধুই দিল বুদ্ধি, 'তোর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট কর দুটোর ছবি দিয়ে। সঙ্গে লিখে দে, কবে কিনেছিস। দাম দিতেও পারিস সঙ্গে, আবার কেউ আগ্রহ দেখালে চ্যাটবক্সে জানাতে পারিস মূল্য।' সেইমতো সৌরভ পোস্ট করল। মেসেজ এল বেশ কয়েকটি। শহরেরই সৌগত প্রায় অর্ধেক দামে কিনে নিল সেসব। বাবা-মা, ভাইবোনকে জামা কিনে দিয়ে নিজের জন্য খুব একটা টাকা থাকে না হাতে। কিন্তু উডল্যান্ডের শখ বহুদিনের। অবশেষে পূরণ হল তা।

সোশ্যাল মিডিয়ার মারফত এমন বিকিকিনির নাম 'থ্রিফট শপিং'। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হোক বা যারা প্রচুর সংখ্যায় নামীদামি সংস্থার সামগ্রী ব্যবহার করে, তারা পেজ তৈরি করে এই ব্যবসা করছে। সাধারণত ছবির সঙ্গে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। অনেকে আবার ভিডিও শুট করে রিভিউ দিয়ে ক্রেতা টানছে। বড় শহরে এই 'থ্রিফট শপিং' ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশ। শিলিগুড়িতে এর চল শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। অনেকটাই ছাড়ে বিকোচ্ছে নাইকি, অ্যাডিডাসের জুতো। কম দামে মিলছে গুচি'র ব্যাগ, আরমানির টি-শার্ট ও জারা'র জ্যাকেট।

সমাজমাধ্যমে বিকোচ্ছে পুরোনো জুতো-জামা

আলাপ হল শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া অংশুমান দত্তর সঙ্গে। বাবার কাছে তিনি অনেকবার আবদার করেছেন, নাইকি'র স্পেশাল এডিশনের জুতো কিনে দিতে। প্রতিবারই উত্তর এসেছে 'না'। ৪০ হাজারের জুতো কেনা তো আর মুখের কথা নয়। একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করতে করতে তাঁর নজরে পড়ল, বারো হাজারে মিলছে সেই একই মডেলের জুতো। ব্যাস, পকেট মানি থেকে জমানো টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন তিনি। পরদিন সেটা পরে কলেজে পা রাখতেই বন্ধুদের চক্ষু ছানাবড়া। ক্রাশ দূর থেকে তাকিয়ে মিঠি মিঠি হাসছে। একঝলক দেখলে, কেউ ধরতেই পারবে না জুতোটি পুরোনো।

লাখের কাছাকাছি দাম হলেও থ্রিফট শপিংয়ে মাত্র ১৫ হাজারে একটি ব্যাগ কিনেছেন টিয়া চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'ব্র্যান্ড তো ব্র্যান্ড হয়, সে নতুন হোক বা পুরোনো। অনেকেই হাল মডেলের জিনিস কিনতে পছন্দ করেন, তাই পুরোনোটা বিক্রি করে দেন। তাঁদের থেকে আমি কিনি। এতে আমার শখ যেমন পূরণ হয়, তেমন টাকা কম খরচ হয়।'

এবার উলটোদিকের মানুষের কথা শোনা যাক। বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকার দরকার হয়েছিল প্রধাননগরের নরবু ছেত্রীর। একটি নামী কোম্পানির জুতো তিনি কিনেছিলেন ৩০ হাজার টাকা দিয়ে। সেটার ছবি তুলে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা মাত্রই মেসেজের হিড়িক। মাত্র তিনদিনের মধ্যে জুতোটি বিক্রি হল তেরো হাজার টাকায়। নরবু বলছিলেন, 'আমি তো ভাবতেই পারিনি, এভাবে বিক্রি করা যাবে। শুনেছিলাম বড় শহরে এমন হত। শিলিগুড়ির মানুষও যে নতুন ট্রেন্ডে শামিল হয়েছেন, এটা দেখে ভালো লাগছে।'

ট্রেন্ড বলছে, পুরোনো মানেই ফেলনা নয়। আরেকজন সেই পুরোনোকে নতুন প্রাপ্তির আনন্দে গ্রহণ করবে। বিক্রি করে আর কম দামে কিনে লক্ষ্মীলাভ হবে দু'পক্ষের।

পুজোয় তাল কাটবে কি যানজটে?

ইসলামপুরে চিন্তা বাড়াচ্ছে টোটো

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ অগাস্ট : পুজোর মুখে ইসলামপুরে যানজট সমস্যা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। যেভাবে যানজট সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। পরিস্থিতি যে জটিল, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাঁর যুক্তি, 'এসবের জন্য টোটোর বাড়বাড়ন্ত দায়ী।' তবে মহকুমা প্রশাসন থেকে শুরু করে ইসলামপুর জেলার ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা এই প্রশ্নে রীতিমতো মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সড়ক সম্প্রসারিত হলেও সাধারণ মানুষের যানজট সমস্যা কমেনি। পুর টার্মিনাসের মুখ, হাইস্কুল মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, চৌরঙ্গি মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, আশ্রমপাড়া মোড় সর্বত্রই যানজট চরম আকার নিচ্ছে। রাজ্য সড়কের পাশে থাকা ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে মাস কয়েক আগে ট্রাফিক পুলিশ ঘটা করে মাঠে নামলেও তা যে 'আই ওয়াশ' এমনটা সাধারণ মানুষ দাবি করছেন। রাজ্য সড়ক থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ঢোকার দুটি রাস্তা অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। শহরে বিপজ্জনকভাবে টোটোতে পণ্য পরিবহণ যেন আইনে পরিণত হয়েছে।

থানার উলটো পাশে হাসপাতালে ঢোকার মুখে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এরফলে হাসপাতালে আসা রোগী ও পরিবারের সদস্যদের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা পুলিশকে কয়েক দফায় জানিয়েছি। মূল রাস্তাদুটি রোগীদের স্বার্থেই যানজট মুক্ত থাকা প্রয়োজন।' ডিউটিতে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ার জানান, 'মানুষ নিজে সচেতন না হলে আমরা একা কতটা করতে পারি বলুন। বারবার সতর্ক করেও লাভ হয় না। আমাদের অফিসার পৌঁছালে কিছুক্ষণ ঠিক থাকে। আবার পরিস্থিতি আগের মতো আকার নেয়।'

যানজট সমস্যা নিয়ে আঙুল উঠেছে পুরসভার দিকেও। এই বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সমস্যা মোকাবিলায় আলোচনা করব।' ইতিমধ্যে শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে টোটোচালকের যুক্তি, 'টোটো চালিয়ে ৫ জনের সংসার চালাই। পুজোর নতুন কাপড় পরিবারকে এই টোটো চালিয়েই তো দেব। অথচ সকলের কাছে আমরাই যেন ভিলেন!'

পুরসভা যতই পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিক না কেন, সাধারণ মানুষের মতে, 'পুজোর ৫ দিন শহরে হইহই করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে আমরা জানি। কিন্তু বাকি ৩৬০ দিনের যন্ত্রণা ঘোচানোর দায় কার?' ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে এই মর্মে কোনও পদক্ষেপ করবেন কি না জানতে ফোন ও এসএমএস করা হলে তিনি উত্তর দেননি। ট্রাফিক ডিএসপি হরিপদ সরকার ফোনে উত্তর দেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ সিন করেও তিনি চুপ করে থেকেছেন। ইসলামপুর কলেজ পড়ুয়া রিংকি সরকার জানিয়েছেন, টার্মিনাস থেকে দুর্গানগর পৌঁছাতে কালঘাম ছুটে যায়। রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের পরেও এমন যানজটে ভুগতে হবে তা কল্পনার বাইরে ছিল। পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় হওয়া জরুরি।

শিলিগুড়ির একাধিক রাস্তায় বিধিনিষেধ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পুজোর দিনগুলোতে যানজট নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুজোর দিনগুলোতে যানজট নিয়ন্ত্রণে বাস, ট্রাকের পাশাপাশি চারচাকা ও দুই চাকার যানের যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে একাধিক রাস্তা বিধিনিষেধের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকতে চলেছে শহর শিলিগুড়িতে। পঞ্চমী থেকে সপ্তমী পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে বিকেল চারটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত। অষ্টমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে বিকেল চারটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত।

সোমবার পুলিশ-প্রশাসন ও পুজো কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে পুরো বিষয় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখাশোনার সঙ্গেই ডিসিপি (ট্রাফিক) ঘোষণা করেন, ওই দিনগুলিতে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, অসমগামী বাস নৌকাঘাট থেকে ছাড়া হবে। সিকিমের বাস ছাড়া হবে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে। বাগডোগরা, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কি রুটের বাসগুলিও ছাড়া হবে নৌকাঘাট থেকে। কলকাতা, বিহারগামী বাসগুলিও যাওয়া-আসার ক্ষেত্রেও পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস ও নৌকাঘাট থেকে চলাচল করবে।

ট্রাক যাতায়াতের ক্ষেত্রেও পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত একাধিক নিয়ম কার্যকর থাকছে। খালপাড়া, নয়াবাজার থেকে যে সমস্ত ট্রাক সিকিম, কালিম্পং ও মালবাজারের দিকে যায়, সেগুলো জলপাই মোড় থেকে নৌকাঘাট, আমবাড়ি ক্যানাল রোড, ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে সেবকে যাবে। দার্জিলিংগামী ট্রাকগুলো জলপাই মোড় হয়ে নৌকাঘাট, মেডিকেল মোড়, বিহার মোড়, পানিঘাটা মোড়, ত্রিহানা, দুধিয়া হয়ে দার্জিলিংয়ের দিকে যাবে। ঘোষপুকুর থেকে যে সমস্ত ট্রাক বাগডোগরার দিকে যাবে, সেগুলি খান্না হোটেলের সামনে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

পুজোর দিনগুলোতে শিলিগুড়ি শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে হাসমি চকে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধান রোডে চলাচলে বিধিনিষেধ থাকবে। বিধিনিষেধ থাকবে অমর গ্যারাজ থেকে সেবক মোড় যাওয়ার ক্ষেত্রেও। জলপাই মোড় থেকে বাবুপাড়া মোড় যাওয়ার ক্ষেত্রে স্টেশন ফিডার রোডেও বিধিনিষেধ থাকবে। এয়ারভিউ মোড় থেকে কোর্ট মোড় যাওয়ার ক্ষেত্রে হিলকার্ট রোড ও কাছারি রোডে, এয়ারভিউ মোড় থেকে সেবক রোড যাওয়ার ক্ষেত্রে চার্চ রোডে, এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড় যাওয়ার ক্ষেত্রে হিলকার্ট রোডে, ফ্লাইওভারের মাধ্যমে হাসমি চক থেকে বাবুপাড়া মোড় ও টিকিয়াপাড়া মোড় যাওয়ার ক্ষেত্রে, আলো চৌধুরী মোড় থেকে বাবুপাড়া মোড় (শ্রীমা সরণি), হাসপাতাল মোড় থেকে পাকুড়তলা মোড়ে (হরেন মুখার্জি রোড) বিধিনিষেধ জারি থাকবে।

পুলিশ-প্রশাসন ও পুজো কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত

এছাড়াও হাতি মোড় থেকে রথখোলা মোড়, টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে আনন্দমোহন বোস রোড ও শ্রীমা সরণি ক্রসিং, গোপাল মোড় থেকে এনটিএস মোড়ও বিধিনিষেধের আওতায় পড়বে। হরেন মুখার্জি রোড ও বিধান রোডের সমস্ত সংযোগকারী রাস্তাই বিধিনিষেধের আওতায় থাকবে। তবে যাত্রীদের এনজেপি স্টেশনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তারজন্য এনজেপিগামী ছোট গাড়িগুলো দার্জিলিং মোড়, মেডিকেল মোড়, শিবমন্দির, নৌকাঘাটের রুট ধরে যাতায়াত করতে পারবে। আর সিকিম ও ডুয়ার্স থেকে এনজেপি যাওয়ার জন্য যে সমস্ত ছোট গাড়ি নামবে, সেগুলো ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাতায়াত করবে।

যানজট নিয়ন্ত্রণে পুজো কমিটিগুলির কাছেও অনুরোধ করেছেন ডিসিপি (ট্রাফিক)। তিনি বলেন, 'রাস্তায় আপনারা চেয়ার বসাবেন না। রাস্তার ধারে দোকান বসাবেন না। যাতায়াতে সমস্যা হয়।'

মধ্য শান্তিনগরে রামেশ্বরম মন্দির

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : তামিলনাড়ুর বিখ্যাত রামেশ্বরম মন্দির এবার দেখা যাবে শিলিগুড়ি শহরে। এবছর গণেশপুজো উপলক্ষ্যে চমক দিতে মধ্য শান্তিনগর গণেশপুজো কমিটির আয়োজনে দেখা যাবে এই মন্দির।

পুজো কমিটির সম্পাদক যোগেন্দ্র প্রসাদ জানালেন, এবার তাদের বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। সোমবার সন্ধ্যায় কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। মঙ্গলবার পুজোর উদ্বোধন করবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিলিগুড়ি শাখার অতীশানন্দজি মহারাজ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে।

ফুটবল কাপ উদ্বোধন

ইসলামপুর, ২৫ অগাস্ট : ইসলামপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে শারদীয়া সংহতি ফুটবল কাপের সোমবার উদ্বোধন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শহরে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলে পা মেলান মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস, মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্য পুলিশ কর্তারা।

মিছিলটি থানা থেকে শুরু হয়ে পুলিশ লাইনে গিয়ে শেষ হয়। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৫২টি টিম খেলছে। ১৬টি টিমকে নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা এদিন থেকে শুরু হল। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

দু'পক্ষের সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : দুইপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় রবিবার রাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন রামনগর মজদুরবস্তিতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, নেশা ও জুয়ার আসর বসানোকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। দুইপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে সোমবার এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুইজে সাফল্য

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়নের তরফে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা একাধিক সাফল্য পেয়েছে। ইন্টার স্কুল কুইজ প্রতিযোগিতায় দেবর্ষি ঘটক প্রথম ও সৃজা ভৌমিক দ্বিতীয় হয়েছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিখা বিশ্বাস প্রথম ও ঋজু দাস তৃতীয় হয়েছে। বিজয়ীরা ডিসেম্বরে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

পাচারে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : কলা গাছের আড়ালে কাঠ পাচারের অভিযোগে এক তরুণকে ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা গ্রেপ্তার করলেন। সোমবার সকালে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আশিঘর পাওয়ার হাউজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে একটি পিকআপ ভ্যান সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। প্রণব আচার্য নামে ওই ব্যক্তি সুভাষপল্লি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের গাড়িতে থাকা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চোরাই শাল ও সেগুন কাঠ বন দপ্তর উদ্ধার করেছে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উজ্জ্বল সংঘের নির্মীয়মাণ প্যান্ডেল।

শিলিগুড়িতে পুজো পরিক্রমায় বের হলে 'মাস্ট ডেস্টিনেশন' শক্তিগড়ের উজ্জ্বল সংঘ। প্রতিবারই চমক থাকে। এবারের বাজেট ৩৫ লক্ষ টাকা। এই পুজোর আরেকটি আকর্ষণ মাঠে জমাটি আড্ডা। কী রয়েছে এবছরের ভাবনায়? লিখলেন সাগর বাগচী

শক্তিগড়ে হংকংয়ের ডিজনিল্যান্ড

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যানাহেইমে মিকি মাউসের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনি প্রথম গড়ে তুলেছিলেন 'ডিজনিল্যান্ড' নামক থিম পার্কটি। একদিন ওয়াল্ট তাঁর দুই মেয়ে ডায়নে এবং শ্যারনকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলসের গ্রিফথ পার্কে গিয়েছিলেন। সেদিনই প্রথম তাঁর মাথায় আসে ওই পার্ক তৈরির ভাবনা।

তিনি এমন এক জায়গার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, যেখানে বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও এসে আনন্দে মেতে উঠতে পারে। কার্টুন সিরিজ, অ্যানিমেশনেও ডিজনিল্যান্ড দেখা গিয়েছে বহুবার। গোটা বিশ্বে এমন বেশ কয়েকটি ডিজনি থিম পার্ক তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে একটি রয়েছে হংকংয়ে।

বহু মানুষের ছোটবেলার রঙিন স্মৃতিতে জড়িয়ে ডিজনিল্যান্ড। ক্লাবের তরফে পুজোর থিম ঘোষণার পর থেকে তা জানতে পেরে খুদেদের উৎসাহের শেষ নেই। রোজ একবার করে নির্মীয়মাণ মণ্ডপ দেখতে বাবা-মায়ের হাত ধরে সেখানে ঢুঁ মারছে কেউ কেউ। এটাই তো চাইছেন শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘের কর্মকর্তারা।

৭২ বছরে পা দিল তাঁদের শক্তি আরাধনা। এবারে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে হংকংয়ের ডিজনিল্যান্ডের আদলে। পুজোর থিমের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে প্রাঙ্গণের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তবে যতই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগুক আয়োজনে, প্রতিমায় কিন্তু বজায় থাকছে সাবেকিয়ানা। আলোর কেরামতিতে প্যান্ডেল রাতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে, দাবি উদ্যোক্তাদের। একইসঙ্গে তাঁরা আশ্বাস দিলেন, মণ্ডপ যতই বড় হোক, মাঠে আড্ডার জায়গা কম পড়বে না।

পুজোর ৫০ বছর থেকে বাজেট বেড়েছে এক ধাক্কায় অনেকটা। তারপর থেকে ২২ বছর ধরে শহরের বিগ বাজেটের তালিকায় প্রথম দিকে থাকছে উজ্জ্বল সংঘের নাম। এবার টাকার অঙ্ক ৩৫ লক্ষ। শক্তিগড় স্কুল মাঠে কাজ চলছে জুলাই মাস থেকে। দায়িত্বে পূর্ব বর্ধমানের কালনার একটি ডেকোরেটার। পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত রায় বলছিলেন, 'পুজো প্যান্ডেল ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর আলো ব্যবহার করা হবে। বাচ্চাদের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকছে ভেতরে।' এমন ভিন্ন স্বাদের ও চোখধাঁধানো কাজ নাকি শহরবাসী আগে দেখেননি, দাবি তাঁর। জানালেন, দেবী প্রতিমা প্রতি বছর যেমন হয়, এবারও তেমন হবে। তৃতীয়াতে উদ্বোধনের পর প্যান্ডেল খুলে দেওয়া হবে সাধারণের জন্য। সঞ্জিতের আশা, 'এবার আমাদের ক্লাবে রেকর্ড ভিড় হবে।'

এল এল পুজো এল

বাদ্যি বেজেছে

- প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে হংকংয়ের ডিজনিল্যান্ডের আদলে
- প্রতিমা হবে সাবেকি সাজের
- ব্যবহার হচ্ছে প্রচুর আলো, রাতেই ফুটবে প্যান্ডেলের আসল সৌন্দর্য
- মাঠে মেলা বসলেও আড্ডার জায়গা কম পড়বে না, আশ্বাস উদ্যোক্তাদের

শক্তিগড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি ও উজ্জ্বল সংঘ একই পাড়ার দুটো বড় পুজো। পাড়ার মানুষ যে প্রতিবারই আরও বড় আয়োজন আশা করেন, তা মেনে নিলেন উজ্জ্বল সংঘের কর্মকর্তারা। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ শেখর দত্তর কথায়, 'উৎসবের কয়েকদিন পাড়ার মানুষ মাঠে বসে আড্ডা দেন। বিনোদনের জন্য মেলা বসছে। তবে তারপরেও যথেষ্ট জায়গা থাকবে। এর জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকেন সবাই। নবীন-প্রবীণ সদস্যরা মিলে চেষ্টা করি, আমাদের পুজোকে সেরা করে তুলতে।'

এবারও সেই চেষ্টায় খামতি থাকছে না, দাবি শেখরের।

ডেকরেটারের তরফে কিশোর দেবনাথ জানালেন, বৃষ্টির কারণে মাঝেমধ্যে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। কিছুদিন পর থেকে রাতেও কাজ চলবে। বাঁশের কাজ আর কিছুটা বাকি। কাপড়ের পাশাপাশি ব্যবহার হচ্ছে ফোম। সেগুলো দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের নকশা। এর ওপর রঙের প্রলেপ পড়বে।

তাঁর আশা, 'পুরো কাজ শেষ হওয়ার পর বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে। পছন্দ হবে বড়দেরও।'

হংকংয়ের ডিজনিল্যান্ড।

জল-যন্ত্রণায় মনপরিবস্তি

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : এলাকার নাম মনপরিবস্তি। কিন্তু স্থানীয়দের অনেকেই ক্ষোভের সঙ্গে বস্তির আগে জুড়ে দিয়েছেন জলপাড়া। কারণ, তাঁদের জল পাড়িয়ে চলাচল করতে হয়। এর মূলে রয়েছে নির্মীয়মাণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একপাশের বড় নিকাশিনালার অর্ধসমাপ্ত কাজ। বালাসন সেতু থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত ফোর লেনের যে সড়ক হচ্ছে, তার দুই পাশে বড় নিকাশিনালা থাকার কথা। কিন্তু ওই কাজ শেষ না হওয়ায় এখন ভোগান্তির শিকার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনপরিবস্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জল ঢুকে যাচ্ছে বাড়িতে। সবমিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। দ্রুত নিকাশিনালার কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো মনে করেন, 'অর্ধসমাপ্ত হয়ে থাকা নিকাশিনালার কাজ শেষ হলে সমস্যা দূর হবে।'

গত সপ্তাহে বৃষ্টির জল অর্ধসমাপ্ত নিকাশিনালা দিয়ে বের হতে না পেরে ঢুকে পড়ে মনপরিবস্তি সহ সংলগ্ন এলাকায়। নালার থেকে কিছুটা দূরেই দোকান রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা অমর মাহাতোর। তাঁর বক্তব্য, 'কাজটা অর্ধসমাপ্ত থাকার কারণেই এলাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলাকায় যাতে কোনও জল না ঢোকে, তার জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থাও করা হয়নি। বর্ষা চলায় প্রায়দিনই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।' কোনওভাবে নালা থেকে বেরিয়ে আসা জলের মধ্যে দিয়েই ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এলাকার আর এক বাসিন্দা বিপ্লব দাস। তিনি বলেন, 'এই জল যে অস্বাস্থ্যকর, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। যেভাবে এই জল পাড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তাতে চর্মরোগ হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের সামনে বিকল্প কোনও পথ নেই।' যদিও এমন জল-যন্ত্রণা দূর হবে কবে, কেউ বুঝতে পারছেন না। স্থানীয় প্রদীপ রায় বলছিলেন, 'এখনও বর্ষার মরশুম শেষ হতে ঢের বাকি। এভাবেই যদি নালা থেকে বেরিয়ে আসা জমা জলের মধ্যে থাকতে হয়, তাহলে আমাদের জন্য বড় দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।'

রাগার নীতিবোধে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া প্রকাশের পর থেকে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে রাহুলকে পালটা নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদের নৈতিকতা নিয়ে।

১২ বছর আগে তৎকালীন ইউপিএ সরকার দোষী সাব্যস্ত জনপ্রতিনিধিদের বাঁচাতে একটি অধ্যাদেশ এনেছিল। যাতে অযোগ্য ঘোষিত সাংসদ, বিধায়কদের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসতে ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

পশুখাদ্য দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতেই মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই অধ্যাদেশটি এনেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধি 'ননসেন্স' বলে প্রকাশ্যে অধ্যাদেশটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যার জেরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিল মনমোহন সিং সরকার।

সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে আরজেডির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে রাহুল গান্ধির কংগ্রেস। এমন একটা সময়ে রাহুলের সেই অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অমিত শা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতে মনমোহন সিং সরকারের আনা ওই অধ্যাদেশ কেন রাহুল গান্ধি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? সেদিন যদি নীতিগত কারণে তিনি তা করেছিলেন, তাহলে সেই নীতি আজ কোথায় গেল? পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'নিজের দলের সরকারের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন রাহুল। অথচ তিনিই এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাহলে সেইদিন প্রতিবাদ করেছিলেন কেন? মনমোহন সিং তো চিরদিনের মতো ইতিহাসের কাছে দোষী হয়ে গেলেন।'

দিনকয়েক আগে সংসদের বাদল অধিবেশনে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে মোদি সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, যদি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেলের শাস্তি দেয় আদালত এবং কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য তিনি কারাবন্দি থাকেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩১ তম দিনে পদ হারাবেন। কেন্দ্রের এই খসড়া বিলের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। শা'র যুক্তি, শুধু বিরোধীরা নয়, শাসক শিবিরের ওপরও প্রস্তাবিত শর্তাবলি সমানভাবে কার্যকর হবে। দলমত নির্বিশেষে দোষী সাব্যস্ত এবং ৩০ দিন জেলে কাটানো সব প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে পদ খোয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে শা জানান, মোদি নিজেই প্রস্তাবিত আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী পদকে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'সংবিধানপ্রণেতারা কখনও কল্পনা করেননি যে ভবিষ্যতে নেতারা এত নির্লজ্জ হয়ে উঠবেন। জেলে গিয়েও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়বেন না।' জবাব দিতে দেরি করেননি কেজরিওয়ালও। সোমবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং তিনি যদি পরবর্তীকালে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে যাঁরা তাঁকে ফাঁসিয়েছেন তাঁদের কত দিনের জেল হবে?'

ধনকরকে নিয়ে গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি জগদীপ ধনকরকে। তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে গুঞ্জন চলছিল। সোমবার সেই জল্পনা খারিজ করে অমিত শা বলেন, 'জগদীপ ধনকর তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য-সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি সাংবিধানিক পদে ছিলেন এবং সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। এই বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা উচিত নয়।'

> পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।
>
> **অমিত শা**

দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয় : লখনউ নিজের সন্তানকে বরণ করল বীরের মর্যাদায়। সিটি মন্টেসরি স্কুলের প্রাক্তনী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শহরে পা রাখতেই পুষ্পবৃষ্টি করল স্কুল পড়ুয়ারা। শিশু পড়ুয়াদের অনেককেই দেখা গেল মহাকাশচারীর পোশাকে বেলুন ওড়াতে। শিশুদের কাছে পেয়ে শুভাংশু বললেন, '২০৪০-এ চাঁদে যেতে তোমরা তৈরি তো?' কান-ফাটানো চিৎকারে শিশুরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ...।'

জেপিসি নিয়ে চিড় 'ইন্ডিয়া' জোটে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে শাসক শিবিরকে বেগ দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। একাধিক বিতর্কে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। কিন্তু অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বিরোধী ঐক্যে ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট। যার কেন্দ্রে রয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন।

গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা লোকসভায় ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী সহ তিনটি বিতর্কিত বিল পেশ করেন। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধ বা দুর্নীতির অভিযোগে টানা ৩০ দিন আইনি হেপাজতে থাকেন সেক্ষেত্রে তাঁকে পদ খোয়াতে হবে। বিলটি উপস্থাপনের সময় বিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার ছবি দেখা গেলেও এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্রপট পালটে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং আম আদমি পার্টি (আপ) সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা জেপিসিতে কোনও সদস্য পাঠাবে না। তৃণমূলের বক্তব্য, জেপিসি আসলে 'ভাঁওতা', যে কমিটির মাধ্যমে সরকার কেবলমাত্র একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। সূত্রের খবর, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও একই পথে হাঁটতে পারে।

অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস। তাদের মতে, জেপিসিতে থেকে শক্তিশালী বিরোধিতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং সরকারপক্ষের অযৌক্তিক পদক্ষেপগুলি জনসমক্ষে আনার জন্য এই মঞ্চ কাজে লাগানো যেতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, বিতর্কিত এই বিলগুলি নিয়ে জনমত তৈরির জন্য জেপিসিতে অংশগ্রহণ করাই কৌশলগতভাবে লাভজনক। তাদের সঙ্গে একমত বাম দলগুলি। ডিএমকে, এনসিপি, আরজেডি এবং জেএমএম-কে এই ইস্যুতে পাশে পাওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেপিসি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব বিরোধী জোটের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'আমরা জানি যে জেপিসির নেতৃত্ব থাকবে এনডিএ-র হাতে, কিন্তু বিরোধী কণ্ঠকে একবারে অদৃশ্য করে দেওয়া উচিত নয়। সংসদে আলোচনা না করে বিল পাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই জেপিসিতে আমাদের অবস্থান জানানো জরুরি।'

রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, কংগ্রেস যদি জেপিসিতে একা যায় এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দলগুলি যেমন বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস সেখানে যুক্ত হয়, তাহলে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তখন সরকার পক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা জেপিসিতে এই নিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থান 'বিরোধী মত' হিসেবে গণ্য হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

মৃত ৮ পুণ্যার্থী

লখনউ, ২৫ অগাস্ট : তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাক্টরে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারলে দুই শিশু সহ আটজন প্রাণ হারিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৩। ট্র্যাক্টরে ৬১ জন ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর ও আলিগড় সীমানার আরনিয়া বাইপাসে। ট্রাকের চালক পলাতক।

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বস্তি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার আদালত জানিয়েছে, মোদির স্নাতক শংসাপত্র প্রকাশ করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য নয়। আর আদালতেরও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) নির্দেশও খারিজ করেছে উচ্চ আদালত।

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন অনুমতি দিয়েছিল ১৯৭৮ সালের বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব ছাত্রছাত্রীর নথি খতিয়ে দেখার। বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ওই বছর বিএ পাশ করেছিলেন। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রথম শুনানির দিনেই তা স্থগিত হয়ে যায়।

আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, তথ্য আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের চেয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তারা ছাত্রছাত্রীদের তথ্য 'ফিডিউশিয়ারি ক্যাপাসিটি' অর্থাৎ দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা করে। তাই 'কেবলমাত্র কৌতূহল' মেটানোর জন্য সেই তথ্য দেওয়া যায় না। তবে আদালত চাইলে তারা প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির নথি দেখাতে রাজি।

অন্যদিকে আরটিআই আবেদনকারী নীরজ শর্মার আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জনস্বার্থের বিষয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করত। তাই এই তথ্য গোপন করার কোনও যুক্তি নেই।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শচীন দত্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে সায় দিয়ে সিআইসি-র নির্দেশ বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। আজকের রায়ের পর সেই ডিগ্রি বিতর্ক আর চলে কি না, সেটাই দেখার।

মশকরার জন্য ক্ষমা চাইতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সমাজমাধ্যমে 'রসিকতা' আর 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ'—এই দুইয়ের সীমারেখা টেনে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কৌতুকশিল্পী সময় রায়না সহ পাঁচ জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসি জীবনের অংশ, কিন্তু যখন অন্যের দুর্বলতা নিয়ে আমরা হাসি-মশকরা করি, তখন সেটা আর নির্মল বিনোদন থাকে না। তখন সেটা হয়ে যায় আঘাত। ইনফ্লুয়েন্সারদের সতর্ক করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আপনারা বিনোদনের আড়ালে বাণিজ্য করছেন। এরকম একটা মঞ্চ থেকে গোটা সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এও জানিয়েছে, 'নিজেদের চ্যানেল বা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে আপাতত ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় দেওয়া হবে অভিযুক্তদের।'

অতিবৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে গঙ্গা নদী। সোমবার প্রয়াগরাজে।

পাকিস্তানকে বন্যার সতর্কতা দিল্লির

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি ২৫ অগাস্ট : ভারত দায়িত্বশীল। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেই অর্থে না থাকলেও মানবিকতা থেকে সরে আসেনি ভারত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের ইরাবতী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তানকে সতর্ক করল ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন। রবিবার সতর্কবার্তাটি দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়েছে, জম্মুতে মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে ইরাবতী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের অবস্থান নদীর নিম্ন অববাহিকায়। অচিরেই দেশটি প্লাবিত হতে পারে। জিও নিউজ এই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পড়শি দেশকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারতের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরেই পাকিস্তানজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা চলবে ৩০ অগাস্ট

পর্যন্ত। বহু নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

মে মাসে সিঁদুর অভিযানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ করল ভারত। পহলগাম কাণ্ডের পর ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্কে দাঁড়ি চলছে। স্থগিত সিন্ধু জলচুক্তি। কিন্তু তারপরেও ভারত মানবিকতা থেকে পিছু হটেনি।

হাসপাতালে হামলা হত ১৫

জেরুজালেম, ২৫ অগাস্ট : ফের বিমানহানা চালানো হল হাসপাতালে। সোমবার গাজার দক্ষিণে নাসের হাসপাতালে বিমানহানায় তিন সাংবাদিক সহ অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে রয়টার্সের চিত্র সাংবাদিক হাতেম খালেদ আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমটিতে চুক্তিতে কাজ করতেন। এর আগে অন্য এক হাসপাতাল চত্বরের গেটের কাছে ইজরায়েলি হানায় নিহত হন পাঁচ সাংবাদিক। তাঁরা ছিলেন আল জাজিরার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্যালেস্তাইনের গাজা শহর হাতের মুঠোয় আনতে কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নাসের হাসপাতালে বিমান আক্রমণ হানে আইডিএফ। তীব্র নিন্দা করেছে আন্তর্জাতিক মহল। নিরীহ মানুষকে হত্যা যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিযোগ তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : হাসপাতালে ঢোকার মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল জামিল আনসারির। ভাবছিলেন, শেষপর্যন্ত চিকিৎসা জুটবে তো! ফরিদাবাদের এই বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। কিন্তু সেই ভোগান্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে চিকিৎসা সংকট। কানাঘুষো তিনি শুনেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড থাকলেও সরকারি বা বেসরকারি—কোনও হাসপাতালেই চিকিৎসা মিলছে না।

সাত বছর আগে শুরু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বছরে প্রতি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা কভারেজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এপর্যন্ত ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এর আওতায়। কিন্তু গোটা দেশে সরকারের কাছে হাসপাতালগুলির বকেয়া বিলের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১.২১ লক্ষ কোটি টাকায়। ফলে মণিপুর, রাজস্থান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বেসরকারি হাসপাতাল রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া আর চাঁদে গিয়ে কফি খাওয়া তো একই ব্যাপার! সুতরাং জামিলের দুর্ভাবনার কারণটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সবচেয়ে করুণ দশা হরিয়ানায়। এখানে জাতীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 'চিরায়ু যোজনা', দুটোই থমকে গিয়েছে অর্থাভাবে। ৭ অগাস্ট থেকে ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে, বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হয়ে যাওয়ায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একদিকে বকেয়া তো বাড়ছেই। তার ওপর সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক চিকিৎসা-প্যাকেজের হার অনেক কম এবং কাটছাঁট হচ্ছে বিলের টাকাতেও। ফলে সরকারি প্রকল্পের হ্যাপা সামলাতে গিয়েও গণেশ ওলটানোর জোগাড় বেসরকারি পরিষেবার।

দিল্লির কাছে পানিপথে ২৪ অগাস্ট চিকিৎসকদের সংগঠন আইএমএ আন্দোলনে নেমে আয়ুষ্মান প্রকল্পের চুক্তিপত্র পুড়িয়ে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি টানাপোড়েনে রোগীরাই পড়েছেন সবচেয়ে বিপাকে। কারও ক্যানসারের কেমোথেরাপি শুরু হলেও অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে নগদ টাকায় চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। কারখানার শ্রমিক ধর্মবীরের কটাক্ষ মেশানো আক্ষেপ, 'সরকারি কার্ড আছে, কিন্তু কাজে লাগে না। তাই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' সরকারের দাবি, 'হাসপাতালগুলি বাড়তি বিল দিচ্ছে, তাই খতিয়ে দেখতে সময় লাগছে।' তবে ডাক্তাররা বলছেন, 'বাজেট না বাড়ালে আর স্বচ্ছতা না এলে প্রকল্প ভেঙে পড়বে।'

দেশজুড়ে চিকিৎসার চালচিত্রটা প্রায় একই। মণিপুরে ৮০ কোটি বকেয়া, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০০ কোটি, রাজস্থানে ২০০ কোটি টাকা আটকে আছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাবি করেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত সাধারণ মানুষকে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে!

বকেয়া লক্ষ কোটি টাকা

একনজরে

- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা
- শুধু হরিয়ানাতেই ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে। বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা
- হাসপাতালগুলির অভিযোগ, বিল মেটাতে দেরি ও অযৌক্তিক কাটছাঁট হচ্ছে। সরকারের পালটা অভিযোগ, হাসপাতালগুলি অতিরিক্ত বিল করছে
- ধারের ভারে ধুঁকছে মণিপুর, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর সহ প্রায় সব রাজ্যই

শুল্কের ধামাকা সামলাতে আজ বৈঠকে পিএমও

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে ২৫ শতাংশ হারে জরিমানা যোগ করেছে ট্রাম্প সরকার। এর জেরে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের পণ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। বুধবার থেকে শুল্কের নয়া হার কার্যকর হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও) এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। আমেরিকার চড়া শুল্কের মোকাবিলায় ভারতের কৌশল নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, পিএমও-র মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করবেন। তার আগে সরকারের তরফে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এবং রপ্তানিকারকদের সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। রপ্তানিকারীরা কেন্দ্রকে জরুরি ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প এবং ক্ষেত্র বিশেষে কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৬ অগাস্টের বৈঠকে সেইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রপ্তানি ক্ষেত্র এবং দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত রাখার চেষ্টা চলছে। এজন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর সরকারের তরফে বড় ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ নিয়ে আলোচনা

তবে আমেরিকার চাপে ভারত যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার নীতি থেকে সরে আসবে না, সে ব্যাপারে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। রবিবার মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার বলেন, 'অন্যায় এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। আমাদের লক্ষ্য হল ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভারতের জ্বালানি নীতি দেশবাসীর কথা ভেবে ঠিক হয়। কোনও বিদেশি চাপ এই নীতিতে বদল আনতে পারবে না।' যে দেশ ভারতকে কম দামে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে, তাদের কাছ থেকেই তা কেনার কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত।

এদিকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তাঁর বক্তব্য, 'রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রাকে কঠিন করে তুলতে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে। এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী আর্থিক নীতির প্রয়োগ।'

আমিষ নিষিদ্ধ রাজস্থানে

জয়পুর, ২৫ অগাস্ট : ২৮ অগাস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর, বছরে এই দুই দিন মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ হল রাজস্থানে। ২৮ অগাস্ট 'পর্যুষন উৎসব' এবং ৬ সেপ্টেম্বর 'অনন্ত চতুর্দশী' পালন করা হয় এই রাজ্যে।

সোমবার মাংস বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজস্থান সরকার। ওই দুই দিন কষাইখানা, মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে। এর আগে ডিম বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ধর্মীয় সংগঠনগুলির দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ১৫ এবং ২০ অগাস্ট মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বলে এর নিন্দা করেছিল বিরোধীরা।

সন্ত্রাসীদের ছাড়ব না : প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সিঁদুর অভিযানের তিন মাস পর ফের সন্ত্রাসীদের সাবধান করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, সন্ত্রাসীরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাঁর সরকার একজনকেও ছেড়ে দেবে না। পহলগামের ঘটনার পর ভারত জঙ্গিদের ওপর কীভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, বিশ্ব তা দেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু'দিনের সফরে সোমবার আহমেদাবাদে এসে পৌঁছোন। মোদি তাঁর ভাষণে ভগবান কৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধির কথা উল্লেখ করে জানান, তাঁদের দেখানো পথেই ভারত ক্ষমতাশালী হয়েছে।

মোদি বলেন, 'গুজরাটের এই ভূমি মোহনের। এই মোহনের একজন হলেন সুদর্শনচক্রধারী দ্বারকাধীশ মোহন। অন্যজন হলেন চরকাধারী মোহন। তিনি সবরমতীর পূজনীয় বাপু মহাত্মা গান্ধি। দু'জনের দেখানো পথ অনুসরণ করে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুদর্শনচক্রধারী মোহন আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি সুদর্শনচক্রকে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যা শত্রুকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। এখন ভারতের সিদ্ধান্ত দেখছে গোটা বিশ্ব।' পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার দু'সপ্তাহ পর ৭ মে ভারত সিঁদুর অভিযান করে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এদিন আহমেদাবাদে মোদির রোড শো-এ বিপুল জনসমাগম হয়।

গ্রেপ্তার নিকি'র শ্বশুর, ভাশুর

গ্রেটার নয়ডা, ২৫ অগাস্ট : স্বামী, শাশুড়ির পর এবার শ্বশুর এবং ভাশুর। গ্রেটার নয়ডায় বউকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। বৃহস্পতিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় গ্রেটার নয়ডার সিরসার বাসিন্দা নিকি ভাটির। ভয়াবহ ঘটনার ২টি ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিপিন ভাটি এবং শাশুড়ি দয়াবতী নিকিকে মারধর করছে। অপর ভিডিওতে নিকিকে জ্বলন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গিয়েছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার বিপিন ভাটিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় দয়াবতী। সোমবার নিকির শ্বশুর সত্যবীর এবং ভাশুর রোহিত ভাটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনেই গত কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাদের খোঁজে নয়ডার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিরসার টোল প্লাজা এলাকা থেকে রোহিতকে ধরা হয়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সিরসারই অন্য একটি জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয় সত্যবীর। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ২২ অগাস্ট স্থানীয় কাসনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল নিকির পরিবার। বধূহত্যার ঘটনায় সেখানে ধৃতদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। কিন্তু ওই রাত থেকেই বিপিন সহ ৪ অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়।

সোমবার বিপিন ও দয়াবতীকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২০১৬-তে বিপিন ও রোহিত দু'ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নিকি এবং তাঁর দিদি কাঞ্চনের। বিয়েতে স্করপিও, এনফিল্ড বাইক, কয়েক লক্ষ টাকা নগদ এবং বেশ কিছু গয়না দিয়েছিলেন নিকি, কাঞ্চনের বাবা ভিখারি সিং পায়লা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ভাটি পরিবার। দু-বোনের ওপর নিয়মিত অত্যাচার চলত। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বৃহস্পতিবার। নাবালক ছেলের সামনে পুড়িয়ে মারা হয় নিকিকে। সেই ঘটনার ভিডিও নিজের মোবাইল ফোনে তুলে রেখেছিলেন কাঞ্চন, যা পরে ভাইরাল হয়েছে।

নয়ডা বধূহত্যা মামলা

ঐক্য ও মানসিক শক্তির উপর জোর খালিদের

বাগান ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল।

মঙ্গলবার ভোররাতে তাজিকিস্তান উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। তার আগে এদিন কোচ হিসাবে প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হল খালিদ। টানা ১০ দিন শিবির করলেও তিনি হাতে মোহনবাগান ফুটবলারদের পাননি। তাছাড়া সেমিফাইনালিস্ট দুই দল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামশেদপুর এফসি এবং ফাইনালের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলারদেরও পেয়েছেন দেরিতে। কাফা নেশনস কাপের জন্য তাজিকিস্তানে উড়ে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে খালিদের মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে আসন্ন ম্যাচগুলিতেই আমাদের একমাত্র ফোকাস। এটা বলতে গেলে প্রথম ধাপ। খুবই অল্প সময় ছিল প্রস্তুতির জন্য। তবে কাজ শুরু হলে, সামনের দিকে তাকানোর অর্থাৎ পরবর্তী ধাপ নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।' মানোলো মার্কুয়েজ রোকা শেষ দুই ম্যাচে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বাদ দিলেও খালিদের দলে ফিরে এসেছেন এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। অবশ্য তাজিকিস্তানে তিনি পাচ্ছেন না বিশাল কেইথকে। ২৯ তারিখ প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশের মুখোমুখি হবে ভারত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'আমরা তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগনিস্তান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেক দলই শক্তিশালী এবং সম্প্রতি খুবই ভালো খেলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের খেলা এবং মানসিক শক্তির উপর জোর দিতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা এবং একজোট হয়ে খেলা। উন্নতি হচ্ছে তবে সময় লাগবে। সিনিয়ারদের সঙ্গে জুনিয়ারদের তৈরি করে একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই আমার মূল লক্ষ্য।'

কাফা নেশনস কাপে এই প্রথমবার খেলছে ভারত। তাজিকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলার পর ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ভারতের বাকি দুই ম্যাচ ইরান ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। গ্রুপের সেরা দল উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ফাইনাল খেলবে। সেখানে দ্বিতীয় দল খেলবে তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচ। যাওয়ার আগে খালিদের মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকার পাশাপাশি ফুটবলারদের পেশাদারিত্বের কথাও শোনা গিয়েছে এদিন। তাঁর বক্তব্য, 'ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। মাঠে ঢোকার পর তাদের মাথায় আর অন্য কিছু থাকে না। এটুকু বলতে পারি, প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছে। যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই একটা দল হিসাবে খেলব। এবং নতুনদের সুযোগ দেওয়া হবে তারকা হয়ে ওঠার জন্য।' মোহনবাগান ফুটবলারদের না পাওয়াকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি, 'ওরা আসেনি। কী করা যাবে? যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই আমি খুশি। আমার কাছে কোনও অজুহাত বা অভিযোগের জায়গা নেই।'

২৩ জনের স্কোয়াড

গোলকিপার : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দার সিং, ঋতিক তিওয়ারি

ডিফেন্ডার : রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, চিঙ্গলেসানা সিং, মিনথাংমাওয়ইয়া রালতে, মুহম্মদ উবেইস

মিডফিল্ডার : নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, বরিস সিং থাংজাম, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নাওরেম মহেশ সিং

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়ার), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও বিক্রমপ্রতাপ সিং

কাফা নেশনস কাপের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর খালিদ জামিল।

গম্ভীরের ভরসার মর্যাদারক্ষায় প্রস্তুত হর্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : তিনি নাকি গৌতম গম্ভীরের পছন্দের খেলোয়াড়।

ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বারবার ভারতীয় দলে ঢুকে পড়ার সেটাই নাকি মূল কারণ। হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে অতীতে বিতর্ক হয়েছে। এশিয়া কাপের দলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেস বোলারের নাম দেখে অবাক অনেকেই। পারফরমেন্স ছাপিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অগ্রাধিকার পেয়েছে- দল ঘোষণার পর থেকে সমালোচনার ঝড় হর্ষিতকে ঘিরে।

হর্ষিত যদিও বিতর্ক, সমালোচনা সরিয়ে হেডকোচ গম্ভীরের ভরসার মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেও দিচ্ছেন, এশীয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। মুখিয়ে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধতেও। হর্ষিত বলেছেন, 'ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।'

> ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।
>
> **হর্ষিত রানা**

জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পেস ব্রিগেডে হর্ষিত। প্রথম এগারোয় বুমরাহ-অর্শদীপ জুটি অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য বুমরাহকে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনায় সুযোগ থাকবে হর্ষিতের সামনে। সঙ্গে খোঁচা, গম্ভীরের হাত মাথায় রয়েছে, তাই ঠিক প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে যাবে।

হর্ষিতের চোখ যদিও বুমরাহর সঙ্গে এশিয়া কাপে জুটি বাঁধায়। বলছিলেন,

বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধার অপেক্ষায়

'জসসিভাইয়ের উপস্থিতি বাকিদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলে, বলে বোঝানো মুশকিল। ওর সঙ্গে খেলাটা সবসময় স্পেশাল। পরিস্থিতি সহজ করে দেয়। পাশে জসসিভাই থাকা মানে আমাদের চাপ কম।'

অবশ্য জাতীয় দলে খেলা বাকিদের মতো তাঁর কাছেও অনুপ্রেরণা। ফলাফল কী হবে না ভেবে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। ২টি টেস্ট, ৫টি ওডিআই খেললেও এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র টি২০ ম্যাচ খেলেছেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত জানুয়ারিতে যে ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে জয়ের অন্যতম কারিগর হয়ে ওঠেন।

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে হতাশ কোচও

টেস্টের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় অধৈর্য অর্শদীপ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ২০২২ সালে সাদা বলের ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক অভিষেক।

দ্রুত টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম বোলিং অস্ত্র হয়ে ওঠেন। ৬৩টি ম্যাচে ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও অর্শদীপ সিংয়ের (৯৯টি) দখলে। যদিও সাদা বলে ধারাবাহিক সাফল্যেও খোলেনি টেস্টের দরজা। অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ। নীতীশকুমার রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা চোখের সামনে দিয়ে টেস্ট খেলছে, অথচ তিনি ব্রাত্য।

গত ইংল্যান্ড সফরে ডাক পাওয়ার পর আশায় ছিলেন টেস্ট অভিষেক নিয়ে। কিন্তু পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজেও স্বপ্নপূরণ হয়নি। যা অর্শদীপের ছটফটানি আরও বাড়িয়েছে। এমনই দাবি অর্শদীপের রাজ্য দল পাঞ্জাবের বোলিং কোচ গগনদীপ সিংয়ের। বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে কথা হয়েছিল, তখন ও ইংল্যান্ডে। সুযোগ না পাওয়ায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ওকে শুধু বলি, তোমার সময়ও আসবে। অপেক্ষা করো। তবে আমার ধারণা, ইংল্যান্ডে অর্শদীপকে খেলানো উচিত ছিল। অর্শদীপ সুইং বোলার। লম্বাও। ইংলিশ কন্ডিশনের জন্য সব কিছু যথাযথ। জানি না, কেন টিম কম্বিনেশনে সুযোগ পেল না ও। হয়তো অর্শদীপের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই কোচ, অধিনায়কের।'

গগনদীপ সিংয়ের মতে, টেস্ট অভিষেক না হলেও বাকি দুই ফরম্যাটে গত কয়েক বছরে জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আরও ধারালো, নিখুঁত। বেশ কয়েক মাস অর্শদীপকে সামনে থেকে বোলিং করতে দেখেননি। তবে টিভিতে ম্যাচ দেখে যতটুকু বুঝেছেন, লাইন-লেংথ, ইয়র্কার, বাউন্সার নিয়ে পরিশ্রমের ঝলক অর্শদীপের বোলিংয়ে।

ভারতের হয়ে ৬৩টি টি২০ এবং ৯টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের ফজল হক ফারুকির সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেটশিকারি ছিলেন অর্শদীপ (১৭টি)। আন্তর্জাতিক অভিষেকের ঠিক আগের মরশুমেই ছাত্র হিসেবে অর্শদীপকে পেয়েছিলেন গগনদীপ। শুরুতে জোর দেন লাইন লেংথ, স্পট বোলিং এবং রিস্ট পজিশনে। খুব দ্রুত যার সুফল পেয়েছিলেন।

গগনদীপ বলেছেন, 'প্রথম যখন দেখি, তখন ও খুব বেশি স্লোয়ার ডেলিভারি করত। বলটাকেও যথাসম্ভব বাইরে রাখার প্রবণতা ছিল। কিন্তু লাল বলের ফরম্যাটে যে স্ট্র্যাটেজি কার্যকর নয়। শুরুতেই তাই জোর দিই লাইন লেংথে। কাজ করি ওর রিস্ট পজিশন নিয়ে। লক্ষ্য ছিল সিম পজিশন ঠিক করে সহজাত সুইং যত বেশি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে যার সাফল্য পেয়েছে অর্শদীপ।'

বিরাটদের 'কোচ' হতে আগ্রহী এবি

ডারবান, ২৫ অগাস্ট : ২০২৬ আইপিএলে কি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সকে? তা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতেই? সম্ভাবনা এদিন উসকে দিলেন তিনিই। ২০০৮ থেকে ২০১০, তিন বছর ডেয়ার ডেভিলসে কাটিয়েছেন। ২০১১ সালে আরসিবি-তে যোগ দেন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে ২০২১-এ যে গাঁটছড়ায় ইতি পড়ে। নতুন দায়িত্বে ফের আরসিবি-তে ফিরতে চান এবি।

এক সাক্ষাৎকারে এবি জানান, আগামী দিনে নতুন ভূমিকায় আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তবে পুরো মরশুমের জন্য পেশাদার কোনও দায়িত্ব নেওয়া

চোখ ২০২৬ আইপিএল

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর পুরোদস্তুর পেশাদার কেরিয়ারের পথে হাঁটতে চান না। সেক্ষেত্রে আইপিএলের মতো টি২০ লিগে ঠিকঠাক। আইপিএলে মানে এবির হৃদয়জুড়ে একটাই নাম আরসিবি। সম্ভব হলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে (কোচ বা মেন্টর) ফিরতে চান পুরোনো দলে। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে ফ্র্যাঞ্চাইজির ওপর। আরসিবি চাইলে তিনি প্রস্তুত, জানিয়ে দিলেন এবি। ১১ বছর আরসিবি-র জার্সিতে ১৫৭টি ম্যাচে ২টি শতরান ও ৩৭টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ৪,৫২২ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৩৩। ব্যাটিং গড় ৪১.১০। সবমিলিয়ে ১৮৪টি আইপিএল ম্যাচে সংগ্রহ ৫,১৬২ রান। ২০২২ সালে ক্রিস গেইলের সঙ্গে আরসিবি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পান এবি।

এমবাপে-ভিনিতে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ অগাস্ট : টানা দুই ম্যাচে জয়। জাভি অলন্সোর হাত ধরে লা লিগায় দাপট চলছে রিয়াল মাদ্রিদের।

প্রতিপক্ষ রিয়াল ওভিয়েদো দীর্ঘদিন পরে প্রোমোশন পেয়ে লা লিগায় এসেছে। দলের একমাত্র বড় মুখ বর্ষীয়ান স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোরলা। এমন একটা দলকে ৩-০ ফলে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। অপর গোলটি ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের মতো তারকাদের রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেই খেলতে নেমেছিল রিয়াল। আর্জেন্টাইন ফুটবলার ফ্রাঙ্কো মাস্তানটুওনোকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন রিয়াল কোচ অলন্সো। ৩৩ মিনিটেই এমবাপের গোলে লিড নেয় রিয়াল। ৮৩ মিনিটে ফের গোল করেন ফরাসি তারকা। সংযোজিত সময়ে রিয়ালের তৃতীয় গোলটি আসে ভিনির পা থেকে। ম্যাচের পর কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। আমি খুব খুশি। প্রথমার্ধে দারুণ ছন্দে ছিলাম আমরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ওভিয়েদো বেশ ভালো খেলেছে। ছন্দ ধরে রাখা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।'

আপাতত ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের তৃতীয় স্থানে উঠে এল রিয়াল।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপের।

১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতলেন সাইখোম মীরাবাই চানু।

প্রত্যাবর্তনে সোনা জয় মীরাবাইয়ের

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে চোটে ভুগছিলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটল। ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে নেমে আহমেদাবাদে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মীরাবাই ১৯৩ কেজি ওজন তোলেন। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা মালয়েশিয়ার আইরিন হেনরি ১৬১ কেজি ওজন তুলে তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মীরাবাই ছয়টির মধ্যে মাত্র তিনটিতে সফলভাবে লিফট করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ন্যাচে প্রথম প্রয়াসে তিনি ৮৪ কেজি তুলতে পারেননি। ডান হাঁটু নিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

আবেগঘন পোস্ট চেতেশ্বরের স্ত্রীর

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'

রাজকোট, ২৫ অগাস্ট : অবসরের পর একদিন পার।

প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরুর ভাবনায় চেতেশ্বর পূজারা। যদিও চাইলেই সহজে ভুলে থাকা মুশকিল। গত দুই দশকের অভ্যাস। দৈনন্দিন রুটিনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ক্রিকেট। প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন ক্রিকেটের পূজারা। বছরের পর বছর সাধনার ফল, শতাধিক টেস্টের কীর্তি। স্বামীকে নিয়ে আবেগঘন বার্তায় তারই ছোঁয়া চেতেশ্বর পূজারার স্ত্রী পূজার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টে পূজা লিখেছেন, 'তোমার প্রথম ভালোবাসা, আবেগ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছো। পুরো কেরিয়ারে যেভাবে মাথা উঁচু করে খেলছ, আমি গর্বিত। ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বুঝতাম না। তোমার চোখ দিয়ে দেখেছি, বুঝেছি। লম্বা সফরে তোমার থেকে প্রতিপদে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছি। ভীষণভাবে মিস করব তোমার হয়ে গলা ফাটানো, সিরিজের আগে তোমাকে নিয়ে উদ্বেগে কাটানো মুহূর্তগুলি। মিস করব তোমার সাফল্যকে ঘিরে উৎসব, ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার দিনগুলিকে।'

> দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। পূজারার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পাশাপাশি বরাবর পাশে থেকেছে গোটা পরিবার। বাবা অরবিন্দ পূজারার ধ্যানজ্ঞান ছিল ছেলেকে টেস্ট ক্রিকেটার বানানো। নিজের অ্যাকাডেমিতে 'পুজি'-কে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন। লড়াই, ধৈর্য ধরে ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার অভ্যাসের নেপথ্যে বাবার সেই শিক্ষা।

দেশের হয়ে খেলা শিখিয়েছিল দায়বদ্ধতা, যে কোনও পরিস্থিতিতে ময়দান না ছাড়ার মন্ত্র। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে পূজারার যে মানসিকতা ক্রিকেটপ্রেমীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। গোটা শরীরজুড়ে অজি পেসারদের বলের আঘাতের পরও ক্রিজ ছাড়েননি।

গোটা কেরিয়ারে চেতেশ্বর পূজারা যে মাথা উঁচু করে খেলেছেন, তাতে গর্বিত তাঁর স্ত্রী পূজা।

পূজারার কথায়, দেশের প্রতি দায়িত্বের সামনে সবসময় কম পড়ে যায় ব্যথা-যন্ত্রণা।

এক সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, 'দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না। নিজের দক্ষতা, সেরাটা দিতে হবে। তবে এক-দুটো আঘাত ঠিক আছে। কিন্তু বারবার যখন একই জায়গা লাগে, সহ্য করা সহজ নয়। যা কাটিয়ে উঠতে মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সবসময়। উনিই শক্তি জোগান।'

এদিকে, চেতেশ্বর পূজারার হঠাৎ অবসরে অনেকেই অবাক। কয়েকদিন আগেও রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কাউন্টি খেলার দরজাও খোলা রেখেছিলেন। সেখানে অবসর। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দলীপ ট্রফিতেও খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল দলে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে পদক্ষেপের পরই দেওয়াল-লিখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অবসরের সিদ্ধান্ত তারপরই।

মাঠ থেকে অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। চেয়েছিলেন আরও একটা সুযোগ। কিন্তু সময়ের 'দেওয়াল লিখন' পড়তে ভুল করেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা।

২০২৩ সালে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন। বড় রান পাননি। তারপর থেকেই পূজারা জাতীয় দলের বাইরে। শেষপর্যন্ত তিনি গতকাল ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে পূজারা বন্দনা চলছে। সঙ্গে ঘুরছে অমোঘ প্রশ্ন, পূজারার কি আরও আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল?

> পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

সোমবার রাতের দিকে সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের মতে, আরও আগে মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার। সৌরভের কথায়, 'পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।'

এদিকে, শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে থাকা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশ দীপ শনিবার কলকাতায় আসছেন। সেদিন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি।

সূর্যদের হারাব হুমকি হ্যারিসের

দুবাই, ২৫ অগাস্ট : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। যেখানে মূল আকর্ষণ ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান মহারণ।

কী হবে সেই ম্যাচে? ফের পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া? এশিয়া কাপের লক্ষ্যে আপাতত দুবাইয়ে শিবির চলছে পাকিস্তানের। সেখানেই আজ টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের জোরে বোলার হ্যারিস রউফ। এশিয়া কাপের আসরে ১৪ সেপ্টেম্বরের পরেও আরও একবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। যদি দুইবার দুই প্রতিবেশীর মহারণ দেখতে পায় ক্রিকেটমহল, তাহলে দুইবারই সূর্যদের হারিয়ে দেবে পাকিস্তান, এমন মন্তব্য করেছেন হ্যারিস। তাঁর কথায়, 'ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে দুইবার খেলা হবে। আর সেই দুইবারই ওদের হারিয়ে দেব।'

হ্যারিসের এমন হুমকি পাক সমর্থকদের আগামীর অক্সিজেন দিলেও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান একেবারেই পাকিস্তানের পক্ষে নেই। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ, ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ- সব প্রতিযোগিতার আসরেই পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। হ্যারিসের আগাম হুমকির পর এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

হার ভারতের

কুয়ালালামপুর, ২৫ অগাস্ট : ইরাকের কাছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে হারল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৩৬ মিনিটে দুলফিকার ইউনিসের গোলে এগিয়ে যায় ইরাক। তিন মিনিটের মধ্যে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সানান। ৭২ মিনিটে ইরাকের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মুস্তাফা নাওয়াফ। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার সাহিল হরিজন।

এশিয়া কাপেই হয়তো নয়া স্পনসর সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং বিল ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে আচমকা ডামাডোল তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সির মূল স্পনসর এমনই এক অনলাইন গেমিং কোম্পানি। কেন্দ্রের নয়া সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আর থাকতে পারবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়

দৌড়ে টয়োটা, ফিনটেক

প্রশ্ন উঠেছে, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের আসরেই কি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসর দেখা যাবে?

স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। কিন্তু তার মধ্যেই বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, তা চমকপ্রদ। টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হিসেবে টয়োটা, ফিনটেকের মতো কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। সর্বভারতীয় এক ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী টয়োটা কোম্পানি এগিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে আপাতত বোর্ডের কাছে প্রশ্ন, এশিয়া কাপের আগেই কি নয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে? রাত পর্যন্ত এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তবে সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

২০২৩ সাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর একটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি। সেই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই সরকারি নির্দেশে এই কোম্পানিকে সরতে হচ্ছে বলে তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ বোর্ডকে দিতে হবে না বলে খবর। পাশাপাশি নয়া স্পনসর হিসেবে আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বোর্ডের। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'আমাদের সরকারি নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। এর ফলে ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর নিশ্চিতভাবেই বদলাতে চলেছে। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের মতোই স্পনসর নিয়ে অচলাবস্থা কবে, কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে জল্পনায় ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **প্রিয় ধৃষিত (সুন্টি) :** তোমার ১০তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল। বড়দের আশীর্বাদ নিও। ইতি - **বাবা, মামমাম, দাদান, দাদাই, দোদোনমা, মামাই এবং মণিমা,** গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

অভিষেকেই জয় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের

ফোনম পেন, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়েই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। জয়সূচক গোলটি করেন উগান্ডান তারকা ফাজিলা ইকাওয়াপুট।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে লাল-হলুদ। ৭০ মিনিটে রেস্টি নানজিরির পাস থেকে গোল করে যান ফাজিলা। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে এই উগান্ডান তারকাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন পেন ক্রাউন গোলরক্ষক চে ফারিয়া। প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ৩১ অগাস্ট হংকংয়ের কিচি এফসি-র বিরুদ্ধে।

এই প্রতিযোগিতার ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জীবনদ্বীপ ফুটবল অ্যাকাডেমির দীপিকা ওরাওঁ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস শর্বরী, চিকিথার

উইনিপেগ (কানাডা), ২৫ অগাস্ট : মেয়েদের বিশ্ব যুব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন নজির ভারতের। কানাডার উইনিপেগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন চিকিথা তানিপার্থি ও শর্বরী শেনরে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে কম্পাউন্ডে সোনা জেতেন ২০ বছরের চিকিথা। ফাইনালে তিনি ১৪২-১৩৬ পয়েন্টে কোরিয়া রিপাবলিকের পার্ক ইয়েরিনকে। অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে চিকিথাই প্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন। সেমিফাইনালে চিকিথা ১৪২-১৩৩ পয়েন্টে স্পেনের পাওলা দিয়াজ মোরিল্লাসের বিরুদ্ধে জয় পান।

একই টুর্নামেন্টে রিকার্ভের সিঙ্গলসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৬ বছরের শর্বরী। তিনি ফাইনালে শুটঅফে ১০-৯ পয়েন্টে তৃতীয় বাছাই কোরিয়ার কিম ইয়োনকে হারিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ফাইনাল ৫-৫ পয়েন্টে শেষ হয়। দীপিকা কুমারী ও কমলিকা বারির পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে বিশ্বসেরা হলেন শর্বরী। এর আগে তিনি রিকার্ভের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। (ইনসেটে) প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে হেরে র‍্যাকেট ভাঙলেন রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ।

স্ট্রেট সেটে জিতে শুরু সাবালেঙ্কা-নোভাকদের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়ে ইউএস ওপেন শুরু করলেন গতবারের মেয়েদের সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ও ফাইনালিস্ট জেসিকা পেগুলা। গতবার পুরুষদের সিঙ্গলসের রানার্স টেলর ফ্রিৎজও জিতেছেন। নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়েছেন নোভাক জকোভিচও।

তারকাদের প্রত্যাশিত জয়ের মধ্যে অবাক করলেন রাশিয়ান ড্যানিল মেদভেদেভ। ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডনের ধারা বজায় রেখে তিনি ইউএস ওপেন থেকেও বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ডেই। তিনি ৩-৬, ৫-৭, ৭-৬ (৭/৫), ৬-০, ৪-৬ গেমে হারেন ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে। একই প্রতিপক্ষের কাছে উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডেও হার হজম করতে হয়েছিল

আবার প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন মেদভেদেভ

মেদভেদেভকে। মেজাজ হারিয়ে ম্যাচের মাঝেই চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। হারের পর কোর্টে বসেই নিজের চেয়ারে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেন র‍্যাকেট। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'যথেষ্ট জরিমানা হয়েছে আমার। এখানে মুখ খুলে সেটা আর বাড়াতে চাই না। তবে অন্যদের চেয়ে বেশি জরিমানা দিতে হয় আমায়।'

জকোভিচ ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়েছেন লিয়ারেন তিয়েনকে। ফ্রিৎজ ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে জয় পেয়েছেন ইমিলিও নাভার বিপক্ষে।

সাবালেঙ্কা ৭-৬, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন রেবেকা মাসারোভাকে। পেগুলা স্ট্রেট সেটে ৬-০, ৬-৪ গেমে জয় পেয়েছেন মায়ার শেরিফের বিরুদ্ধে।

এশিয়ান রেকর্ড গড়ে সোনা জয় আদ্রিয়ানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : দিন দুয়েক আগেও অতিরিক্ত গরমের কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়েছে।

কিন্তু পরিবেশের সমস্যা ও শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয় অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের পুত্র আদ্রিয়ানের। শুধু সোনা জয় বললে ভুল হবে, নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়েই সোনা জিতেছেন এই বাঙালি প্রতিভাবান শুটার।

রবিবার কাজাখস্তানে জুনিয়ার পর্যায়ে ৫০ মিটার থ্রি পজিশনে দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিভাগে তিনি ৪৬৮.৩ স্কোর করেছেন, যা নতুন এশিয়ান রেকর্ড। উচ্ছ্বসিত আদ্রিয়ান কাজাখস্তান থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'এশিয়ান রেকর্ড গড়তে পেরে আনন্দিত। এটা আমার জীবনের সেরা ফাইনাল। বাছাই পর্বের দুইদিন আগে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যদিও এখানে এই সমস্যার মুখোমুখি

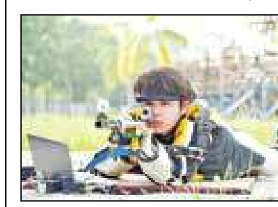

তাসখন্দে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছেন আদ্রিয়ান কর্মকার।

সবাইকে হতে হয়েছে। বাছাই পর্ব আউটডোরে হয়েছিল। প্রবল হাওয়ার কারণে ভালো ফল হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'বাছাই পর্বের পর বাবা আমাকে বলেছিল, ফাইনাল ইন্ডোরে হবে। ওখানে হাওয়ার সমস্যা থাকবে না। শুধু যেন বেসিক জিনিসগুলোর ওপরে ফোকাস করি।' আপাতত ২৮ অগাস্ট পরবর্তী ইভেন্টে নামবেন আদ্রিয়ান। সেদিকেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি।

এদিকে, সোমবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে চতুর্থ হয়েছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের। আরেক ভারতীয় শুটার এষা সিং ১৮ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

যুবির আগে কেন মাহি, রহস্য ফাঁস

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : 'আপনি সত্যিই কি মাস্টার ব্লাস্টার? নাকি অন্য কেউ? ভেরিফিকেশনের জন্য আপনার ভয়েস নোট পাঠান দয়া করে।' ভক্তের জিজ্ঞাসা। জবাবে

ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকারের মজাদার উত্তর, 'এবার কি আধার কার্ডও পাঠিয়ে দেব?'

সমাজমাধ্যমে 'আস্ক মি এনিথিং' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে শচীন মুখোমুখি হয়েছিলেন ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের। আর প্রশ্নোত্তরের মাঝেই মাস্টার ব্লাস্টারের 'পরিচয়' নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এক ভক্ত। ভয়েস নোটও পাঠাতে বলেন। যা নিয়ে শচীনের মজাদার উত্তর রীতিমতো ভাইরাল।

ভক্তদের সঙ্গে শচীনের অভিনব যোগসূত্রের সুবাদে উঠে আসে ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত-বর্তমানের নানা বিষয়। একজন প্রশ্ন করেন, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে যুবরাজ সিংয়ের আগে কেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নামানো হয়েছিল? শচীন জানান, দুইটি কারণে এই পদক্ষেপ। এক, ডান-বাঁ ব্যাটিং

এবার কি আধার কার্ড পাঠাব! ভক্তকে শচীন

কম্বিনেশন। দ্বিতীয় কারণ মুরলীধরন। মুরলী চেন্নাই সুপার কিংসে তিন বছর (২০০৮-২০১০) খেলেছে ধোনির নেতৃত্বে। ফলে নেটে মুরলীকে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল ধোনির।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পর ব্যাটন কাদের হাতে? প্রশ্নের জবাবে শুভমান ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখলেন শচীন। বলেছেন, 'আমাদের অবসরের পর বিরাট, রোহিত দায়িত্ব সামলেছে। দেশকে বারবার গর্বিত করেছে। বর্তমানে ভারতীয় দল নিরাপদ হাতে। গত ইংল্যান্ড সফরে ওরা দারুণ খেলেছে। বিরাট-রোহিতের পরম্পরা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৌড়েও অনেকে আছে।'

মর্মান্তিক মৃত্যু উঠতি ক্রিকেটারের

পুঞ্চ, ২৫ অগাস্ট : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উঠতি ক্রিকেটার ফরিদ হুসেন। ঘটনাটি ঘটে ২০ অগাস্ট। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পুঞ্চ জেলার ফরিদ নিজের স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারেন। আসলে গাড়ির দরজা হঠাৎই খুলে যাওয়ায় ফরিদ নিজের গাড়ির গতি কমাতে পারেননি, দিক পরিবর্তনেরও সময় পাননি। গাড়ির দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মাটিতে পড়ে যান ফরিদ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অনুপস্থিত জেমি

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার থেকে ফের অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শারীরিক অসুস্থতায় এদিন অনুশীলনে ছিলেন না অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেন। চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন শুভাশিস বসু ও কিয়ান নাসিরি। দ্রুত চোট সারিয়ে মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা অনুশীলনে যোগ দেবেন। নতুন যোগ দেওয়া মেহতাব সিংয়ের ফিটনেসের দিকে বাড়তি নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।

পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার বিনোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রায় দুই সপ্তাহ পর কলকাতা লিগে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ।

লিগের শেষ ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। এই মুহূর্তে লিগ তালিকায় ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে এখনই সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছে না তারা। কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'একটা লম্বা বিরতির পর খেলতে নামছে। তবে ছেলেরা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল। সুপার সিক্স নিয়ে কোনও চিন্তা করছি না। আপাতত শেষ দুইটি ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য আমাদের।'

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগ টেবিলে দশম স্থানে থাকলেও তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বিনো। সায়ন্তন দাস রায়ের দলের বিরুদ্ধে পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার হতে চলেছে তাঁদের। সোমবার অনুশীলনে পাসিং ফুটবলেই বেশি জোর দিতে দেখা গেল

সামনে আজ জর্জ টেলিগ্রাফ

ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ বিনোর স্পষ্ট নির্দেশ, ম্যাচে ভুল পাস করা যাবে না।

এই ম্যাচেও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, সৌভিক চক্রবর্তী, পিভি বিষ্ণুর মতো সিনিয়াররাই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। চোটের জন্য এই ম্যাচে জেসিন টিকে, নসিব রহমানকে পাবে না লাল-হলুদ শিবির। তবে আশার কথা, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন মনোতোষ মাঝি।

কলকাতায় এলেন ব্রাইট-সানডে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার বিকালে কলকাতায় পা রাখলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বাকি দুই বিদেশি তারকা ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফলোবি। এই দুই নাইজিরিয়ানের সঙ্গে অনেকদিন আগে চুক্তি হলেও ভিসা সমস্যায় ভারতে আসতে পারেননি তাঁরা। কলকাতায় ফিরতে পেরে উচ্ছ্বসিত ব্রাইট। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে ছিল। ডায়মন্ড হারবার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। দলকে আই লিগ জেতানোই লক্ষ্য।' এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

এআইএফএফ-এফএসডিএলের আলোচনা ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সুখবর ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সোমবারের যৌথ সভা অনেকটাই ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে এল।

গত সোমবার অ্যামিকাস কিউরির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই দুই পক্ষকে একসঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনায় বসে সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যাতে দেশের সর্বোচ্চ লিগ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়। ২৮ অগাস্ট আলোচনার ফল জানানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। আদালতের এই নির্দেশ মেনে এদিন বেঙ্গালুরুতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহমহাসচিব এম সত্যনারায়ণন ও সহ সভাপতি এনএ হ্যারিস ও এফএসডিএলের শীর্ষ কর্তারা আলোচনায় বসেন। পরে ফেডারেশনের তরফে একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, 'মহামান্য আদালতের নির্দেশমতো এআইএফএফ এবং এফএসডিএল ২০২৪-'২৫ ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য সোমবার আলোচনায় বসে। দুই পক্ষই ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনার মনোভাব দেখায় এবং ভারতবর্ষের ফুটবলের অগ্রগতির জন্য ঐকমত্যে পৌঁছানোর সদিচ্ছা পোষণ করে। ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে যৌথ প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।' কল্যাণ চৌবেকে ফোনে ধরা হলে আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর, আপাতত আইএসএল শুরু করার বিষয়ে দুই পক্ষই একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান এমআরএ, যা ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা মরশুমের শেষপর্যন্ত নবীকরণ করা হবে। পাশাপাশি চলবে নতুন এমআরএ-র কাজও। যাতে ফুটবল থমকে না যায় সেই ব্যাপারে দুই পক্ষের আপাতত এই ঐকমত্যে পৌঁছানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার আগে বুধবার ফের একবার আলোচনায় বসতে পারে দুই পক্ষ।

এদিকে, আই লিগের ক্লাবগুলিও এবার আইএসএলে ওঠানামা চেয়ে চিঠি দিল অ্যামিকাস কিউরিকে। আই লিগের ১০ ক্লাব চিঠি দিয়ে আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট যেন এফএসডিএলকে নির্দেশ দেয় আইএসএলে প্রমোশন-রেলিগেশন শুরু করার। যদিও ইতিমধ্যেই প্রমোশন চালু হয়ে গিয়েছে আইএসএলে। যা খবর তাতে অন্তত ১৬ দল না হওয়া পর্যন্ত অবনমনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে আই লিগ ক্লাবগুলির অ্যামিকাস কিউরিকে এই চিঠি দেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'
-খবর এগারোর পাতায়

লাভের মুখ দেখল আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আইএফএ-র বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে গত বছরের আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। দেখা গিয়েছে, আইএফএ ২৫ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। এছাড়াও বার্ষিক সাধারণ সভায় আইএফএ শিল্ড করার প্রস্তাব দিয়েছেন সদস্যরা। তবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন আইএসএলের আগে সুপার কাপ করতে চাইছে। সেক্ষেত্রে সুপার কাপের সূচির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে শিল্ড করতে চাইছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

এদিকে, কলকাতা লিগে বুধবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে ক্যালকাটা কাস্টমসের সঙ্গে। পরদিন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ এরিয়ান ক্লাব।

বলাকার ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন এইচআরকেএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের ১৬ দলীয় ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল এইচআরকেএস। রবিবার রাতে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মম লাভার্স লেট রেখা দলকে হারিয়েছে। বলাকার মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা এইচআরকেএস-এর রঞ্জন সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের টুবাই চন্দ। চ্যাম্পিয়নদের অমৃতকুমার চৌধুরী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফি ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা সবিতা রায় সরকার স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। ফেয়ার প্লে গিয়েছে দ্য লেজেন্ডের দখলে। তাদের জ্যোতি দত্ত স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ট্রফি ডোনার সুব্রত দত্ত, বিনয়কুমার চৌধুরী, বলাকার সভাপতি রাজু দাস, সচিব দীপাঞ্জন রাহা, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য নারায়ণ দত্ত, বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে এইচকেআরএস-এর ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়া, চতুর্থ রিনিভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় পুরনিগমের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত রাজ্য স্কুল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রেয়া ধর। সোমবার ফাইনালে শ্রেয়া ৩-২ গেমে জিতেছে উত্তর ২৪ পরগনার অঙ্কলিকা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে তারা হারিয়েছে যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনার সঞ্চারি চক্রবর্তী ও রিনিভা সরকারকে। পরে সঞ্চারির কাছে ১-৩ গেমে হেরে রিনিভা চতুর্থ হয়। এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম তিনে শেষ করেছে যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনার সারিকা শাহিদ, হুগলির শরণ্যা কর ও উত্তর কলকাতার দীপ্তি দাস (অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়ে) এবং দক্ষিণ কলকাতার দিয়া বসু, হাওড়ার দেবলীনা বসু ও দক্ষিণ কলকাতার দিশা বসু (অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়ে)। মঙ্গলবার থেকে ছেলেদের বিভাগের খেলা শুরু হবে।

প্রথম শ্রেয়া ধর ও চতুর্থ রিনিভা সরকারের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে স্বপ্নিল, মিষ্টি

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বাহরিনে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে অংশ নেবে জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের স্বপ্নিল দত্ত ও মিষ্টি কর্মকার। মালবাজারের স্বপ্নিল ডিসকাস থ্রো ও মালদার মিষ্টি জ্যাভলিন থ্রোয়ে নামবে। জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে মিষ্টি জাতীয় ইয়ুথ গেমসে সোনা জিতেছিল। স্বপ্নিল জাতীয় স্কুল গেমসে রুপো পেয়েছিল। যার ফলেই তারা এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে নামার অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অজয় অধিকারী - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55B 90386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এখন আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে এতদিন ধরে আমার দেখা সমস্ত স্বপ্ন আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি গর্বিত যে আমি আমার পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিতে পারবো। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।